বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল :
অক্টোবর, ২০২৩

প্রকাশক :
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নির্দেশনা :
মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :
মোঃ খায়রুল কবীর মেনন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

সম্পাদনা উপকমিটি :

১	মোঃ খায়রুল কবীর মেনন, অতিরিক্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২	মোঃ আবদুল কাদির, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	মোঃ আলী রেজা সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	ফয়সল আহমেদ, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	দিলসাদ বেগম, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	জাহিদুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	তাহ্নিয়া রহমান চৌধুরী, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
৮	মোঃ আমিন আল পারভেজ, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	জান্নাতুল ফেরদৌস, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	আশ্রাফ আহমেদ রাসেল, সিনিয়র সহকারী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	মোঃ আইয়ুব হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	পরিচালক (প্রশাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
১৩	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
১৪	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
১৫	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
১৬	মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ্, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

স্বত্ব :
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

"শুধু জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারি, গড়ে তুলতে পারি উন্নততর ভবিষ্যৎ।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"বাঙালি জাতি এখন বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলছে, আগামীতেও মাথা উঁচু করে চলবে, সেটাই হবে আমাদের আজকের দিনের প্রতিজ্ঞা"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাণী

আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাগুলোর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এ প্রতিবেদন।

জনগণকে সেবা দান করার মহান লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর। দুর্যোগকবলিত মানুষকে নিরলসভাবে সেবাদান করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ২০২৩ সালে অর্জন করেছে স্বাধীনতা পুরষ্কার। অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত আমাদের ফায়ার সার্ভিস এখন অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সক্ষম। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের যে উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছিল তার অনেকখানিই এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। ২০২০ সাল থেকে শুরু হয়েছে ই-পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম এবং বর্তমানে তা পূর্ণউদ্যমে এগিয়ে চলেছে। সমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য বিপুল সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক "৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । দেশের কারাগারগুলোয় বন্দিদের স্থান সংকুলানের সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে । কারাগারে আগত বন্দিদের ডাটা সংরক্ষণের জন্য চালু করা হয়েছে PIDS (Prisons Inmate Database System) । কয়েদীদের তৈরিকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে একটি পৃথক নীতিমালা। জনগণকে সেবা দানের ক্ষেত্রে এ সরকারের লক্ষ্য একটি জনবান্ধব আবহ তৈরি এবং নিঃস্বার্থ সেবা দান। এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে সুরক্ষা সেবা বিভাগ। সুরক্ষা সেবা বিভাগ তার নিজস্ব ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করুক আমি এমনটাই কামনা করি ।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনে যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা এ বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার দিক নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে বলে আমি আশা রাখি।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জন্য রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ‘নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা’ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সাথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন সন্নিবেশিত করে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে একদিকে যেমন এ বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যাবে, অপর দিকে এর মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং জনগণের দোরগোড়ায় কাঙ্খিত সেবা পৌছে দেয়ায় প্রকাশনাটি অবদান রাখবে।

বর্তমান সরকার ঘোষিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ বছরজুরে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ‘Online Security Clearence System (SCS)’ চালু করা হয়েছে। অনলাইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন গ্রহণ, নিরাপত্তা প্রতিবেদন সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং ডিজিটাল (QR code সংবলিত) সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি অধিদপ্তর তাদের প্রদত্ত সেবা সমূহ ডিজিটাল করণের মাধ্যমে জনগণকে স্বল্প সময়ে ও সহজে পৌঁছে দিচ্ছে। ২০২২-২০২৩ সময়ে ই পাসপোর্ট এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চট্টগ্রামে ৬টি, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সিলেটে ৬টি, বেনাপোল স্থল বন্দরে ৪টি, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ২টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। পাসপোর্ট সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ‘পাসপোর্ট বাতায়ন’ নামে একটি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। ‘Prison Inmate Database System’ এর মাধ্যমে দেশের কারাগারসমূহে বন্দিদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ চালু করা হয়েছে। দেশের ৩৭টি কারাগারকে সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কারাগারসমূহকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ৩৯টি ট্রেডে মোট ১১৭১৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

উন্নত দেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত মাদকের প্রতি ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৩৫৩৯টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে ১,৩৭৭ জন প্রশিক্ষক ও মেন্টর তৈরি করা হয়েছে এবং ২,১৫২টি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মাদকবিরোধী ৯০,৯২৬টি অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ মাদক সংশ্লিষ্ট ২১,৮৩৪টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়া ১৯,৮৪৪ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে এবং ১৮,১৫১ জন রোগীকে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। গতি, সেবা ও ত্যাগের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শুধু দেশেই নয় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তুরস্কে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে। এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬৮মিটার (২৪ তলা পর্যন্ত) কাজ করতে সক্ষম ৫টি টার্ন টিবল লেডার (টিটিএল) ২০২২ সালের অক্টোবর ফায়ার সার্ভিস’র যান্ত্রিক বহরে যুক্ত হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৬টি ফায়ার স্টেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে, এর ফলে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪৯৫টিতে। সমাজ সেবা/জনসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রের বেসামরিক সর্বোচ্চ পুরস্কার ’স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৩’ অর্জন করায় বর্তমানে দেশ ও দেশের জনগনের সেবায় এ অধিদপ্তরের মনোবল আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এ অগ্রযাত্রার সাথে সাথে জনগণের দোর গোড়ায় মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে ‘সুরক্ষিত নাগরিক’ গঠনে ভূমিকা রাখছে সুরক্ষা সেবা বিভাগ। আগামী দিনে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানে এ বিভাগ জনগণের আস্থার প্রতীক হবে বলে অমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	
পটভূমি	১০
রূপকল্প	১০
অভিলক্ষ্য	১০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১০
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	১২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	১৩
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	১৩
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়ন	১৩
উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১৩
তথ্য প্রাপ্তির অধিকার	১৫
নাগরিক সেবাসমূহ	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	২৪
আইন-বিধি/পরিপত্র প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা	৩২
চতুর্থ অধ্যায়	
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৩৬
পঞ্চম অধ্যায়	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৪৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৭৪
সপ্তম অধ্যায়	
কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১০৫

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রথম অধ্যায়

১. পটভূমি : জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ সৃজন করে। এ বিভাগের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর রয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সরকারের একটি জরুরি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশে দ্রুত উন্নয়নের ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা ও শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে। ফলে অগ্নি ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সেবাধর্মী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাসপোর্ট সেবা সহজ ও দ্রুততর করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে হাতে লেখা পাসপোর্ট ও ম্যানুয়াল ভিসার পরিবর্তে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন। অতঃপর বাংলাদেশি পাসপোর্টের নিরাপত্তা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ট্রাভেল ডকুমেন্ট 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন'। কারাবন্দিদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা এবং সর্বোপরি কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে কারা অধিদপ্তর। উপরোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ এসডিজি, ভিশন ২০৪১ তথা বঙ্গবন্ধুর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. রূপকল্প (Vision) : সুরক্ষিত নাগরিক।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন আরো সহজ, টেকসই ও সময়োপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ প্রবর্তন করা হয়। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার এ পদ্ধতিটি ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুরক্ষা সেবা বিভাগ প্রত্যেক অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের Allocation of Business, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম যেমন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনাসমূহকে সমন্বিতভাবে এপিএ'র অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সাথে ২৩ জুলাই ২০২২ তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সুরক্ষা সেবা বিভাগের Allocation of Business অনুযায়ী মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ; দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি; কারাবন্দিদের নিরাপদ হেফাজত ও কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তর; জনসাধারণের বিদেশ গমনাগমন সহজিকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরার লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং ২৫টি কার্যক্রমের আওতায় ৪০টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের মধ্যে ৩৯টি শতভাগ এবং ১টি সূচক আংশিক অর্জিত হয়েছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জিত উল্লেখযোগ্য সূচকসমূহ হচ্ছে- ৯টি। বিদেশস্থ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুকরণ; ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজ ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে শাহ আমানত ও ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ই-গেট চালুকরণ; মাদকবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণের লক্ষ্যে এ্যানফোর্সমেন্ট কমিটির সভা এবং মাদক সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ সভা আয়োজন; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (এ্যালকোহল ব্যতীত) বিধিমালা ২০২২-এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ; অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে অনুদান প্রদান; ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৩৫টি (সংশোধিত ৫২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ; সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মচারীদের বদলি ও পদায়ন নীতিমালা প্রণয়ন; কারাবন্দিদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, খুলনা জেলা কারাগার, নরসিংদি জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।

২০২২-২৩ অর্থবছরের চূড়ান্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং দাখিলকৃত সকল প্রমাণক পর্যালোচনায় এপিএ টিমের সুপারিশের আলোকে আওতাধীন চারটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে এপিএ এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে সামগ্রিক মূল্যায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ৯৭.৫৬ নম্বর পেয়ে প্রথম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৯৬.৪৫ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয়, কারা অধিদপ্তর ৯৪.৬৭ নম্বর পেয়ে তৃতীয় এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ৮৭.৯০ নম্বর পেয়ে চতুর্থ হয়েছে।

গত ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি এর উপস্থিতিতে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকারী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের হাতে ক্রেস্ট এবং সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর, প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব আসাদুজ্জামান খান, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (NIS)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করে আসছে। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক মোট ১৫টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থা উন্নয়নে ১১টি সূচক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত "সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ" কার্যক্রমসহ রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয় কার্য সম্পাদনে ই-টেন্ডারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; অনলাইন স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ; উত্তরা এবং যাত্রাবাড়ী আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সার্বিক সেবার মান উন্নয়নে তদারকি টিম গঠন এবং তদারকি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়ন এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মূল্যায়নে এ বিভাগের আওতাধীন চারটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১০ নম্বরের মধ্যে ৯.৪০ নম্বর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ৯.৮০, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ৯.২০ এবং কারা অধিদপ্তর ৯.৮০ নম্বর পেয়েছে।

গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখে শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতি স্বরুপ সুরক্ষা সেবা বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২০১৭ সালে সুরক্ষা সেবা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়-

- অনলাইন স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু।
- কারা বন্দিদের জন্য ফোনবুথ নীতিমালা প্রণয়ন। এর ফলে কারা বন্দিদের সাথে তাদের নিকটজনের ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন।
- ডোপ টেস্ট নীতিমালা প্রণয়ন।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা প্রণয়ন।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (পদক প্রদান) নীতিমালা ২০২০ প্রণয়ন।
- অফিসিয়াল পাসপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।
- বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পরামর্শ কেন্দ্র বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন।
- নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজনের মাধ্যমে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভা আয়োজনের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতাদের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির ফলে সেবা প্রাপ্তি সহজতর করা।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষন আয়োজনের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের চেস্টা করা এবং
- শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতিবছর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান।

৬. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন

সুরক্ষা সেবা বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সূচক নম্বর ৩.৫.১, ৩.৫.২ এবং ১৬.৩.২ এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত । এসডিজি ট্র্যাকারে ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২ নং সূচকের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ১৬.৩.২ নং সূচকের জন্য কারা অধিদপ্তর তথ্য প্রদান করে থাকে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সূচকসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত এসডিজি ট্র্যাকারে আপলোড করা হচ্ছে।

৭. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)

সুরক্ষা সেবা বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জন্য একজন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এবং একজন আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। অনিক কর্মকর্তা প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের সত্যতা যাচাই-বাছাইপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন।

৮. সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়ন

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮'তে জঙ্গিবাদ ও মাদকনির্মূল বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তরুণদেরকে মাদকের ভয়াল আসক্তি থেকে মুক্ত করতে প্রতিটি জেলায় ১টি করে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করা, ই-পাসপোর্ট ও ই-ভিসা চালু করা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে ইশতেহারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে সভা করে ইশতেহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিভাগের মাসিক সভায় উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

৯.০ উদ্ভাবনী কার্যক্রম (২০২২-২০২৩) অর্থবছর

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) আওতায় আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৩) বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর সকল কার্যক্রম যথা সময়ে সম্পন্নক্রমে ত্রৈমাসিক, ষন্মাসিক ও বার্ষিক

প্রতিবেদনসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা/আইডিয়াসমূহ নিম্নরুপ :

৯.১ অনলাইনে দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন : দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশি নাগরিকগণ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে অথবা সরাসরি সুরক্ষা সেবা বিভাগে আবেদন দাখিল করেন। বিদেশ থেকে আবেদনের ক্ষেত্রে ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদনসমূহ সুরক্ষা সেবা বিভাগে গৃহীত হতে প্রায় দুই/তিন মাস সময় লেগে যায়। অনেক সময় অসম্পূর্ণ/ত্রুটিপূর্ণ আবেদন পাওয়া যায়, যা পরবর্তীতে নিষ্পত্তি করতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আবেদনের সময় আবেদনকারীগণ সচিবালয়ে প্রবেশের সুযোগ পান না। ফলে আবেদনকারীদের স্বল্প সময়ে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। বর্ণিত সেবার ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সময় আবেদনকারীগণ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আবেদন দখিল ও সনদপত্র সংগ্রহ করেন। সেবাটির জন্য বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা হতে তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য প্রত্যেক আবেদনকারী প্রয়োজনীয় তথ্যাদির হার্ড কপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখায় প্রেরণ করতে হয়। অনুরুপভাবে হার্ড কপিতে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা সুরক্ষা সেবা বিভাগে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করে। বর্ণিত সেবাটির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমার পর জমার রশিদ আবেদনের সাথে জমা দিতে হয়। সেবাটি ডিজিটাইলেজেশনের মাধ্যমে সহজিকরণ করার ফলে সেবা গৃহীতাগণ পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে পারছেন। আবেদনকারী আবেদন দাখিলের সময় ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ের (সোনালী ব্যাংকের সোনালী-পে গেটওয়ে) মাধ্যমে সেবা জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিতে পারছেন (যে কোন মোবাইল ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে)। প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য আবেদনকারীর তথ্যাদি অনলাইনে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখায় প্রেরণ এবং অনলাইনেই প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদনের সংগ্রহ করা যাচ্ছে। অনলাইনে প্রশাসনিক অনুমোদনের পর ডিজিটাল সনদপত্র (QR সংবলিত) অনলাইনে আবেদকারীকে প্রেরণ করা হচ্ছে। পূর্ববতী সময়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবাটি সম্পন্ন করতে প্রায় কোন কোন সময় এক বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হতো। বর্তমানে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সেবাটি এক থেকে দুই মাসের মধ্যে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৯.২ স্পেনে গমনেচ্ছু/অবস্থানরতদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স : স্পেনে গমনেচ্ছু/অবস্থানরতদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের সনদপত্র সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে নিতে হয়। সেবাটির ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সময় আবেদনকারীগণ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আবেদন দখিল ও সনদপত্র সংগ্রহ করেন। সেবাটির জন্য বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদনের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা হতে তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য প্রত্যেক আবেদনকারী প্রয়োজনীয় তথ্যাদির হার্ড কপি সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখায় প্রেরণ করতে হয়। অনুরুপভাবে হার্ডকপিতে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা সুরক্ষা সেবা বিভাগে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করে। বর্ণিত সেবাটির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমার পর জমার রশিদ আবেদনের সাথে জমা দিতে হয়। সেবাটি ডিজিটাইলেজেশনের মাধ্যমে সহজিকরণ করার ফলে সেবা গৃহীতাগণ পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে পারছেন। আবেদনকারী আবেদন দাখিলের সময় ডিজিটাল পেমেন্ট গেটওয়ের (সোনালী ব্যাংকের সোনালী-পে গেটওয়ে) মাধ্যমে সেবা জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিতে পারছেন (যে কোন মোবাইল ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা যাবে)। প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য আবেদনকারীর তথ্যাদি অনলাইনে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখায় প্রেরণ এবং অনলাইনেই প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদনের সংগ্রহ করা যাচ্ছে। অনলাইনে প্রশাসনিক অনুমোদনের পর ডিজিটাল সনদপত্র (QR সংবলতি) অনলাইনে আবেদকারীকে প্রেরণ করা হচ্ছে। পূর্ববতী সময়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবাটি সম্পন্ন করতে প্রায় কোন কোন সময় ছয় মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হতো। বর্তমানে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সেবাটি এক মাসের মধ্যে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

১০. তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিলকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৭টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ৭টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরকারি আদেশ, নীতিমালা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি নিয়মিত নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

১১. নাগরিক সেবাসমূহ

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	নাগরিকত্ব যাচাই	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর পত্র জারি এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র (খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	বিনামূল্যে	সংশ্লিষ্ট তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ০৫ কার্যদিবস	মোঃ কামরুজজামান সিনিয়র সহকারী সচিব বহিরামগন-১ শাখা ফোন:+৮৮০২-৫৫১০১১৫৩ মোবাইল: ০১৭১৬৪২৫৪০৮ ই-মেইল: immi1@ssd.gov.bd
২	বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত পুলিশ ক্লিয়ারেন্স/ জন্মসনদসহ অন্যান্য সনদ/ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সত্যায়ন	কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সনদ/কাগজপত্র (আঙ্গুলের ছাপের ডকুমেন্ট, নিকাহনামা, পাসপোর্ট হারানের জিডি, জন্ম নিবন্ধন সনদ, পারিবারিক সম্পর্কের সার্টিফাইড কপি, আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাসপোর্টের অনুবাদলিপি) সত্যায়ন করা হয়।	(ক) কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আবেদনপত্র (খ) সত্যায়নের জন্য সনদ/কাগজপত্র (আঙ্গুলের ছাপের ডকুমেন্ট, নিকাহনামা, পাসপোর্ট হারানের জিডি, জন্ম নিবন্ধন সনদ, পারিবারিক সম্পর্কের সার্টিফাইড কপি, আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাসপোর্টের অনুবাদলিপি) (গ) নির্ধারিত ফি জমার চালানের মূলকপি	প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ নম্বর কোডে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান।	০৩ কার্যদিবস	
৩	পাসপোর্ট সেবা, পাসপোর্টের ভিসা স্টাম্পিং ও অন্যান্য কারণে পাসপোর্ট দেশের বাইরে প্রেরণ ও কার্যশেষে গ্রহণ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পাসপোর্ট দেশের বাহিরে প্রেরণ ও কার্যশেষে গ্রহণ করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (০১ টি) (গ) সংশ্লিষ্ট দেশ/প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্টসের ফটোকপি (০১ টি)	বিনামূল্যে	০৩ কার্যদিবস	
৪	নিষিদ্ধ/নিয়ন্ত্রিত (Restricted) দেশসমূহ ভ্রমণের ছাড়পত্র প্রদান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র পাওয়ার পর তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর পত্র জারি এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র (খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, ই-মেইল, মোবাইল নম্বর	বিনামূল্যে	সংশ্লিষ্ট তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৫	ভিসা নীতিমালা-২০০৬ এ বর্ণিত ক্রমিক ০১ হতে ১১ পর্যন্ত (A হতে DA) শ্রেণিতে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, শ্রেণি পরিবর্তনকরণ	ভিসা সংক্রান্ত সর্বশেষ জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে আবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ভিসার শ্রেণি পরিবর্তন ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ভিসা মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রাদির হার্ড কপি আবেদনকারীর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় এবং সফট কপি ওয়েবসাইটে ভিসা সংক্রান্ত সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়।	(ক)মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশসহ আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠার ফটোকপি (০১ টি) এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত ভিসা ও আগমনী সিলের পৃষ্ঠার ফটোকপি (১টি) (গ) ভিসা পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট ভিসা ক্যাটাগরি অনুযায়ী Bangladesh Investment Development Authority (BIDA/) Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA)/ Bangladesh Economic Zone Authority(BEZA)/ Bangladesh Hi-tech Park Authority (BTPA)/অন্যান্য প্রত্যাশী সংস্থা Non-Government Organization Affairs Bureau এর সুপারিশ/কার্যানুমতি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সঙ্গে কার্যচুক্তি, বৈদেশিক ঋণ/কারিগরি সহায়তা চুক্তির ফটোকপি (০১ টি) ইত্যাদি	ভিসা ফি, অতিবাস জরিমানা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ফি/সারচার্জ ভিসা স্ট্যাম্পিং করার প্রাক্কালে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক আদায় করা হয়।	সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ও তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কার্যদিবস	কানিজ ফাতেমা উপসচিব বহিরাগমন-২ শাখা ফোন: মোবাইল: ০১৭৫৪৮২০১৮৫ ই-মেইল: immi2@ssd.gov.bd
৬	ভিসা নীতিমালা-২০০৬ এ বর্ণিত ক্রমিক ১২ হতে ৩৩ পর্যন্ত (E হতে W) শ্রেণিতে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ও শ্রেণি পরিবর্তনকরণ	ভিসা প্রার্থী বা তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী/প্রত্যাশী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি বা শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়।	(ক) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (খ) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন (গ) প্রত্যাশী সংস্থার সুপারিশের মূলকপি (১টি) (ঘ) পাসপোর্ট, Arrival Seal ও ভিসা সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার ফটোকপি (০১ টি)	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	কানিজ ফাতেমা উপসচিব বহিরাগমন-৫ শাখা ফোন: মোবাইল: ০১৭৫৪৮২০১৮৫ ই-মেইল: immi5@ssd.gov.bd
৭	No Visa Required for Travel to Bangladesh (NVR) (বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক, বাংলাদেশি নাগরিকের বিদেশী Spouse ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের	No Visa Required for Travel to Bangladesh (NVR) সংক্রান্ত পরিপত্র -৮৫০, ২৭.০৮.২০১২ অনুযায়ী সম্পূর্ণ আবেদনপত্র দাখিলের পর প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। ভিসা মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রাদির হার্ড কপি আবেদনকারীর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় এবং সফট কপি ওয়েবসাইটে ভিসা সংক্রান্ত সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) আবেদনকারী পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠা) (১টি) (গ) আবেদনকারীর Spouse/ সন্তান/পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যের পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠার) (০১টি) (ঘ) দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদের ফটোকপি (যদি থাকে) (১টি) (ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন/নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (চ) পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী কর্তৃক সম্পর্ক নির্ণায়ক হলফনামার ফটোকপি (১টি) (ছ) বিবাহের প্রমাণপত্রের ফটোকপি	ভিসা ফি, অতিবাস জরিমানা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ফী ভিসা স্ট্যাম্পিং করার প্রাক্কালে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক আদায় করা হয়।	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১৫ কার্যদিবস	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	জন্য) প্রদান		(০১ টি)			
৮	বিনা ভিসায় আগতদের আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) প্রদান	ভিসা প্রার্থী বা তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী/প্রত্যাশী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর বিনা ভিসায় আগতদের আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) প্রদান করা হয়।	(ক) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) (খ) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন (গ) প্রত্যাশী সংস্থার সুপারিশের মূলকপি (০১ টি)	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
৯	ভিসা পরিপত্র পরিপন্থী বা অন্যান্য বেআইনী কার্যকলাপের জন্য বিদেশি নাগরিকদের তালিকাভুক্ত করে দেশ থেকে বহিষ্কারকরণ এবং পুনরায় প্রবেশ বারিতকরণ	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফরেনার্স অর্ডার, ১৯৫১ অনুসারে দেশে অবৈধভাবে অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিকদের তালিকাভুক্ত করে দেশ থেকে বহিষ্কারকরণ এবং পুনরায় প্রবেশ বারিত করে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আবেদনসহ প্রয়োজনীয় সহায়ক ডকুমেন্ট (বিবেচ্য ব্যক্তির পাসপোর্ট/ভিসা এবং নিয়োগপত্র/ভ্রমণ সংক্রান্ত ফটোকপি (১টি)	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৭ কার্যদিবস	আলীমুন রাজীব, উপসচিব বহিরাগমন-৬ শাখা ফোন:+৮৮০২-২২৩৩৫৪৩১৩ মোবাইল: ০১৭১৫৫৯৫৪৯৭ ই-মেইল: immi6@ssd.gov.bd
১০	আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশী শিশুদের বিদেশগমনের অনুমতি প্রদান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে অনুমতিপত্র ইস্যু করা হয়।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) আইনানুগ অভিভাবকত্ব লাভের জন্য পারিবারিক আদালতে দাখিলকৃত আরজির সার্টিফায়িড কপি (১টি) (গ) পারিবারিক আদালত কর্তৃক আইনানুগ অভিভাবক নিযুক্ত সংক্রান্ত আদেশের সার্টিফায়িড কপি (১টি) (ঘ) আবদনকারী কর্তৃক আইনানুগ অভিভাবক হিসেবে ঘোষণামূলক Affidavit এর ফটোকপি (১টি) (ঙ) আবেদনকারী ও মূল মাতা-পিতার সাথে Deed of Agreement এর ফটোকপি (১টি) (চ) আবেদনকারীর পাসপোর্টের ফটোকপি (১টি) (ছ) প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি (১) (জ) আবেদনকারী ও নাবালক/নাবালিকার পাসপোর্ট সাইজের ছবি (১টি করে) (ঝ) নির্ধারিত ফি জমার চালানের মূলকপি	প্রতি আবেদনের জন্য ১০০০/-(এক হাজার) টাকা সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ নম্বর কোডে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান।	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১১	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের	বাংলাদেশ মিশন থেকে পত্র প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন	(ক) আবেদনকারীর পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সংবলিত পৃষ্ঠা) (১টি)	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/ মতামত	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	আবেদন মোতাবেক ভিসার মতামত প্রদান	সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট মিশনের মাধ্যমে ভিসার মতামত প্রদান করা হয়।	(খ) আবেদনকারীর Spouse/সন্তান/পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যের পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠার) (১টি) (গ) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন/নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি (১টি) (ঘ) পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী কর্তৃক সম্পর্ক নির্ণায়ক হলফনামা (১টি) (ঙ) দূতাবাস প্রেরিত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সহ ভিসার আবেদনপত্র		প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১২	দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদান	বিদেশ থেকে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে অফলাইনে/(*) এবং বাংলাদেশ থেকে অফলাইনে/অনলাইনে আবেদন করা যাবে। * বিদেশ থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (Visit: www.ssd.gov.bd Homepage. সেবা বক্স : দ্বৈত নাগরিকত্ব)	(ক) আবেদনপত্র (খ) বিদেশি পাসপোর্ট এর কপি (গ) জন্মনিবন্ধন সনদ/বাংলাদেশি পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/পিতা-মাতার বাংলাদেশি পাসপোর্ট/পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র (ঘ) বিদেশে জন্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত জন্মনিবন্ধন সদন/নাগরিকত্ব সনদ/ন্যাচারালাইজেশন সনদ (ঙ) ৩০০ টাকা মূল্যের নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিড/নোটারী পাবলিক (চ) চালানের মূল কপি	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা (বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ কার্যদিবস	আলীমুন রাজীব উপসচিব বহিরাগমন-৩ শাখা ফোন:+৮৮০২-২২৩৩৫৪৩১৩ মোবাইল: ০১৭১৫৫৯৫৪৯৭ ই-মেইল: immi3@ssd.gov.bd
১৩	বৈবাহিক সূত্রে বিদেশীদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব সনদ প্রদান	বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আবেদন ডাকযোগে, সরাসরি মন্ত্রণলায়ে দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুসরণে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর নাগরিকত্ব সনদ ইস্যু এবং আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়।	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (১ টি) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি- ৬ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিট (ঙ) ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (চ) বিবাহের কাবিননামার ফটোকপি (১টি)	৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৬০ কার্যদিবস	
১৪	বাংলাদেশী স্থায়ী আবাসিক অধিকার সনদ প্রদান	বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আবেদন ডাকযোগে এবং সরাসরি মন্ত্রণলায়ে আবেদন দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র (সময় সময় জারিকৃত সংশোধনীসহ) অনুসরণে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর সনদপত্র ইস্যু	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র (সময় সময় জারিকৃত সংশোধনীসহ) অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (১টি) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি, ৮ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিড (ঙ) ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা	৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৬০ কার্যদিবস	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
		এবং আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়।	ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি			
১৫	বিনিয়োগকারী হিসেবে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ নাগরিকত্ব সনদ	বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আবেদন ডাকযোগে, সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুসরণে প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক ও বিনিয়োগ বোর্ডের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর নাগরিকত্ব সনদপত্র ইস্যু এবং আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়।	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (০১টি) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি- ৮ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঙ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিড (চ) ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (ছ) বাংলাদেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র [কমপক্ষে ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ] (১সেট)	৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৬০ কার্যদিবস	
১৬	স্পেনে গমনেচ্ছু/অবস্থানরতদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদপত্র প্রদান	স্পেন থেকে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে/বাংলাদেশ থেকে ডাকযোগে/সরাসরি/অনলাইনে আবেদন করা যায়।	(ক) আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (০১টি) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি-৪ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ম্যারেজ সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (ঙ) অফার লেটার/পিআর এর কপি (চ) চালানের মূল কপি	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১৭	বিদেশিদের বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স	বাংলাদেশে থাকাকালীন আবেদনকারী কর্তৃক সরাসরি তাঁর কোম্পানির মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিদেশে থাকাকালীন মিশন কর্তৃক আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর আবেদনকারীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (১টি) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি- ৬ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (ঙ) কোম্পানীতে চাকুরীর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র (ওয়ার্ক পারমিট, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, যোগদানপত্র, টিআইএন) সংযুক্ত করতে হবে (১ সেট)	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১৮	বাংলাদেশী নাগরিকত্ব পরিত্যাগ	বিভিন্ন বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন হতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে আবেদন দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুসরণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপত্র ইস্যু করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট হাইকমিশন/দূতাবাসের সুপারিশপত্র (খ) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) (গ) আবেদনকারীর বাংলাদেশি পাসপোর্টের মূল কপি (ঘ) ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারি চালানের মূলকপি	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	সংশ্লিষ্ট হাইকমিশ/ দূতাবাস হতে আবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১৯	এসিড	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,	(ক) অনলাইনে দাখিলকৃত	এসিড আমদানির নতুন	৪৫	জান্নাতুল ফেরদৌস

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	আমদানির লাইসেন্স প্রদান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ অনুসরণপূর্বক এসিড আমদানির লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	আবেদনপত্র (খ) উল্লিখিত বিধিমালার তফসিল-১ এর 'ঠ' ফরমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত এসিড আমদানির হালনাগাদ ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (গ) লাইসেন্স ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (ঘ) ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে 'সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর প্রদত্ত 'এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪' এর অধীন লাইসেন্সধারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট এসিড বিক্রয় করা হবে না মর্মে ঘোষণা সম্বলিত সিকিউরিটি বন্ড (ঙ) হালনাগাদ ভ্যাট নিবন্ধনপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (০১ টি) (চ) সর্বশেষ ২ (দুই) করবর্ষের আয়কর প্রত্যয়ন/প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (ছ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (জ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড আমদানির ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (ঝ) ড্রাগ লাইসেন্সের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (ঞ) হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত কাগজপত্রসহ দাখিলকৃত আবেদনের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত করার লক্ষ্যে সাধারণত নিম্নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে প্রতিবেদন চাওয়া হয়: (১) সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের জেলা প্রশাসক (২) সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা (৩) স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।	লাইসেন্স ফি বাবদ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।	(পঁয়তাল্লিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৩(১) বিধি অনুসারে]	উপসচিব আইন-২ শাখা ফোন: ০২-২২৩৩৫৩২২৯ মোবাইল: ০১৩৩১৫২১১০৯ ই-মেইল: law2@ssd.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২০	এসিড আমদানির লাইসেন্স নবায়ন	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ২৬ এর বিধানমতে এসিড আমদানির লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।	লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নিম্নে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ নবায়নের আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) করতে হয়: (ক) লাইসেন্সের মূল কপির সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (খ) মূল লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সময় যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হয় সেসব কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (১ সেট) (গ) নবায়ন ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার। উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ২৬(৪) অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে দ্বিগুণ নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।	নবায়ন ফি বাবদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার।	৩০ (ত্রিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৬(৫) বিধি অনুসারে]	
২১	এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ অনুসরণপূর্বক এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	(ক) এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর তফসিল-১ এর 'গ' ফরমে আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) (খ) উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ৯ এর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (গ) লাইসেন্স ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (ঘ) ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে 'সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর প্রদত্ত 'এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪' এর অধীন লাইসেন্সধারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট এসিড বিক্রয় করা হবে না মর্মে ঘোষণা সংবলিত সিকিউরিটি বন্ড (ঙ) ভ্যাট নিবন্ধনপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (চ) সর্বশেষ ২ (দুই) করবর্ষের আয়কর রিটার্নের সত্যায়িত	এসিড উৎপাদনের নতুন লাইসেন্স ফি বাবদ ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৩(১) বিধি অনুসারে]	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			ফটোকপি (১টি) (ছ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (জ) হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত কাগজপত্রসহ দাখিলকৃত আবেদনের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত করার লক্ষ্যে সাধারণত নিম্নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে প্রতিবেদন চাওয়া হয়: (১) সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের জেলা প্রশাসক (২) সুরক্ষা্ সেবা বিভাগের একজন কর্মকর্তা (৩) স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।			
২২	এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স নবায়ন	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ২৬ এর বিধানমতে এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।	লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নিম্নে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ নবায়নের আবেদন করতে হয় (অনলাইনে আবেদন): (ক) লাইসেন্সের মূল কপির সত্যায়িত ফটোকপি (১টি) (খ) মূল লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সময় যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হয় সেসব কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (১সেট) (গ) নবায়ন ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ৭,৫০০/-(সাত হাজার পাঁচশত) টাকা এর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ২৬(৪) অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে দ্বিগুণ নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।	নবায়ন ফি বাবদ ৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার।	৩০ (ত্রিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৬(৫) বিধি অনুসারে]	
২৩	এসিড আমদানি/ উৎপাদনের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৩০ এর বিধানমতে এসিড আমদানি/উৎপাদনের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	লাইসেন্সধারী ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে বা কোনো লাইসেন্স হারিয়ে গেলে বা কোনভাবে বিনষ্ট হলে আবেদনের সাথে নিম্নে উল্লিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হয়: (ক) ডুপ্লিকেট লাইসেন্স বাবদ মূল লাইসেন্স ফি এর ২% অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমার মূলকপি। (খ) মূল লাইসেন্সের আবেদনের সময় যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হয় সেসব কাগজপত্রের সত্যায়িত	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি বাবদ এসিড আমদানির ক্ষেত্রে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং এসিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার।	০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
			ফটোকপি (১ সেট)।			
২৪	এসিড আমদানি/ উৎপাদনের লাইসেন্সের মালিকানা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংশোধন	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত) এর বিধি ৩১ক এবং ৩১খ এর বিধানমতে এসিড আমদানি/উৎপাদনের লাইসেন্সের মালিকানা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংশোধন করা হয়।	কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মালিকানা বা এতদসংক্রান্ত অন্য কোন তথ্য উপযুক্ত প্রমাণক যাচাই/তদন্ত সাপেক্ষে সংশোধন করা যাবে। কোন লাইসেন্সধারীর মৃত্যুজনিত কারণে আইনানুগ ওয়ারিশের অনুকূলে এসিড লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে। সেক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতীত লাইসেন্স প্রাপ্তির অন্যান্য যোগ্যতা ওয়ারিশের থাকতে হবে। ওয়ারিশের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য পুলিশের বিশেষ শাখার প্রতিবেদন আবশ্যক হবে। এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অন্য সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত করতে পারবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: (ক) সংশোধনের আবেদন (খ) সংশোধনের স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণক	সংশোধিত তথ্য সম্বলিত লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করা প্রয়োজন বিধায় ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি বাবদ এসিড আমদানির ক্ষেত্রে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং এসিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার।	৩০ (ত্রিশ) দিন	

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৭১টি ই-পাসপোর্ট বিতরণসহ ১০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৭টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৭৯ টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে।

- বিদেশস্থ ৩৩টি বাংলাদেশ মিশনে বার্লিন (জার্মানী), এথেন্স (গ্রিস), ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র), নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র), লস এনজেলস (যুক্তরাষ্ট্র), বুখারেস্ট (রোমানীয়া), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আবুধাবী (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আম্মান (জর্ডান), মাসকট (ওমান), বাগদাদ (ইরাক), ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), মালে (মালদ্বীপ), কাঠমান্ডু (নেপাল), সিঙ্গাপুর সিটি (সিংগাপুর), কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া), দ্যা হেগ (নেদারল্যান্ড), জেনেভা (সুইজারল্যান্ড), কুয়েত সিটি (কুয়েত), দোহা (কাতার), সিডনী (অস্ট্রেলিয়া), ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া), বৈরুত (লেবানন), স্পেন (মাদ্রিদ), লিসবন (পর্তুগাল), রোম (ইতালি), মিলান (ইতালি), মানামা (বাহরাইন), ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), স্টকহোম (সুইডেন), বন্দর সেরি বেগাওয়ান (ব্রুনাই) ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

- "১৬টি পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প" এর অধীনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে "১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (সংশোধিত ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ ও ৪টি পাসপোর্ট অফিস ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ) প্রকল্পের নির্মাণকাজ ৩০ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ৮৬% সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ সম্পন্ন করা হবে।

- বহিরাগমন প্রক্রিয়া সহজ ও আধুনিকীকরণ করার নিমিত্ত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ৬টি ই-গেইট গত ১৫/১১/২০২২ খ্রি: তারিখে, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে স্থাপিত ৬টি ই-গেইট ০৮/০১/২০২৩ তারিখে, বেনাপোলস্থল বন্দরে স্থাপিত ৪টি ই-গেইট ০৪.০৩.২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং বাংলাবান্দা স্থলবন্দরে ২টি ই-গেইট গত ১৯.০৪.২০২৩ তারিখে চালু করা হয়েছে।

১৫ নভেম্বর ২০২২ হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ই-গেইট উদ্বোধন

- পাসপোর্ট সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখ পাসপোর্ট বাতায়ন নামে কল সেন্টার চালু করে। বাংলাদেশি নাগরিকগণ দেশের ভেতর থেকে ১৬৪৪৫ এ এবং বিদেশ থেকে ০৯৬৬৬৭১৬৪৪৫ এ হটলাইন নম্বর কল করে পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে।

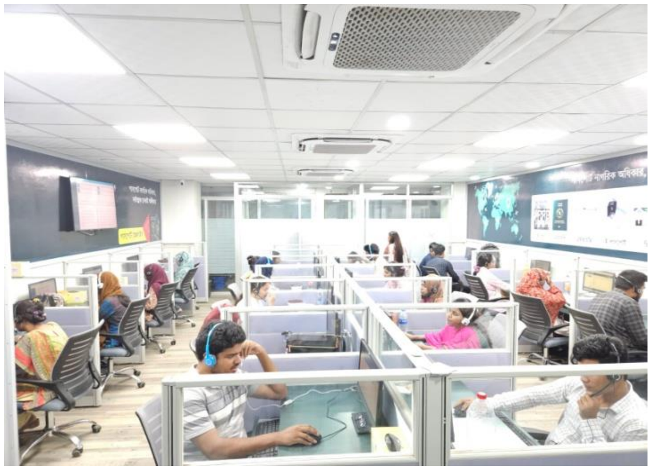

কল সেন্টারে কর্মরত কর্মীগণ

- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২১ হাজার ৮৩৪টি মামলা দায়ের পূর্বক ২৩ হাজার ৫৮০ জন মাদকঅপরাধীকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। সীমান্তবর্তী ৩২টি জেলাসহ অন্যান্য স্থানে ৩ হাজার ৫৩৯টি অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক চোরাকারবারী, অর্থলগ্নীকারী, সরবরাহকারী ও পৃষ্ঠকোষকতাকারীর বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি দেশের তরুণ ও যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মাদকবিরোধী ২৪৫টি ওয়ার্কশপ আয়োজন; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে ৯৩৫টি মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ও শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন করা হয়েছে;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে ১ হাজার ৩৭৭ জন প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরী; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী ১ হাজার ২৬৮টি শ্রেণি বক্তৃতা প্রদান; মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৮২৬টি কলম, খাতা, স্কেল ও জ্যামিতি বক্স বিতরণ করা হয়েছে;
- প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী ২০৪টি বিজ্ঞাপন ও ফিচার ইত্যাদি প্রচার করা হয়েছে;
- মাদক বিরোধী স্লোগান সম্বলিত ৬২ হাজার ৬০৫টি জীবা**ণু**নাশক হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, টি-শার্ট, টিস্যু বক্স, ব্যাগ, মগ ও ছাতা বিতরণ; মাদকের ক্ষতিকর দিক **সংব**লিত ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৩১১টি লিফলেট, ক্যালেন্ডার, পোস্টার, স্টীকার, ফোল্ডার ইত্যাদি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ঢাকায় স্থাপিত কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ দেশের '৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;

রাসায়নিক পরীক্ষাগারের নতুন ল্যাব

- সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে ১৯ হাজার ৮৪৪ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে এবং বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে ১৮ হাজার ১৫১ জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে;
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ১৫ হাজার ৯৫১ মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনে প্রতিটির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যারামিটার (চেকলিস্ট) নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের ২৫৮জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিদপ্তরের নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশেষায়িত (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ/সাইবার ক্রাইম মনিটরিং/আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মাদকাসক্তদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য ২৭.১০.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি ও নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে ২৩৫ জনকে ৮-১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে 57th এবং ১২-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত 58th Echo Training on Universal Treatment Curricular for Addiction Professionals in Bangladesh (ইকো ট্রেনিং) প্রদান করা হয়েছে।
- মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির অনুষ্ঠিত ৩য় সভা ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির ৩য় সভা

- ১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে "সাইবার ক্রাইম ও মানিলন্ডারিং" বিষয়ে দক্ষ করার লক্ষ্যে TOT বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
- বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত নীতিমালা, ২০১৯ এর আওতায় ২৯.০৪.২০২৩ তারিখে ৮২টি নিরাময় কেন্দ্রকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি আর্থিক অনুদান প্রদান

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ২৯,৫৭০টি অগ্নিকাণ্ডে অংশ নিয়ে ১৩৮৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। ১৪,০৪৬টি অ্যাম্বুলেন্স কলে অংশ নিয়ে রোগী পরিবহণ করা হয়েছে ১৩,২৮৫ জন এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ২৬,৪৪,৭৮৩ টাকা। এছাড়া ৬৭৩টি নৌদুর্ঘটনা, ৯০৮৫টি সড়ক দুর্ঘটনা ও ২৬৭৬টি অন্যান্য দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ পরিচালনা করা হয়েছে।

৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বঙ্গাবাজারে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণে এসে ৫ এপ্রিল গণমাধ্যমে কথা বলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

- ৯০০৪টি শপিংমল, হাটবাজার ও বিপণি-বিতানে, ১,৭০১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ১৩০৯টি বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনে, ৯২৫টি বস্তি এলাকায় ও ৬২৮টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

- ০৪ জুলাই ২০২২ নারায়ণগঞ্জের ফ্রেশ জুস কোম্পানিতে, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গুলশান-২-এর মোশারফ জাকের স্কাইলাইন ভবনে এবং ৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পুরান ঢাকার বঙ্গাবাজারে ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা নির্বাপণ করা হয়।

৪ জুলাই ২০২২ তারিখে নারায়ণগঞ্জের ফ্রেশ জুস কারখানায় সংঘটিত অগ্নিনির্বাপণে রিমোট কনট্রোল ফায়ারফাইটিং ভেহিক্যাল ব্যবহার

- ৬০তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

৬০তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান

- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে কারা অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক। কারা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং জেল জীবন নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কারা অধিদপ্তর সংলগ্ন বাগানবাড়ী জামে মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও দেশের সকল কারাগারে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।

- ০৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জেল হত্যা দিবসে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি , জাতীয় চার নেতার পরিবার, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী এবং কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন

- ২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩ এ বাংলাদেশ জেল এর কারাপণ্য 2nd best general pavilion পুরস্কার অর্জন করে।
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবসে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর কর্তৃক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ২৫ মার্চ ২০২৩ গণহত্যা দিবসে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
- GIZ কর্তৃক গাজীপুরে অনুষ্ঠিত Transforming Prisons into Effective Correctional Institutions কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

Transforming Prisons into Effective Correctional Institutions কর্মশালায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

- সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার এর জন্য নির্বাচিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক

আইন-বিধি/পরিপত্র প্রণয়ন/সংশোধন

(১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২
(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

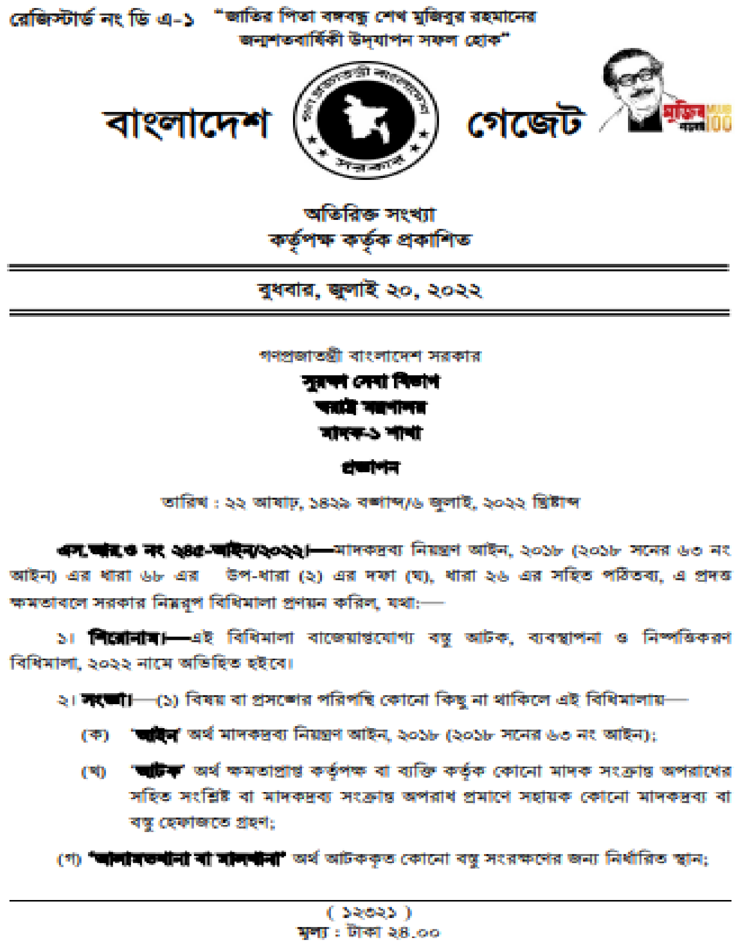

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২০, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মাদক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও নং ২৪৫-আইন/২০২২।—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ), ধারা ২৬ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়—

(ক) **'আইন'** অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন);

(খ) **'আটক'** অর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো মাদকদ্রব্য বা বস্তু হেফাজতে গ্রহণ;

(গ) **'আলামতখানা বা মালখানা'** অর্থ আটককৃত কোনো বস্তু সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত স্থান;

(১২৩২১)
মূল্য : টাকা ২৪.০০

তৃতীয় অধ্যায়
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা

১.০ কোভিড-১৯

১.১ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৪২ জন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ৫০০ জন, কারা অধিদপ্তর হতে ৭৬২ জন, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে ১৫১ জন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে ২৩৭ জন সর্বমোট ১৬৯২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী আক্রান্ত হন। এর মধ্যে ১৬৮০ জন সুস্থ হয়েছেন। সুস্থতার হার ৯৯.২৯%। ৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

২.০ বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত কোভিড-১৯-কালীন নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ০৮.০৮.২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত নির্দেশাবলির আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক এমআরপি ও ই-পাসপোর্ট এর এনরোলমেন্টসহ অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

১. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ এর আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের নির্দিষ্ট গেট দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং আগত সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার এবং থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা

২. অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাস্ক পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবা কার্যক্রম পরিচলনা করছেন।

৪. কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) সংক্রমণ সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সহযোগিতা করার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সহায়তা প্রদানকারী টিম গঠন করা হয়েছে।

৬. কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে খাদ্য, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

৭. অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা অনলাইন প্লাটফরমে ট্রেনিং/সভায় অংশগ্রহণ করছেন।

৮. কোভিডকালীন সেবা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য কর্মকর্তাগণ সবসময় মুঠোফোন চালু রাখাসহ অধিদপ্তরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সক্রিয় রয়েছেন।

৯. অধিদপ্তর হতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

৩.০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৩.১ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন : মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/বিভাগের প্রতিটি অফিসে প্রবেশ মুখে সকলের জন্য হাত ও জুতা জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থাসহ শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশমুখে জীবাণুমুক্তকরণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়। মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য রেসকিউ টিম গঠন করা হয়। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল-এর সাথে অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়।

৩.২ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, গগলস, হেড কভার সংগ্রহপূর্বক বিতরণ করা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের স্ব-উদ্যোগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরী করেও বিতরণ করা হয়।

৩.৩ অ্যাম্বুলেন্স-সেবা প্রদান : অধিদপ্তরের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের বহনের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা রাখা হয়।

৩.৪ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সভার আয়োজন : করোনাভাইরাসের সময়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সভার আয়োজন করা হয়।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

৪.০ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সারাদেশের সকল জেলায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। গণমাধ্যমেও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। করোনাভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার পর থেকে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। লকডাউন চলাকালেও এ অধিদপ্তরের অপারেশনাল কাজ চলমান রাখা হয়।

মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে বিভাগীয় সদস্য যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা নিশ্চিতকরণ, মানসিকভাবে উজ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থাসহ দেখ-ভাল করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়, আক্রান্তদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং জরুরি প্রয়োজনে কেউ ছুটিতে গেলে ফেরত আসার পর তার কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হয়।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জীবাণুনাশক ছিটানো ও ঘরে অবস্থানের প্রচার

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগী পরিবহন

৪.১ অস্থায়ী হাসপাতাল ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন : বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে অস্থায়ী করোনা হাসপাতাল চালু করা হয় এবং ঢাকার ডেমরায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়। করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। এ বিষয়ে সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধিদপ্তরের জারিকৃত বিভিন্ন সময়ের আদেশ ও নির্দেশনা আপলোড করা হয়।

৫.০ কারা অধিদপ্তর

৫.১ করোনাভাইরাসের টীকা প্রদান : অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে করোনাভাইরাসের টীকা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১ম ও ২য় ডোজ ভ্যাকসিন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়েছে।

৫.২ মোবাইল ব্যাংকিং চালুকরণ : কারাগারে আটক বন্দিদের করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বন্দিদের পিসি (প্রিজনার’স ক্যাশ)-তে টাকা জমা দেয়া সহজিকরণে মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করা হয়;

৫.৩ ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম গঠন : দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কারাগারে সম্ভাব্য যেকোন নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয়;

৫.৪ সমন্বয় সেল গঠন : সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটিকালীন করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সমন্বয়সেল গঠন করা হয়;

৫.৫ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ : কারা এলাকায় দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা প্রদর্শন জনগণকে সচেতন করা হয়;

৫.৬ থার্মাল স্ক্যানার/থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা : বহিরাগত বন্দি এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের থার্মাল স্ক্যানার/থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিস/কারাগারে প্রবেশ করানো হয় এবং কারাগারের মূলফটকে সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ/হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত রাখা হয়;

৫.৭ মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ : কর্মস্থলে সকলকে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিস্কার করা হয়;

৫.৮ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়সাধন : করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও সিভিল সার্জনের সাথে সমন্বয়পূর্বক কারাগারসমূহে নিরবচ্ছিন্ন প্রেষণা প্রদান ও সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়;

৫.৯ স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় : করোনা আক্রান্ত সন্দেহাধীন কোনো বন্দির জামিননামা আসলে তাকে জামিন ছাড়ার পূর্বে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগকে অবগত করা হয়; কারাভ্যন্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুট/জুতা জীবাণুমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়;

৫.১০ স্প্রে মেশিন দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ : প্রত্যেক কারাগারের জন্য সরবরাহকৃত স্প্রে মেশিন দ্বারা প্রতিটি কক্ষ দিনে একবার করে জীবাণুমুক্ত করা হয়;

৫.১১ পরিবারের সদস্যদের সাথে বন্দিদের কথা বলার ব্যবস্থাকরণ : প্রত্যেক বন্দির পরিবারের সদস্যদের সাথে সাধারণ টেলিফোনের মাধ্যমে সপ্তাহে ১ (এক) দিন ১০ মিনিট কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়;

৫.১২ কারাবন্দিদের মুক্তি প্রদান : এ সময় কারাগারের বন্দি সংখ্যাধিক্য হ্রাস করার লক্ষ্যে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন জটিল এবং গুরুতর দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ২৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করা হয়;

চতুর্থ অধ্যায়

“পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার
সর্বাত্মক সেবাই অঙ্গীকার”

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়। বঙ্গাবন্ধুর দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় স্বাধীনতাত্তোর ভঙ্গুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট পরিদপ্তরটি পূর্ণাঙ্গা অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুকূলে পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ ভ্রমণেচ্ছুক বিদেশিদের অনুকূলে ভিসা ইস্যু, বাংলাদেশি/বিদেশি নাগরিকগণের বাংলাদেশে আগমন ও বাংলাদেশ হতে বহির্গমন, বাংলাদেশে বিদেশিদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থার (এক্সিকিউটিভ এজেন্সি) ভুমিকা পালনই ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মূখ্য দায়িত্ব।

রূপকল্প : বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদকরণ এবং বিদেশি নাগরিকদের বহিরাগমন প্রক্রিয়া সহজিকরণ।

অভিলক্ষ্য : বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অত্যাধুনিক পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থান সহজিকরণের লক্ষ্যে ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং সর্বাধুনিক বহিরাগমন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে বহিরাগমন সম্পন্নকরণ।

কার্যক্রম

১.	বাংলাদেশি নাগরিকদের সাধারণ/অফিসিয়াল/ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান।
২.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ।
৩.	বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং ভিসা এক্সেম্পশন চুক্তির আওতায় আগত বিদেশিদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা প্রদান।
৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ক ভিসা অব্যাহতি স্টিকার প্রদান।
৫.	বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কালো তালিকা সংরক্ষণ এবং ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তিকরণ।
৬.	বিদেশিদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচিতি সনদ (Certificate of Identity) প্রদান।
৭.	বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান।
৮.	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কনস্যুলার উইংয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
৯.	মুদ্রিত পাসপোর্ট, ভিসা স্টিকার, ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
১০.	পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদানে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

সময়ের সাথে অগ্রযাত্রা

১৯৬২	:	পরিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু। জোনাল কার্যালয় ঢাকা এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা এ ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
১৯৭২	:	পরিদপ্তর হতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।
১৯৭৩	:	পূর্ণাঙ্গা অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়।
১৯৮১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল সৃজন করা হয়।
১৯৯৮	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোর এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অন অ্যারাইভাল ভিসা সেল সৃজন করা হয়।
২০০১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজন করা হয়।
২০১০	:	১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৬টি ভিসা সেল, ৯টি বহিরাগমন চেকপোস্ট এবং পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা (ICAO) এর গাইডলাইন অনুযায়ী মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন করা হয়।

২০১১	:	নতুন ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। ফলে দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০১৬	:	ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়, ঢাকা নামে ২টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়।
২০২০	:	উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ১ম দেশ হিসেবে উচ্চ নিরাপত্তা ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন করা হয়।
২০২৩	:	ঢাকা পূর্ব (আফতাবনগর) এবং ঢাকা পশ্চিম (মোহাম্মদপুর) নামে ২টি নূতন অফিস সৃজন করা হয়।

উল্লেখযোগ্য অর্জন

বিবরণ	২০০৯	২০২৩
জনবল	৩৯৭ জন	১৫৩০ জন
অফিস	১৭টি	৭১টি
নিজস্ব ভবন	১টি	৬৭টি + প্রধান কার্যালয়
পাসপোর্টের ধরন	হাতে লেখা পাসপোর্ট	মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) প্রবর্তন-২০১০, ই-পাসপোর্ট-২০২০
ভিসা সম্পর্কিত	ম্যানুয়াল ভিসা	মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন-২০১০।

২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১। ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধনের পর হতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৮৮,৫০,৬০৬টি ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৮০টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ধাপে ধাপে বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বার্লিন (জার্মানী), এথেন্স (গ্রিস), ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র), নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র), লস এনজেলস (যুক্তরাষ্ট্র), বুখারেস্ট (রোমানীয়া), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আবুধাবী (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আম্মান (জর্ডান), মাসকট (ওমান), বাগদাদ (ইরাক), ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), মালে (মালদ্বীপ), কাঠমাণ্ডু (নেপাল), সিঙ্গাপুর সিটি (সিংগাপুর), কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া), দ্যা হেগ (নেদারল্যান্ড), জেনেভা (সুইজারল্যান্ড), কুয়েত সিটি (কুয়েত), দোহা (কাতার), সিডনী (অস্ট্রেলিয়া), ক্যানবেরা (অস্ট্রেলিয়া), বৈরুত (লেবানন), স্পেন (মাদ্রিদ), লিসবন (পর্তুগাল), রোম (ইতালি), মিলান (ইতালি), মানামা (বাহরাইন), ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), স্টকহোম (সুইডেন), বন্দর সেরি বেগাওয়ান (ব্রুনাই) সহ মোট ৩৩ টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৯ জুলাই, ২০২৩ বাংলাদেশ মিশন মাদ্রিদ, স্পেনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন

২৮ মে, ২০২৩ বাংলাদেশ মিশন সিডনি, অস্ট্রেলিয়ায় ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমের উদ্বোধন

২। ই-গেইট স্থাপন : ই-পাসপোর্ট এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দেশের প্রধান বিমান ও স্থল বন্দরসমূহে ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। ই-গেইট ব্যবহার করে একজন যাত্রী অল্প সময়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। গত ৩০ জুন ২০২১ এ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মোট ২৬ (ছাব্বিশ)টি ই-গেইট চালু করা হয়েছে। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ৬টি ই-গেইট ১৫/১১/২০২২ খ্রি: তারিখে, ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে স্থাপিত ৬টি ই-গেইট ০৮/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে, বেনাপোলস্থল বন্দরে স্থাপিত ৪টি ই-গেইট ০৪/০৩/২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং বাংলাবান্দা স্থলবন্দরে ২টি ই-গেইট ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে চালু করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ এ ই-গেইট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ই-গেইট ব্যবহার করে এ পর্যন্ত ২,১৬,৪৬৮ জন লোক গমনাগমন করেছেন।

১৫ নভেম্বর ২০২২ হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ই-গেইট উদ্বোধন

৮ জানুয়ারি ২০২৩ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট উদ্বোধন

৩। ই-পাসপোর্ট তৈরির সক্ষমতা : পূর্বে পাসপোর্ট বুকলেট বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও বর্তমানে উত্তরাস্থ দিয়াবাড়িতে ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্স-এ ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরী করা হচ্ছে। শুধুমাত্র কাঁচামাল আমদানি ছাড়া পাসপোর্ট উৎপাদনের বাকী প্রক্রিয়া দেশের অভ্যন্তরে সম্পন্ন করা হচ্ছে। দৈনিক প্রায় ২২,০০০-২৩,০০০ বুকলেট তৈরী করা হচ্ছে। এই সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের বিপুল অর্থ সাশ্রয় করছে।

ই-পাসপোর্ট তৈরীর চিত্র

৪। রাজস্ব : ইমিগ্রেশন ও পসপোর্ট অধিদপ্তর সরকারের রাজস্ব অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর রাজস্ব আয় করেছে প্রায় ২৪৯০,৮৭,৭৪,০০০ (দুই হাজার চারশত নব্বই কোটি সাতাশি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা (মিশনসমূহের আয় ব্যতিত)। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৬৭,৭৫,৪৩,০০০ (একশত সাতষট্টি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা।

চলমান কার্যক্রম

১। জনবল বৃদ্ধি : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে নতুন অনুমোদিত ৩৪৬ পদসহ বর্তমান বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে জনবল ১৫৩০ জন। যার মধ্যে পূরণকৃত পদ ১১৯২ টি।

২। ই-ভিসা প্রণয়ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে গত ১৮.১০.২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে SITA কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের উপর কারিগরি কমিটি ২৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

৩। ই-টিপি প্রণয়ন : ই-টিপি রাজস্বখাত হতে বাস্তবায়নের জন্য DG Infotech Ltd এর সাথে ২৯.০৯.২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ই-টিপি ডিজাইন সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ১৩.০৪.২০২৩ তারিখে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী চূড়ান্ত নমুনা কপি সরবরাহের জন্য DG Infotech Ltd ২১/০৫/২০২৩ তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে। ই-টিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে SRS (কর্মপরিকল্পনা) DG Infotech Ltd হতে পাওয়া গিয়েছে যা কমিটি পর্যালোচনা করছে।

৪। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মাহসড়কের পাশে নোয়াদ্দা, বাগৈর মৌজার ৫৭১ (পাঁচশত একাত্তর) শতক জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩ জুন ২০২২ খ্রিঃ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক ঢাকা বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে ০৩/০৮/২০২৩ পর্যন্ত সময় দিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পত্র পাওয়া যায়। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মূল্য পরিশোধ সম্ভব হয়নি বিধায় নুতন করে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প আকারে গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫। দ্বিতীয় পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ : পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণের জন্য রাজউকের সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্প এলাকায় এক বিঘা আয়তনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ পেয়ে তার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা সংবলিত একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক তার ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।

চলমান প্রকল্পসমূহ

১। **ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকল্প :** ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানী এবং বাংলাদেশের মধ্যে ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি অর্থায়নে ৪ হাজার ৬৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে 'ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়। ৪৮ পাতা/৬৪ পাতা বিশিষ্ট ৫ বছর/১০ বছর মেয়াদী পাসপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ, ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির নিমিত্ত একটি অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে তিনটি বিমানবন্দর ও দুটি স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেইট স্থাপন, সকল সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণসহ ১০ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান, একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা সেন্টার ও একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, পার্সোনালাইজেশন সেন্টারে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য ৮টি প্রিন্টিং মেশিন স্থাপন, বাংলাদেশে ৭২টি পাসপোর্ট অফিস, ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিস, ২৭টি বহিরাগমন চেকপোস্ট এবং বিদেশে ৮০টি মিশনে সকল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট

অধিদপ্তর এবং বর্ণিত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ১০০ জনকে জার্মানিতে এক সপ্তাহব্যাপী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন/চলমান আছে।

২। ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অধীন ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নড়াইল, শেরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী ও পিরোজপুর জেলায় ৮৭ কোটি ৩৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর এর জায়গা সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা থাকায় উক্ত অফিসের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পের সাথে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর যুক্ত করা হয় এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিজস্ব ভবন নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়। একই সাথে অত্র প্রকল্পের আওতায় সিলেট, মসুরাবাদ, যশোর ও কক্সবাজার এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প

১. ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ : ২০১১ সালে যশোর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম এই চারটি নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ছিল ৩৫.৯৬ কোটি টাকা।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যশোর

২. ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ : ২০১৪ সালে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩.২০ কোটি টাকা। অফিস ভবনগুলো হলো ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গোপালগঞ্জ

৩. ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ : ২০১৭ সালে ১৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়, যার প্রকল্প ব্যয় ছিল ১৩১.৪২ কোটি টাকা। উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, যাত্রাবাড়ি

৪. পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ : দেশে ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরী, মুদ্রণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য উত্তরাস্থ দিয়াবাড়িতে ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্স নির্মণ করা হয়েছে। ১০ (দশ) তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক এই ভবনটি ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৫-২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই ভবন হতে পাসপোর্ট তৈরীর পাশাপাশি ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, নেটওয়্যার্ক কানেক্টিভিটি, স্টোরিং ও দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে এই ভবনের পাশের প্লটে পার্সোনালাইজেশন-২ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ই-পাসপোর্ট কমপ্লেক্স

৫. ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ : ২০২০ সালে ১৭ টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তার প্রকল্প ব্যয় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর এর নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, শরীয়তপুর

৬. "ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি)": ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২৩ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশে এমআরপি ও এমআরভি প্রবর্তন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ৬৪ জেলায় ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৭২টি বাংলাদেশ মিশন ও ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার ও যশোরে একটি আপদকালীন ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সর্বমোট ২২ (বাইশ) টি সূচকের মধ্যে ১৬ (ষোল) টি সূচক ১০০%, ১ (এক) টি সূচক ৯৫%, ১ (এক) টি সূচক ৯০% এবং ১ (এক) টি সূচক ৬০% বাস্তবায়ন হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১৫ (পনের) টি কার্যক্রমের মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ) টি কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন হয়েছে। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার সকল কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৮ (আটচল্লিশ) টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২৮ (আঠাশ) টি ইন-হাউজ ও ০৬ (ছয়) টি কর্মশালা রয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন ও পুরস্কার প্রদান

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ থেকে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন

ক) কল সেন্টার : পাসপোর্ট সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ৩১ মার্চ ২০২৩ পাসপোর্ট বাতায়ন নামে কল সেন্টার চালু করে। বাংলাদেশি নাগরিকগণ দেশের ভেতর থেকে ১৬৪৪৫ এ এবং বিদেশ থেকে ০৯৬৬৬৭১৬৪৪৫ এ হটলাইন নম্বর কল করে পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে।

কল সেন্টারে কর্মরত কর্মীগণ

খ) পার্সোনালাইজেশন রিপোর্টিং সফটওয়্যার ডিজিটাইজড করা হয়েছে। এর ফলে স্বল্প সময়ে নিখুঁত রিপোর্ট তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

উত্তমচর্চা ও সেবা সহজিকরণ :

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১.	**প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ :**	কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ২ থেকে ৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।
২.	**অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ**	ই-পাসপোর্ট সার্ভারের সাথে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের সংযোগের ফলে পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ সকল ব্যাংকে এ-চালান, ই-চালানের মাধ্যমে এবং অনলাইনে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে এবং ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পাসপোর্ট ফি জমা দিতে পারছে।
৩.	**বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :**	বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারছেন।
৪.	**অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল :**	পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।
৫.	**গণশুনানির আয়োজন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত : ১ দিন গণশুনানি আয়োজন করা হচ্ছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৬.	**হেল্প ডেস্ক স্থাপন :**	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭.	**মোবাইল এসএমএস সার্ভিস :**	পাসপোর্টে আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস করে এমআরপি আবেদনপত্রের অবস্থান এবং ১৬৪৪৫ নম্বরে এসএমএস করে ই-পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।
৮.	**ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান :**	পাসপোর্ট ও ভিসা সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
৯.	**ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান :**	প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।
১০.	**মোবাইল টিমের মাধ্যমে ভিভিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ :**	প্রতিটি বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহ হতে মোবাইল টিমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ফলে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।
১১.	**ই-কিউ ব্যবস্থা চালুকরণ :**	ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে।
১২.	**ওয়েটিং রুম স্থাপন :**	সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আগত সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৩.	**সাপোর্ট সেল স্থাপন :**	প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৭১ টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি ও ই-পাসপোর্ট কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
১৪.	**হজযাত্রীদের জরুরি পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ বুথ স্থাপন :**	২০১৯ সালে পবিত্র হজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ কেন্দ্র হতে জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।
১৫.	**পানির ব্যবস্থা, শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন :**	বিভিন্ন বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	ই-পাসপোর্ট চালুকরণ	২২ শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ই-পাসপোর্ট উদ্বোধনের পর দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে এবং ১৬টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
২	ই-ভিসা চালুকরণ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের মধ্যে e-visa বাস্তবায়নে ১৮/১০/২০২২ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে SITA কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবের উপর কারিগরি কমিটি ২৪/০৫/২০২৩ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ই-ভিসা বাস্তবায়নে G2G কমিটির কার্যক্রম চলমান।
৩	একটি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতি মুক্ত, দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখা।	**আধুনিক ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ** : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত কেরাণীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মাহসড়কের পাশে নোয়াদ্দা, বাগৈর মৌজার ৫৭১ (পাঁচশত একাত্তর) শতক জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩ জুন ২০২২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক ঢাকা বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে এ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মূল্য পরিশোধ সম্ভব হয়নি বিধায় নূতন করে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প আকারে গ্রহণ

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত পরিকল্পনা	মন্তব্য
		করা হচ্ছে।
৪	নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবা পরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন।	ক) ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সব ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। খ) অনলাইন Client Satisfaction Register কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। গ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
৫	নিয়ামানুবর্তিতা এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেয়া হবে।	ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-হাজিরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খ) মোটিভেশন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানাস্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।	ক) ডি-ফাইলিং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। প্রায় ৮৫% নথি ডি-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। খ) মাঠ পর্যায়ে সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ) কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ঘ) প্রক্রিয়াধীন পাসপোর্ট এর সর্বশেষ অবস্থান জানার জন্য পাসপোর্ট ট্র্যাকিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঙ) পাসপোর্ট অফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ডে-কয়ার সেন্টার গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে।	ক) সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে স্থাপন করা হয়েছে। খ) অধিকাংশ পাসপোর্ট অফিসে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অফিসগুলোতে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা

নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট নির্মাণ, সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) প্রবর্তনসহ ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইটের কার্যক্রম হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল ও কক্সবাজারে নির্মিতব্য বিমানবন্দরে সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাসপোর্ট, ভিসা ও বহিরাগমন সেবা-কে বিশ্বমানে উন্নীতকরণ।

পঞ্চম অধ্যায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**“উন্নত দেশের সোপান ধরি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি”**

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১. পটভূমি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শনের উপর ভিত্তি করে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ হচ্ছে- "জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। জাতিসংঘের কনভেনশনের আলোকে ১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিদপ্তর প্রথমে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে এবং ০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ খ্রি:-এ দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশ বিনির্মাণে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটি অ্যাকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।

২. ক্রমবিকাশ

১৮৫৭: আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন;

১৮৭৮: আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯০৯: বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন;

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন;

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন;

ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

১৯৭৬: এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্বিন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্তকরণ;

১৯৮৯: বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি;

১৯৯০: ০২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা;

১৯৯১: ০৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

২০১৮: আইনে মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ও ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর;

২০১৯: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন সামগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯' প্রণয়ন;

২০১৯: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন;

২০২০: মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন;

২০২১: (ক) সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১' ২৩ মে ২০২১ তারিখ এবং (খ) 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক "বেসরকারি মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১" ২৩ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২২: (ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু আটক, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২২ ০৬ জুলাই ২০২২ তারিখ এবং (গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২২ ১১ আগস্ট ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. রূপকল্প (Vision): মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

৪. অভিলক্ষ্য (Mission): দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যাবলি (Functions)

১. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা ও নিয়মিত মামলা রুজুকরণ;
২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
৩. বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
৪. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. বুলেটিন, স্যুভেনির ও বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশকরণ;
৬. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;
৭. মাদকবিরোধী টিভিসি, টকশো, থিম সং, শর্ট ফিল্ম ইত্যাদি তৈরি ও প্রদর্শন;
৮. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার ;
৯. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
১০. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১১. কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম;
১৩. সকল জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
১৪. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৫. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন; এবং
১৬. প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সিদের সেবা প্রদান ।

৬. জনবল :

ক্রম	গ্রেড	মঞ্জুরিকৃত জনবল	কর্মরত জনবল	শূন্যপদ
১	১ম -৯ম	৩০৮	১১০	১৯৮
২	১০ম	২৯৭	১৫৪	১৪৩
৩	১১তম-১৭তম	২১৪৩	১৩৯৯	৭৪৪
৪	১৮তম-২০তম	৩১১	২১৯	৯২
	মোট =	**৩০৫৯**	**১৮৮২**	**১১৭৭**

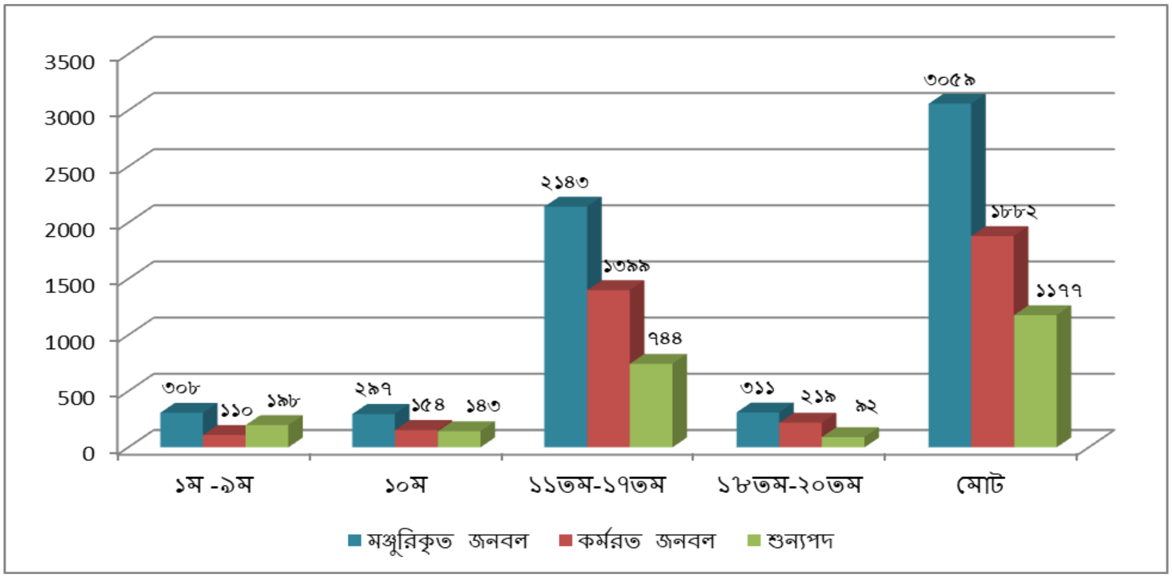

৭. মাঠ পর্যায়ের অফিস

অফিসের/ নাম	পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো
জেলা কার্যালয়	৬৪টি জেলায় অফিস প্রধান হিসেবে উপপরিচালক পদ অনুমোদন
মেট্রো কার্যালয়	৪টি (ঢাকা-২টি ও চট্টগ্রাম-২টি)
বিভাগীয় কার্যালয়	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার	১টি
রাসায়নিক পরীক্ষাগার	৭টি
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ শয্যা বিশিষ্ট ১টি।
বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র	৭টি
সমুদ্রবন্দর	২টি
স্থলবন্দর	১টি
বিমানবন্দর	২টি

৮. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিদপ্তরের চুক্তি/সমঝোতা স্মারক/কনভেনশন

(ক) মায়ানমার (১৯৯৪) এবং (খ) ভারত (২০০৬) এর সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা চুক্তি

(খ) ইরান (১৯৯৫) এবং (খ) Drug Enforcement Agency (DEA) (২০১২) এর সাথে সমঝোতা স্মারক(MoU):

(গ) Single Convention on Narcotic Drugs, ১৯৬১ (খ) Convention on Psychotropic Substances, 1971

(ঘ) UN Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, ১৯৮৮

(ঙ) SAARC Convention on Narcotic Drug and Psychotropic Substances, ১৯৯০ কনভেনশন।

৯.০ বর্তমান সরকারের আমলে অধিদপ্তরের অর্জন (২০০৯ ও ২০২৩ খ্রিঃ-এর তুলনামূলক চিত্র)

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর
১.	জনবল বৃদ্ধি;	১২৭৭ জন	৩০৫৯ জন
২.	অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি;	যানবাহন-৫১টি ও কম্পিউটার সামগ্রী অপ্রতুল।	• যানবাহন-১০২টি • কম্পিউটার-৩৬৮টি • ল্যাপটপ-১৭টি • ড্রাগ ডিটেকটিং মেশিন-১৩টি • ওয়াকিটকি সেট-৩৮৮টি • কার মোবাইল সেট-৪৫টি • রিপিটার-৭৪টি • টাওয়ার-৪টি • ফটোকপি মেশিন-১০৪টি
৩.	সামগ্রিক তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি	ছিল না	• সেবাসমূহকে অনলাইনকরণসহ মাদক অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। (৩৭টি সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে)
৪.	অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন	৩৯টি	১০৬টি (টেকনাফে ১টি বিশেষ জোনসহ)
৫.	ড্রাগ এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধি	ছিল না	এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৯৬০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৬.	মাদকবিরোধী প্রচারণা		
	লিফলেট বিতরণ	১৫,২০০টি	২৯,৪৯২৭টি
	স্টিকার বিতরণ	১৩,৯৫০টি	২০৬৪০টি
	সভা/সেমিনার	৬,৪৮৬টি	১৪৩৩টি
	স্যুভেনির প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০	২০০০টি
	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	---	১৫০০টি
	কারাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণা	---	৮০টি
	ভলান্টিয়ার টিম গঠন	--	১৬৬টি

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর
	প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন	---	২০৮টি
	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	----	৭৩টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
	ডিজিটাল ভ্যানে মাদকবিরোধী প্রচার	---	৬টি ডিজিটাল ভ্যানে ৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।
৭.	ফেসবুক পেস ও ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা	ছিল না	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২১ হাজার এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৭ হাজার।
৮.	হটলাইন সেবা	ছিল না	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে একটি হটলাইন নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত এ নম্বরে ১২৯০টি কল এসেছে।
৯.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	প্রধান কার্যালয় ভাড়াকৃত ভবনে (রমনা, বোরাক টাওয়ার) পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়সমূহও ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালিত হয়ে আসছিল।	প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন এবং ৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
১০.	বাজেট বরাদ্দ	১৮,১৯,১৪,০০০/-	২৯৪,৫১,১৫,০০০/-
১১.	আদায়কৃত রাজস্ব	৫৬,১৮,০১,০৬০/-	লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব ১৩৭,২৭,২৭,৪৫০/-
১২.	আইন বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	পূর্বে এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রভিশন রুলস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কার্যকর ছিল।	**আইন :** ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। **প্রণীত বিধিমালা ও নীতিমালা** : ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। ● 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক 'বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। ● 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১'। ● 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯'। 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে' : ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২২। ● আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২২। ● এছাড়া, (ক) ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২৩ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন কাঁযক্রম চলমান।

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর
১৩.	ডোপটেস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন	ছিল না	উচ্চ শিক্ষাঙ্গণ/ক্রীড়াঙ্গণে ভর্তি এবং সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধন), ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।
১৪.	প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ	ছিল না	অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় ২০ (বিশ) একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নেরর জন্য ১৫ মে ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫.	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	৪টি (৫৫ বেড)	৪টি (১৯৯ বেড)
১৬.	সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩ হাজার ৭৯৩ জন	১৯,৮৪৪ জন
১৭.	মাসকাসক্ত পথশিশুদের চিকিৎসা সেবা	ছিল না;	২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২০৩ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
১৮.	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের বেড সংখ্যা।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৫৮০টি।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৪ হাজার ৯৯৬টি।
১৯.	মাদক মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে আলাদা আদালত গঠন।	ছিল না;	মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রভিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
২০.	মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি।	মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ছিল ।	মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক, (ক)মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ)সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ)জেলা প্রশাসক-এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ)উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২১.	মাদকের অপব্যবহার রোধে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন	ছিল না;	বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি কমিটি গঠন করা হয়েছে : ক) মূখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে আহ্বায়ক করে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি; খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে এনফোর্সমেন্ট কমিটি;

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর
			গ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন কমিটি। এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি; খ) কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচারবিরোধী টাস্কফোর্স।
২২.	উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ :		

বিবরণ	২০০৯-২০১০	২০২২-২০২৩
মামলা	৭৭৬৪টি	২১,৮৩৪টি
আসামি	৭৯৬৬ জন	২৩,৫৮০ জন
ইয়াবা	৪০৫১ পিস	৪৯,৮২,২০২ পিস
হেরোইন	২১.১৮৯ কেজি	২১.৪৭৬ কেজি
কোকেন	০.১৫ কেজি	০.২৮
গাঁজা	২১০১.০১৯ কেজি	৮,৫৩৪.৮৭৭ কেজি
গাঁজা (গাছ)	৫০৬টি	৩৬,৭০৩টি
ফেন্সিডিল	৫৮৬৭৫ বোতল	১৬,৯২৮ বোতল
ফেন্সিডিল	১৭৩.৭ লিটার	২০৯.৮৬ লিটার
ইনজেকটিং ড্রাগ	১৮৬৯২ অ্যাম্পুল	৮৩,০০৩ অ্যাম্পুল
বিদেশী মদ	৪৭৪৬ বোতল	১,৯৮০ বোতল

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২টি সরবরাহকৃত স্পিডবোট

১০.০ বাজেট বরাদ্দ, বাৎসরিক ব্যয় ও রাজস্ব আদায়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	বাৎসরিক ব্যয় (টাকা)	রাজস্ব আদায় (টাকা)
২০০৯-২০১০	১৮১৯১৪০০০/-	১৮৭০৮৮০০০/-	১৮৪৫৪৭০০০/-	৫৬১৮০১০৬০/-
২০১০-২০১১	২০৩৭৩৬০০০/-	২২৬১৫০০০/-	২৩০৪৩৫০০০/-	৬২৭১৩৬৪০৯/-
২০১১-২০১২	২৩৬২০০০০০/-	২৪১৭৫০০০০/-	২৩৬৯৮৬০০০/-	৬৬০৪৮৬৫০৯/-
২০১২-২০১৩	৩০০৩০০০০০/-	২৯৯৮৬০০০০/-	২৯১২৮৮০০০/-	৭১২৩২৯৯৮৭/-
২০১৩-২০১৪	৩৩৭৮৮৫০০০/-	৩৫৩৮৮৫০০০/-	৩৪৫৪৬৩০০০/-	৬৮৫৬৯৯৯২১/-

২০১৪-২০১৫	৪৫০০০০০০০/-	৪৫০০০০০০০/-	৪১৫৬৮৬০০০/-	৭০২২২৫২১০/-
২০১৫-২০১৬	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৭২০৭৬০০০/-	৬৮৫৭৯৩৭৬৬/-
২০১৬-২০১৭	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৪৩২৬৯০০০/-	৬৭৪৩৯৫৯২৫/-
২০১৭-২০১৮	১০৫৪০৭০০০০/-	১০৫৪০৭০০০০/-	৯৩৪৪৪৬০০০/-	৭৯৬৫৫৭০০০/-
২০১৮-২০১৯	১৩৪১৪৪৯০০০/-	১৩৩১৪৩৯০০০/-	৫৯৫১৫০৩৭৮/-	৭৬৭৭৮২১৪২/-
২০১৯-২০২০	১৭২৫০০০০০০/-	১৭২৫০০০০০০/-	১৫৬৯১৮৫৬০০/-	৭৪৮৯৩২৮৩৯/-
২০২০-২০২১	২৭৪৪০০০০০০/-	১৯৫১৪৯১০০০/-	১৪৩৬৪১২৩৪০/-	৭৮৭৪৬৬৬৩৯/-
২০২১-২০২২	২৮৪৯৩০০০০০/-	২১০৬১১৯০০০/-	১৫৮৫৯৩৭৪০০/-	১০০৮৯৮৬২৬৬/-
২০২২-২০২৩	২৯৪,৫১,১৫,০০০/-	১৮৯,৪২,৯৩,০০০/-	১৪৩,০৭,৭৯,৩০০/-	১৩৭,২৭,২৭,৪৫০/-

১১. উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১ জুলাই ২০১৬ থেকে অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো : নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর, সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন ফিল্ড ফোর্স লোকেটরের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং, গণশুনানি আয়োজন ইত্যাদি। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

১১.২ উত্তম চর্চা (Best Practices): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উত্তমচর্চাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তম চর্চা অনুসরণসহ বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৩ কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন : দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদকসেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন কারাগারে মোট ৯৩টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৪ ডোপটেস্ট : গাড়িচালকদের এবং সকল চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত ২০২০) মোতাবেক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।

১১.৫ অস্থায়ী চেকপোস্ট : দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩,৫৩৯টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১১.৬ প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩৭৭ জন প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি করা হয়েছে।

১১.৭ ক্যালেন্ডার/পোস্টার/লিফলেট/স্টিকার/ফোল্ডার বিতরণ : মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩,২৫,৩১১টি ফেস্টুন/লিফলেট/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

১১.৮ মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২,১৫২টি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী খাতা ও কলম বিতরণ

১১.৯ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টিম গঠন : মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদারকরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে উপজেলাভিত্তিক ১৬৭টি কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টিম গঠন করা হয়েছে।

১১.১০ প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী প্রচারণা : ২০২২-২৩ অর্থবছরে সোস্যাল মিডিয়ায় ১৩৬টি মাদকবিরোধী কার্যক্রম এবং প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ২০৪টি মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন /টকশো প্রচারিত হয়েছে। মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম, মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদক সরবরাহ হ্রাস সংক্রান্তে ১২০০টি বার্ষিক ড্রাগ রির্পোট প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

১১.১১ মাদকবিরোধী অভিযান ও মামলা রুজু : ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাদকবিরোধী ৯০,৯২৬টি অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ মাদক সংশ্লিষ্ট ২১,৮৩৪টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

১১.১২ চিকিৎসা সেবা প্রদান : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৯,৮৪৪ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ১৫,৯১৫ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মুজিববর্ষ উপলক্ষে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ১৮,১৫১ জন মাদকাসক্ত রোগীকে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৩ ইকো ট্রেনিং : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি ও নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য ২৩৫ জন স্টেক হোল্ডারকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে Colombo Plan এর অধীন International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ইকো) ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৪ দিবস উদযাপন : মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩

মাদকদ্রব্যরে অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩

এলইডি ডিসপ্লে ভ্যানের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার

১২. প্রশিক্ষণ

গ্রেড	প্রশিক্ষণার্থী
১ম-৯ম	১১০
১০ম	১৫৪
১১তম-১৭তম	১৩৯৯
১৮তম-২০তম	২১৯
মোট =	১৮৮২

সাইবার ক্রাইম ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
(১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিসিএস প্রশাসন একডেমি'র মধ্যে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত MoU স্বাক্ষর

১৩. রাজস্ব আদায় : লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব

২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
৭৬,৭৭,৮২,১৪২/-	৭৪,৮৯,৩২,৮৩৯/-	৭৮,৬৫,৩০,০০০/-	১,০০,৮৯,৮৬,২৬৬/-	১৩৭,২৭,২৭,৪৫০/-

১৪. মাদকনির্মূলে অধিদপ্তরের কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তর মূলতঃ নিম্নবর্ণিত ৩(তিন)টি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় :

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)
(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)
(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

১৫. চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যাবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

১৫.১ মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ : মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয়

সংসদ সদস্য, সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫.২ মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম : মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে এবং সভা, সেমিনার, শ্রেণিবক্তৃতা ইত্যাদিও আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনমানুষের সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত এ সব কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ জুন
১.	মাদকবিরোধী ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ	----	----	---	৪০,০০০টি	২০,৩৮০টি	১২,৮৭৬টি	৩৫৮৬১টি (পিভিসি)	৮৪৭টি	**২১৩২**
২	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	১,০৪,০০০টি	৯৪৭৫৭০ টি	৮,৭০,৫৪৯টি	১৪,২০,০০০টি	২,৬৫,০০০টি	---	৮০,০০০ টি	১৬৭৩১৪টি	**১,২০,৮৪৪**
৩	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	১৫৫০০০টি	৭৫,১৩১টি	৮,০০০টি	----	৯৫০০টি	১০,০০০টি	১,০০,০০০ টি	৮১৩৭২টি	**৬৯০০**
৪	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	৬,০১২ টি	৬,৬০৭টি	৭,২৬১টি	৮,৮৯৮ টি	৪,৪৭৫টি	২,৪৮৩টি	৫,১৪৬টি	৫৩৩৩টি	১৭৬টি
৫	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	----	১,৪৬৯টি	২,৪৬০টি	৫,৪৪৭ টি	১৫,৭৩৫টি	১৬৭০টি	৪,৩৫৩ টি	১০০৩ টি	**১১১৭ টি**
৬	স্যুভেনির প্রকাশনা ও বিতরণ	১৫০০টি	১৮০০টি	২৬০০টি	২২০০টি	৩০০০টি	---	৩০০০ টি	২০০০টি	২০০০টি
৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৮০৯টি	৮৩৩৫ টি	১,৮৭২টি	১,৯৪১টি	২২০০টি	৫৬০টি	১৭০টি	---	----
৮	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	----	১৮০০০টি	১৮০০০টি	৯,০০০টি	৩০০০টি	১২০০টি	---	০৬টি	০৬ টি
৯	কিয়স্ক বিতরণ	---	---	---	---	২৭০টি	২০০টি	৪৫৬টি	----	---
১০	এলইডি বিল বোঁড বিতরণ	----	----	----	---	৫টি	---	---	----	---
১১	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত জ্যামিতি বক্স	----	----	----	---	----	২৩৯০০০টি	২৫৯০০০টি	১৫৯০৮টি	----
১২	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত স্কেল	----	----	----	----	২,৩০,০০০টি	২৩৯০০০টি	৬১৯৫০০টি	১৫১৭০টি	---
১৩	টকশো নির্মাণ ও প্রচার	---	----	----	---	২০টি	২০টি	৩০টি	২৫টি	---
১৪.	উপজেলাভিত্তিক মাদকবিরোধী ভলান্টিয়ার টিম গঠন	----	----	---	---	---	৬৪টি	২৩২টি	২২৫টি	৯৭টি
১৫.	হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ	---	----	----	----	----	----	১,০০,০০০টি	১০০০০০টি	---
১৬.	সোসাল মিডিয়ায় মাদকবিরোধী ফিলার ও ডিজিটাল কন্টেন্ট	--	----	----	১,৪৮২টি	৮৪৬টি	১৬১টি	১০০টি	২৫টি	৭৩টি
১৭.	কারাগারে মাদকবিরোধী সেমিনার/সভা/বক্তব্য প্রদান	-----	----	----	----	২৭২টি	৭৪টি	২০০টি	১১৮টি	৪৬টি
১৮.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকের বিরুদ্ধে	-----	----	----	----	----	----	২০৬০জন	১৭৪৭ জন	**৪৬৭টি**

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩ জুন
	সচেতন করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি									
১৯.	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	--	---	--	--	--	--	--	২৯টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।	৩৩টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
২০.	ডিজিটাল ভ্যানে মাদকবিরোধী প্রচার	--	--	--	--	--	--	--	৪টি ডিজিটাল ভ্যানে ৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।	৬টি ডিজিটাল ভ্যানে ৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।

১৫.৩ সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি : মাদকবিরোধী সেমিনার, সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মাদকের কুফল সর্ম্পকে সচেতন করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয় কর্তৃক জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ মাস পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৫০০টি, বিভিন্ন কারাগারে ৮০টি ও অন্যান্য স্থানে ১ হাজার ৪৩৩ টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণার জন্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয়সমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯২৭ মাদকবিরোধী লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গণগ্রন্থাগারে ২ হাজার স্যুভেনির বিতরণ করা হয়েছে।

মাদকের কুফল রোধে যুব সমাজের ভূমিকা-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক "সেমিনার"

১৫.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রম : মাদকবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২৩ আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে ৩১ হাজার ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন [জুন, ২০২৩ পর্যন্ত] :

বিভাগের নাম	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট গঠিত কমিটির সংখ্যা	অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার (%)
ঢাকা	৪,৯২১ টি	৪,৯২১টি	----	১০০%
চট্টগ্রাম	৪,৮৪৯টি	৪৮৪৮টি	০১টি	৯৯.৯৭%
রাজশাহী	৫,১১৯টি	৫১১৯টি	---	১০০%
খুলনা	৪,৪৯৭টি	৪৪৯৭টি	----	১০০%
বরিশাল	৩,০১৮টি	৩০১৮টি	----	১০০%
সিলেট	১,৪৯১টি	১৪৯১টি	-----	১০০%
রংপুর	৪,৮০০টি	৪৭০২টি	৯৮টি	৯৭.৯৫%
ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২৪৮৪টি	----	১০০%
মোট	**৩১,১৭৯টি**	**৩১,০৮০টি**	**৯৯টি**	**৯৯.৬৮%**

১৫.৫ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা

সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ইতোমধ্যে সারাদেশে বিভাগীয় কমিশনারদের নেতৃত্বে ৮টি বিভাগ, জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে ৬৪টি জেলা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নেতৃত্বে ৪৭৪ টি উপজেলায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে Need based কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। Need based কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি Interactive সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ইভেন্টসমূহ মনিটরিং করা হবে।

সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আয়োজিত ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালা, ২০ আগস্ট ২০২২

১৫.৬ ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রচারণামূলক কাজের ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি স্পট ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করে থাকে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মিত আধুনিক ও আকর্ষণীয় ফিলার, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিমসং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে প্রচার হওয়ায় জনসচেতনতা বাড়ছে।

১৫.৭ সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম : সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিশেষ করে তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। তাই জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অধিদপ্তরের ফেসবুক পেইজ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং ফেসবুকে সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন। ফলে যে কোনো তথ্য দ্রুততম সময়ে ফেসবুকে সংযুক্ত সবার মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে এই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১।

ফেসবুক পেজে প্রচারিত মাদকবিরোধী ডিজিটাল কনটেন্ট

১৫.৮ রাসায়নিক পরীক্ষাগার : অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জব্দকৃত আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়াও দেশে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদক আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট বিনা ফি-তে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। মাদকদ্রব্যের পরীক্ষণ রিপোর্টসমূহ দ্রুত প্রদান এবং সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। চট্টগ্রামে নবনির্মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনে চলমান। উক্ত পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালুকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালু হয়েছে। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি এবং চট্টগ্রামস্থ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টিসহ মোট ২টি ল্যাবরেটরি কক্ষকে KOICA'র সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষাগার তথা প্রযুক্তিতে আধুনিকায়ন হওয়ায় এ সরকারের সময় রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট মেন্যুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রদান করার ফলে মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাসমূহের বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের নতুন ল্যাব

১৬. সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) :

মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদক কারবারীরা নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করা হচ্ছে :

- দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন;
- মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশী করা;
- মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা প্রদান;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- মাদকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন;
- মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs);
- INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN-সহ সকল আন্তর্জাতিক,আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় এবং কাজের সমন্বয় সাধন;
- দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ;
- ঢাকায় ১টি এবং টেকনাফের জন্য ১টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে;
- মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ৪টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- মাদক পাচারের রুট চিহ্নিত করে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে;
- মাদক পাচারকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং তালিকাভুক্তদের গ্রেফতারপূর্বক বিচারে সোপর্দ করার জন্য অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

- এসব কাজ সম্পাদনের জন্য দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪টি মেট্রো কার্যালয় ও ৮টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্চে, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।

- সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর যাতে মাদক পাচারের রুট হিসাবে ব্যবহৃত হতে না পারে মংলা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর, ঢাকা এবং হযরত আমানত শাহ্ বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে জনবল পদায়নের মাধ্যমে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৭. নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধার

১৭.১ অধিদপ্তরের দায়েরকৃত মামলা, আসামি এবং উদ্ধারকৃত মাদকের বিবরণ :

অর্থবছর	মামলা	আসামি	আলামত
২০১৫-২০১৬	৫৭৩২	৬১০৫	(১) ইয়াবা-১০৮৮৯১১ পিস, (২) গাঁজা-২১৬৮.৬০৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.৬৬৩ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৭২টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৬৮১০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৯.৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৭৬১৬ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৪২৮ বোতল।
২০১৬-২০১৭	৯৬৯৮	১০৫০৬	(১) ইয়াবা-৮১৬৭ পিস, (২) গাঁজা-৩৬০০.০৪৩ কেজি, (৩) হেরোইন-১৪.২৭১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৮৮ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২৫৮৯০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৮৯.৮৭ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৭২১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৯৫৩ বোতল।
২০১৭-২০১৮	১১৭৮৫	১২৯০	(১) ইয়াবা-২১০৫৭৮৫ পিস, (২) গাঁজা-৩৪১৪.৫৮৬ কেজি, (৩) হেরোইন-১৭.৫২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-২০৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২৬৪৭৫ বোতল, ৯৬) ফেন্সিডিল-২৬.৫৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫৬৪৩ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৩৭৮০ বোতল।
২০১৮-২০১৯	১৩৬৪৮	১৪৬৭৯	(১) ইয়াবা-১৮৮০৪৩৫ পিস, (২) গাঁজা-১৬১৮.৩৪৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৬২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৬ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২০৪০৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১১.৪ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৬২৯১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১০৮৫ বোতল।
২০১৯-২০২০	১০৮৬০	১১৪১১	(১) ইয়াবা-৬০৬৬০৫ পিস, (২) গাঁজা-১০৮১.০৯৬ কেজি, (৩) হেরোইন-৬.১২১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৭৫৪০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৯৬৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৫৬৪ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১৫৮৮ বোতল।
২০২০-২০২১	৭৫৬৩	৮০৫৮	(১) ইয়াবা-১২০৩২০৭ পিস, (২) গাঁজা-১৬৩৪.৭২৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.২৮১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৫১টি. (৫) ফেন্সিডিল-৭৯৯৩ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১.১০৮ লিটার,(৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৫১৩০ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৫০ বোতল।
২০২১-২০২২	১৫৫২৭	১৯০২৯	(১) ইয়াবা-৪৬২০২৮১ পিস, (২) গাঁজা-৫৪৮৩.৭৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৭০৪ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-১৩৩২ টি. (৫) ফেন্সিডিল-২০৩২৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৩ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪৪৭৮২ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৯৬ বোতল।
২০২২-২০২৩	২১৮৩৪	২৩৫৮০	(১) ইয়াবা-৪৯৮২২০২ পিস, (২) গাঁজা-৮৫৩৪.৮৭৭ কেজি, (৩) হেরোইন-২১.৪৭৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৩৬৭০৩ টি. (৫) ফেন্সিডিল-১৬৯২৮ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-২০৯.৮৬ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৮৩০০৩ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১৯৮০ বোতল।

১৭.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড কর্তৃক আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য :

বছর	আলামত
২০১৫	(১) ইয়াবা-২০১৭৮৫৮১ পিস, (২) গাঁজা-৩৯৯৬৭.৫৯৪ কেজি, (৩) হেরোইন-১০৭.৫৩৯ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৮৬৯৮২৮ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫১০৪.৭৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৮৫৯৪৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ- ৩২২৫৮৯ বোতল (৮) কোকেন-৫.৭৭৮ কেজি।
২০১৬	(১) ইয়াবা-২৯৪৫১৭৮ পিস, (২) গাঁজা-৪৭১০৪.৬৫৫ কেজি, (৩) হেরোইন-২৬৬.৭৮৫ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৬৬৫২৫ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৭৫.৬৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫২৭৪০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৮৪২০৪ বোতল (৮) কোকেন-০.৬২ কেজি।
২০১৭	(১) ইয়াবা-৪০০৭৯৪৪৩ পিস, (২) গাঁজা-৬৯৯৮৯.৫০৮ কেজি, (৩) হেরোইন-৪০১.৬৩৩ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭২০৮৪৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৩৩৮.৭২লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১০৯০৬৩ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৫৫৮০৬ বোতল (৮) কোকেন-৩.৬ কেজি।
২০১৮	(১) ইয়াবা-৫৩০৪৮৫৪৮ পিস, (২) গাঁজা-৬০২৯৫.১২৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৫১.৫০৬ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭১৫৫২৯ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫৩৯.৯৫ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৮৭০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১০৫৭১৯ বোতল (৮) কোকেন-০.৭৫কেজি।
২০১৯	(১) ইয়াবা-৩০৪৪৬৩২৮ পিস, (২) গাঁজা-৩২৬৫৭.৬৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৩২৩.২৭৯৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৯৭৬৬৬৩ বোতল, (৫)

	ফেন্সিডিল-১৮৩১.০৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪১২৩৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১১৩২৭৯ বোতল (৮) কোকেন-১কেজি।
২০২০	(১) ইয়াবা-৩৬৩৮১০১৭ পিস, (২) গাঁজা-৫০০০৭৮.৫৪৯ কেজি, (৩) হেরোইন-২১০.৪৩৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-১০০৭৯৭৭ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১২৯.৪ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৪৬০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৩২৫৩৯ বোতল (৮) কোকেন-৩.৮৯৩কেজি।
২০২১	(১) ইয়াবা-৫৩০৭৩৬৬৫ পিস, (২) গাঁজা-৮৬৬৯৬.২৮১ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৪১.২২১ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৭৪৩০১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১০৬.৬০৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১৩০৭০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২২৫৩২৮ বোতল (৮) কোকেন-১.৫৫ কেজি।
২০২২	(১) ইয়াবা-৪৫৮৬৮৫৬৯ পিস, (২) গাঁজা-১১৫৩৬৭.৮৬৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৩৩৮.২৭৯ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭০৬০৬১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৮৬.৪৬ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-২১৫৫১১ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৭৩৫৮০ বোতল (৮) কোকেন-৪.৫৭ কেজি।
২০২৩	(১) ইয়াবা-২৯৭৯৫০৬৪ পিস, (২) গাঁজা-৮১২৬০.৩৫৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৪০.৫৬১ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৩৩৭৭৩৬ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৯.৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১৭৯৫২ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২২১৯৭৪ বোতল (৮) কোকেন-৪.৯৫৫ কেজি।

১৭.৩ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট

সালের নাম	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার
২০১৫	১৪৯৩৭	৭৪৮৭	৭৮২৩
২০১৬	১৩৫৪১	৬৪৩০	৬৫৯২
২০১৭	১২২১২	৫৯৯১	৬০৪৪
২০১৮	১৩৮২১	৬৭৭৬	৬৮৬৬
২০১৯	১৮৪২৪	৯৪৪৪	৯৪৮৪
২০২০	২৩১৯৩	১০৪৭১	১০৪৯৮
২০২১	২৮৫০৬	১২১৪৭	১২১৭২
২০২২	৩৩৩৯২	১৫১৭০	১৫২১১
২০২৩	২৭২৯৮	১২৮১৮	১২৮২৮

১৭.৪ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ

বছর	**বিচার নিষ্পন্ন মামলা**			**সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামী**		**মোট**
	সাজা	**খালাস**	**মোট**	**সাজাপ্রাপ্ত**	**খালাসপ্রাপ্ত**	
২০১৫	৮৯২ (৪৮%)	৯৮১	১৮৭৩	৯৭১ (৪৮%)	১০৪২	২০১৩
২০১৬	২৩৫৬ (৪৪%)	২৯৯২	৫৩৪৮	২৯২৭ (৪১%)	৪২০৬	৭১৩৩
২০১৭	১০১৬ (৪০%)	১৫২৮	২৫৪৪	১০৬৫ (৪০%)	১৬১৫	২৬৮০
২০১৮	৫৯২ (৪১%)	৮৪৩	১৪৩৫	৬৩১ (৪১%)	৯১১	১৫৪২
২০১৯	৬৪২ (৩৯%)	১০১২	১৬৫৪	৬৭৮ (৩৮%)	১০৭৮	১৭৬৫
২০২০	৩১০ (৪৩%)	৪১২	৭২২	৩৩৩ (৪৩%)	৪৩৩	৭৬৬
২০২১	৬৬১ (৪০%)	১০০৩	১৬৬৪	৮৫১ (৫০%)	৮৪২	১৬৯৩
২০২২	১০৩২ (৪০%)	১৫১৮	২৫৫০	১০৪১ (৩৯%)	১৬২৪	২৬৬৫
২০২৩	১০৭০ (৪০%)	১২৩৭	২৩০৭	১১৬৪ (৪৭%)	১৩১৫	২৪৭৯

নিয়মিত অভিযান পরিচালনায় আলামত উদ্ধার

০৫ মে ২০২৩ তারিখে মতিঝিল সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের অফিস থেকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশহাজার) পিস ইয়াবাসহ ১জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ বাবুগঞ্জ ঢাকা-বরিশাল হাইওয়েতে ৪০ কেজি গাঁজাসহ ৩ (তিন) জন আসামি গ্রেফতার

১৮. মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহ

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব	মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
ক্রিস্টাল মেথ (Crystal Meth) /আইস (Ice), Methyl Amphetamine (রাসায়নিক উপাদান) ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • ক্ষুধামন্দা • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস • অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে উচ্চ রক্তচাপ • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।	সিসা (Shisha) Nicotine≥০.২% খ-শ্রেণির মাদক	• যক্ষ্মাসহ বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • স্ট্রোক • মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সার • মুখে ঘাঁ • শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি।
এলএসডি (LSD) Lysergic acid Diethylamide খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • অলীক ভাবনা • বিষণ্ণতা • আত্মহত্যার প্রবণতা • দৃষ্টিভ্রম • ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।	হেরোইন (Heroine) Diacetyl Morphine ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • লিভার ক্যান্সার • ফুসফুস ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য • কিডনি ও হার্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ • দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া • প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা
ক্যানাবিস ব্রাউনিস কেক (Cannabis Brownies গাঁজার নির্যাস (extract) হতে তৈরি Cake) খ-শ্রেণির মাদক	• স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়া • জননাঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি	কোকেন (Cocaine) Erythroxylum novogranatense ক-শ্রেণির মাদক	• তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে • স্ট্রোক হয় • হার্ট অ্যাটাক • আত্মহত্যার প্রবণতা • সহিংস আচরণ ইত্যাদি।

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব	মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
খাত (Khat) Cathine & Cathinone খ-শ্রেণির মাদক	• ক্ষুধামন্দা • অনিদ্রা সৃষ্টিকারী • ওজন হ্রাস • স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • মুখে ও গলায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ইত্যাদি	ইয়াবা (Yaba) Methyl Amphetamine ক-শ্রেণির মাদক	• তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক • সহিংস আচরণ • ক্ষুধামন্দা • ফুসফুস ক্যান্সার • হার্ট অ্যাটাক ও উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাসইত্যাদি
ফেনইথাইলএ্যামিন (Phenethylamine) Methamphetamine এর raw materials খ-শ্রেণির মাদক	• মস্তিষ্ক বিকৃতি • নিদ্রাহীনতা • খিঁচুনি • রক্তচাপ বৃদ্ধি ও হার্ট অ্যাটাক • অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন • ফুসফুসের প্রদাহসহ ফুসফুসে টিউমার ও ক্যান্সার হতে পারে।	গাঁজা (Cannabis) Tetrahydrocannabinol খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • স্মৃতিশক্তি হ্রাস • অলীক ভাবনা • মুখে ও ফুসফুসে ক্যান্সার ইত্যাদি।
ফেনসিডিল (Phensidyl)/ এসকাফ (Eskuf) Codeine Phosphate ক-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক • প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা • কিডনি বিকল • লিভার ক্যান্সার • তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য	ম্যাজিক মাশরুম (Psilocybin) Psilocybin mushroom খ-শ্রেণির মাদক	• শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক • দৃষ্টিভ্রম ও অলীক ভাবনা • ক্ষুধামন্দা • অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ও উচ্চ রক্তচাপ • প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস

১৯. ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

- মাদকনির্ভরশীলতা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নামান্তর মাত্র। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ওজন হ্রাসসহ জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগতে হয়।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৯৯৬টি বেড রয়েছে।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২৩ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬২টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৮১৬ টি বেড রয়েছে।

- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকায় দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনা যায় সে সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়নের লক্ষে গত ৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার খণ্ডচিত্র

১৯.১ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদান : ২০১৮ সালে বর্তমান সরকারে নির্বাচনী ইশতেহার মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কার্যক্রম আরও উন্নত ও সহজলভ্য করার জন্য সরকারি সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক অনুদান প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৯ সাল হতেই বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা সুনিশ্চিত করার জন্য অনুদান প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯১টি প্রতিষ্ঠানকে ১,০০,০০০,০০ (এক কোটি) টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩৭ টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪০ টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮২ টি প্রতিষ্ঠানকে ২,৫০,০০০,০০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের জন্য সরকারি অনুদান প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৯.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ :

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	বেড সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি ও ফোন নং	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ (মহিলা: ২৪, পুরুষ: ৯০ শিশু: ১০)	৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চিফ কনসালটেন্ট ফোন : ০২-৮৮৭০৬২০	
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৫	৭/এ-১(নতুন-১৪), রোড নং-৩, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৩৩৪৪৫৫৩৮০	
৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	২৫	৪৩৯ উপ-শহর, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৫৮৮৮৬৩২১৮	

৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	২৫	আইডিয়াল নার্সিং হোম বিল্ডিং (৩য় ও ৫ম তলা), ১২৬ এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৪৭৭৭২১১৪৯	

১৯.৩ সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী

বছর	আন্তঃবিভাগ		বহির্বিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু/মহিলা	পুরুষ	শিশু/মহিলা			
২০২০	৪৩৩৫	৪৯৬	৯৩৭৫	৭৪৬	১৪৯৫২	৯১৭৯	৫৭৭৩
২০২১	৪১৮৯	২৩৮	৫৪১২	১৭৫	১০০১৪	৫৭৬৯	৪২৪৫
২০২২	৫২৩৩	২৬১	১০৪২৫	৩৯৭	১৬৩১৬	৭৭০৭	৮৬০৯
২০২৩/জুন	১৯৫৮	১৫৮	৪৮৮৮	৩৬৮	৭৩৭২	৩১৬৬	৪২০৬

১৯.৪ বেসরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগী

সাল	রোগীর সংখ্যা
২০২০	১৫১৮১
২০২১	৯৮৭৬
২০২২	১৬৩১৬
২০২৩/ জুন	৭৩৭২

১৯.৫ ইথানল ও মিথানল এর অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা : ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইথানল ও মিথানল এর অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী।

২১ জুন, ২০২৩ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ইথানল ও মিথানল এর অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

১৯.৬ মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য গাইডলাইন তৈরি : দেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই। তাই নিরাময় কেন্দ্রসমুহ তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞাতা থেকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত হতো। কিন্তু মাদকাসক্তদের

চিকিৎসার একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা অতীব জরুরি। তাই জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির অক্টোবর, ২০২১ কমিটির দ্বিতীয় সভায় মাদকাসক্তদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গাইডলাইন প্রস্তুতের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা এবং সভা করে উক্ত গাইডলাইনের খসড়া চূড়ান্ত করে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য ''National Guidelines for the Management of Substance Use Disorders (SUD)'' এর খসড়া ২৯ শে জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের ৯৮ নং স্মারকের মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গাইডলাইনটি চূড়ান্ত হলে সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসার জন্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকর হবে।

গত ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে "National Guidelines for the Management of Substance Use Disorders (SUD)'' এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা।

১৯.৭ মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা : মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারগুলোকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০১৫ হতে পুনরায় পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে থাকে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৯ হাজার ৪৮৭ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫ হাজার ৯১৫ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.৮ ইকো প্রশিক্ষণ : Colombo Plan এর অধীন International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলরগণকে ৯টি কারিকুলামের উপর ২০১৩ সালে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ২৩টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক (National Trainers) দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। ২০১৩ সালে ৩টি ব্যাচে ৬০ জন, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জন, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জনকে এবং ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৩ জন এবং ২০১৭ সালে ১১টি ব্যাচে ৩৩৬ জন এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৬ জন ৮টি কারিকুলাম সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ জন কৃতকার্য হন। আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২ হাজার ২০৪ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৩৫ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

57th Echo Training on Universal Treatment Curricular for Addiction Professionals in Bangladesh (Date : 08 January to 18 january, 2023)

১৯.৯ ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান : বিগত ২০১৩ সালে ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করা হয়। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মধ্যে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত স্মারক অনুযায়ী আহছানিয়া মিশন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এক মাস চিকিৎসা শেষে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে আবার আহছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০৩ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.১০ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামতের পরীক্ষণ ও রিপোর্ট

বছর	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্যা		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
২০১৮	৫১,৪৪৫	০০	৫১,৪৪৫
২০১৯	৩৭,৩২২	০০	৩৭,৩২২
২০২০	১৫,৯৩০	০০	১৫,৯৩০
২০২১	১৭,৫৭১	০০	১৭,৫৭১
২০২২	১৫,৮৪৭	০০	১৫,৮৪৭
২০২৩ (জুন পর্যন্ত)	১০,৬১৫	০০	১০,৬১৫

২০. মহাপরিচালক পর্যায়ে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে নিয়মিত দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । মাদক সমস্যা যেহেতু একটি বৈশ্বিক সমস্যা, সেহেতু এ সমস্যা সমাধানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত মহাপরিচালক পর্যায়ে ৭টি বৈঠক এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার এর মধ্যে ৫টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে ৫ম দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক

২১. (ক) প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম:

চলমান প্রকল্প:

১	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	ভৌত	
	"ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ"	১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা	জুলাই-২০২২ হতে জুন, ২০২৫	১০.৮৮ লক্ষ	০০	২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি B ক্যাটাগরি বিধায় উক্ত প্রকল্পের আর্থিক বছরের বরাদ্দের ১৫% অর্থ সংরক্ষিত রাখার বিধান রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দের ২০ লক্ষ টাকা হতে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে। এছাড়া কম্পিউটার সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং আপ্যায়ন ব্যয় খাতে সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয় করা যাবে বিধায়, ৬.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সুযোগ নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

“দুর্ঘটনা-দুর্যোগে, সবার পাশে সবার আগে”

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১. ভূমিকা : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। গতি, সেবা ও ত্যাগের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বর্তমানে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণসহ অন্যান্য বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমানে সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবার গুণগতমান উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবামূলক কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হয়েছে।

২. ক্রমবিকাশ

১৯৩৯-৪০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা ফায়ার সার্ভিস এবং অবিভক্ত বাংলার জন্য (কলকাতা ব্যতীত) বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস নামে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন ঢাকার সদরঘাট ফায়ার স্টেশন পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মিঃ এম আর ভূঁইয়া পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর নাম পরিবর্তন করে করা হয় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর।

১৯৭৮ সালে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর ঢাকার সদরঘাট থেকে ঢাকার কাজী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্স পরিদপ্তরের সমন্বয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেসকিউ ইউনিটকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

২০১৩ সালের ৬ ফ্রেব্রুয়ারি ‘ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারী কল্যাণ সমিতি’ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে।

২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে ২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেন।

২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্টেশন অফিসার, সমমান পদ এবং ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর পদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লিডার এবং ফায়ারম্যান ও সমমান পদের বেতন ১৮তম থেকে ১৭তম গ্রেডে উন্নীত হয়।

২০২০ সালের ২৬ জুলাই সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার ৮ লাখ এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪ লাখ টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদান নীতিমালায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০২০ সালের ২৩ আগস্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবহৃত ৩ রঙের ইউনিফরমের ডিজাইন, রং ও পেটেন্ট-এর নিবন্ধন স্বত্ব লাভ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর অপারেশনাল কাজে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অপারেশনাল কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানের লক্ষ্যে পদক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

২০২২ সালের ২৯ আগস্ট ফায়ার সার্ভিসের ১৩ সদস্যকে যারা সীতাকুন্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোর অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহত তাদের ‘অগ্নি বীর’ খেতাব প্রদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

২০২৩ সালের ২৩ মার্চ সকাল ১১টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জনসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৩ গ্রহণ করেন।

২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহে প্রধান অতিথির ভাষণে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের আজীবন রেশন প্রদানের এবং ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে আরো ২০ কোটি টাকার অনুদান ঘোষণা করেন।

২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের আজীবন রেশন প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

৩. রূপকল্প : অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

৩.১ অভিলক্ষ্য : দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৪. বিশেষ অর্জন :

৪.১. 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৩' অর্জন : সমাজসেবায়/জনসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রের বেসামরিক সর্বোচ্চ পুরস্কার "স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৩" লাভের বিরল গৌরব অর্জন করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। ৯ মার্চ ২০২৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জারিকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি ২৩ মার্চ ২০২৩ সকাল ১১টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালকের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। রাষ্ট্রের বেসামরিক সর্বোচ্চ এ স্বীকৃতি অর্জন করায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আবেগাপ্লুত। এ অর্জন দেশ ও দেশের মানুষের সেবায় তাদের মনোবল আরো উজ্জীবিত করেছে এবং অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ করেছে বলে তারা মনে করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বাধীনতা পুরস্কার গ্রহণ

স্বাধীনতা পুরস্কার হাতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা পুরস্কার

সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-কে** *সমাজসেবা/জনসেবায়* গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৩ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করছে।

০৯ চৈত্র ১৪২৯
২৩ মার্চ ২০২৩

প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সম্মাননাপত্র

অধিদপ্তরে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৩ উদযাপন অনুষ্ঠান

৪.২. আজীবন রেশন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সকল কর্মীর জন্য আজীবন রেশন প্রদান করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২২-এ প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ অধিদপ্তরের কর্মীদের আজীবন রেশন প্রদানের পরিকল্পনার কথা সানুগ্রহ ঘোষণা করেন। ২০২৩ সালের ১৩ আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শামীম বানু শান্তির জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিলে মন্ত্রণালয় তাতে সম্মতি

দেয়। দাপ্তরিক কাজের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে আজীবন রেশনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয় ১ জুলাই ২০২৩ বা তার পরে অবসরে গমন করা সকল সদস্য আজীবন রেশন সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

রেশন হিসেবে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যগণ প্রতিমাসে ২০ কেজি চাল (সিদ্ধ/আতপ), ২০ কেজি আটা, ২ কেজি চিনি, সাড়ে ৪ লিটার ভোজ্যতেল ও ২ কেজি ডাল পাবেন। তবে কোনো কর্মকর্তার পরিবারের সদস্য যদি একজন হয় সে ক্ষেত্রে তিনি সব আইটেম অর্ধেক হারে পাবেন।

৪.৩. ফায়ারফাইটারকে ‘অগ্নি বীর’ খেতাব প্রদান : অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সীতাকুণ্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোতে অগ্নি নির্বাপণকালীন শহিদ ১৩ জন ফায়ারফাইটারকে সরকারিভাবে **‘অগ্নি বীর’** খেতাব প্রদান করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২১ আগস্ট ২০২২ ‘অগ্নি বীর’ খেতাবের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ১৬ আগস্ট ২০২২ ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ‘অগ্নি বীর’ ঘোষণা করেন।

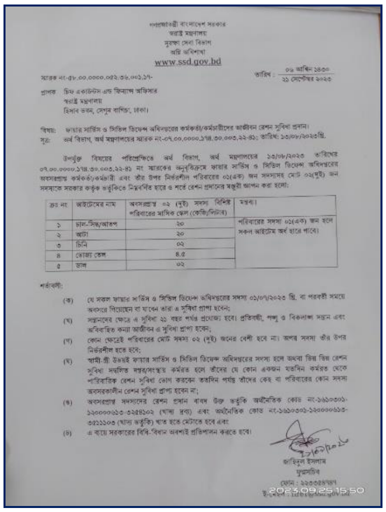
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
অগ্নি অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৫২.৩৬.০০১.১৭-

তারিখ : ০৯ আশ্বিন ১৪৩০ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রাপক চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
হিসাব ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আজীবন রেশন সুবিধা প্রদান।
সূত্র: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩০.০০৩.২২-৪১; তারিখ: ১৩/০৮/২০২৩খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৩/০৮/২০২৩ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩০.০০৩.২২-৪১ নং স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের ০১(এক) জন সদস্যসহ মোট ০২(দুই) জন সদস্যকে সরকার কর্তৃক ভর্তুকিতে নিম্নবর্ণিত হারে ও শর্তে রেশন প্রদানের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রঃ নং	আইটেমের নাম	অবসরপ্রাপ্ত ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের মাসিক স্কেল (কেজি/লিটার)	মন্তব্য।
১	চাল-সিদ্ধ/আতপ	২০	পরিবারের সদস্য ০১(এক) জন হলে সকল আইটেম অর্ধ হারে পাবে।
২	আটা	২০	
৩	চিনি	০২	
৪	ভোজ্য তেল	৪.৫	
৫	ডাল	০২	

শর্তাবলী:

(ক) যে সকল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সদস্য ০১/০৭/২০২৩ খ্রি. বা পরবর্তী সময়ে অবসরে গিয়েছেন বা যাবেন তারা এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন;

(খ) সন্তানদের ক্ষেত্রে এ সুবিধা ২১ বছর পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। প্রতিবন্ধী, পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ সন্তান এবং অবিবাহিত কন্যা আজীবন এ সুবিধা প্রাপ্য হবেন;

(গ) কোন ক্ষেত্রেই পরিবারের মোট সদস্য ০২ (দুই) জনের বেশী হবে না। অপর সদস্য তাঁর উপর নির্ভরশীল হতে হবে;

(ঘ) স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সদস্য হলে অথবা ভিন্ন ভিন্ন রেশন সুবিধা সম্বলিত দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত হলে তাঁদের যে কোন একজন যতদিন কর্মরত থেকে পারিবারিক রেশন সুবিধা ভোগ করবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের কেহ বা পরিবারের কোন সদস্য অবসরকালীন রেশন সুবিধা প্রাপ্য হবেন না;

(ঙ) অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের রেশন প্রদান বাবদ উক্ত ভর্তুকি অর্থনৈতিক কোড নং-১৬১০৩০১-১২০০০০৬১৩-৩২৫৪১০২ (খাদ্য দ্রব্য) এবং অর্থনৈতিক কোড নং-১৬১০৩০১-১২০০০০৬১৩-৩৫২১১০৩ (খাদ্য ভর্তুকি) খাত হতে মেটাতে হবে এবং

(চ) এ ব্যয়ে সরকারের বিধি-বিধান অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে।

জাহিদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৪৭৯৭

সুরক্ষা সেবা বিভাগ জারিকৃত আজীবন রেশনের প্রজ্ঞাপন

বিএম কন্টেইনার ডিপোতে শহিদ ১৩ ‘অগ্নি বীর’

৪.৪. ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরো ২০ কোটি টাকার অনুদান ঘোষণা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২২-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে আরো ২০ কোটি টাকার অনুদান প্রদানের সানুগ্রহ ঘোষণা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে ২০ কোটি টাকার অনুদান দিয়েছিলেন।

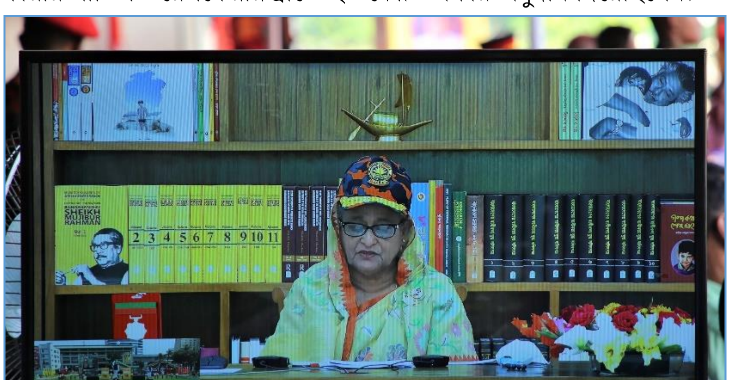

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণার সময়

ফায়ার সার্ভিসের ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের লোগো

৪.৫. তুরস্কে উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় অংশগ্রহণ : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তুরস্কে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বে তুরস্কে একটি সম্মিলিত সাহায্যকারী দল পাঠানো হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উদ্ধারকাজ করার জন্য প্রথমবারের মতো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর ১২ জন সদস্য তাতে অন্তর্ভুক্ত হন। উদ্ধারকারী দল ১ জন তরুণীকে জীবিত এবং ২৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকারী দলের ১৫ ফেব্রুয়ারি দেশে ফেরার কথা থাকলেও তুরস্ক সরকার সময় বৃদ্ধি করায় ২১ ফেব্রুয়ারি তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

তুরস্কে উদ্ধারকাজে গমনকারী দলের সদস্য ও কর্মকর্তাগণ

তুরস্কে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পে উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণকারী ফায়ার সার্ভিসের ১২ সদস্যের নামের তালিকা

ক্রম	নাম ও পিএন নম্বর	পদবি	কর্মস্থল
০১	জনাব দিনমনি শর্মা (১০০০১৭)	উপপরিচালক	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
০২	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (১০০০৪৭)	সহকারী পরিচালক	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, টাঙ্গাইল
০৩	জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ (৫৫৫১)	সহকারী পরিচালক	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, যশোর
০৪	জনাব ফয়সালুর রহমান (১০৬৪)	উপসহকারী পরিচালক	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা
০৫	জনাব মোঃ জাকের হোসেন (৪২০৬)	সিনিয়র স্টেশন অফিসার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ফেনী
০৬	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (২৪৬৪)	লিডার	কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, অধিদপ্তর, ঢাকা
০৭	জনাব সহদেব সাহা (৫০৪৪৮৮)	ফায়ারফাইটার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, আড়াইহাজার, নাঃগঞ্জ
০৮	জনাব আসিফ খান (৫০৩৯৮৪)	ফায়ারফাইটার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
০৯	জনাব মোঃ রুমান রাজন (৮৭৫৭)	ফায়ারফাইটার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, লালবাগ, ঢাকা
১০	জনাব রোকনুজ্জামান (৬৮৮৭)	ফায়ারফাইটার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রংপুর
১১	জনাব কাব্য কুমার (৫০৪২৮২)	ফায়ারফাইটার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, দুপচাচিয়া, বগুড়া
১২	জনাব মোঃ সুজন আলী (১২৭৬৩)	ফায়ারফাইটার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

তুরস্কে উদ্ধারকাজে গমনকারীদের নামের তালিকা

তুরস্কের আদিয়ামান শহরে উদ্ধারকাজের প্রস্তুতি

তুরস্কের আদিয়ামান শহরে উদ্ধারকর্মীদের উদ্ধারকাজের দৃশ্য

৫. ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি

বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবার সক্ষমতা আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: উঁচু ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ করার ক্ষেত্রে আগের সক্ষমতা ছিল ৪৩ মিটার (১২/১৩ তলা পর্যন্ত), বর্তমানে হয়েছে ৬৮ মিটার (২৪ তলা পর্যন্ত)। ৬৮ মিটার উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম ৫টি টিটিএল গাড়ি ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ফায়ার সার্ভিসের যান্ত্রিক বহরে যুক্ত হয়েছে। ৬৮ মিটার উচ্চতার আরো ১১টি গাড়ি শিগগিরই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যাবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্র :

ক্রম	ফায়ার স্টেশন/সাজ-সরঞ্জামের বিবরণ	২০০৮ সাল	২০২৩ সাল
১	ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা	২০৪টি	৪৯৫টি
২	আগুন নেভানোর গাড়ি (পানিবাহী গাড়ি)	২২৭টি	৫৯২টি
৩	পাম্প টানা গাড়ি/টোয়িং ভেহিক্যাল/পিকআপ	২৫০টি	৭২৩টি
৪	ফায়ার পাম্প	৪৫০টি	১৬০২টি
৫	অ্যাম্বুলেন্স	৫০টি	১৯৫টি
৬	টিটিএল বা উঁচু মইয়ের গাড়ি	৩টি	৩২টি

৭	অন্যান্য বিশেষায়িত গাড়ি	৫টি	৮৯টি
৮	ডুবুরির সংখ্যা	২৫ জন	৯৫ জন
৯	ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টরের সংখ্যা	৫০ জন	২৬৮ জন
১০	মোট জনবল বৃদ্ধির চিত্র	৬,১৭৫ জন	১৪,৪৬৮ জন

লৌহজং ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৬. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সেবা সহজিকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সাথে বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বাজেট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধনের জন্য সরকারের বিভিন্ন আদেশ থাকা সত্ত্বেও সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তরের চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৯৮.৫৭%। উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো: অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা, দুর্ঘটনারোধে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুতল/বাণিজ্যিক ভবন ও বস্তি এলাকায় মহড়ার আয়োজন; টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ পরিচালনা; অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণে পরিদর্শন, ফায়ার লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান; অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভূমিকম্প সম্পর্কে জনসাধারণ, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান; নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ ও বর্তমান ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩০টি ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ১৫টি মোট ৪৫টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার, সিটিজেন চার্টার ও তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম সূচক এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এপিএ টিম কাজ করেছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

অধিদপ্তরের সাথে বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

৭. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অন্য দপ্তরসমূহের মতো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং এর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এপিএসহ এর মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের হার ৯৮.৫৭%। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো : নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিগত অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক বাজেট বাস্তবায়ন, জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় স্টোরের কার্যক্রম অনলাইনে চালুকরণ, ডি-নথির যথাযথ বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির অধীন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের নৈতিকতা উপকমিটি কাজ করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণ করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার জন্য মনোনীত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব জাহিদুল ইসলাম

অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় মতামত ব্যক্ত করছেন একজন অংশীজন

৭.১. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান : অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে আসছে। কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, কর্তব্য সম্পাদনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, বিধি বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তথ্য প্রযুক্তিতে উৎসাহ ইত্যাদি গুণাবলি বিবেচনায় গত অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের ২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ পুরস্কারের আওতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সনদপত্র এবং ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস-এর কার্যক্রম

Sustainable Development Goal (SDG) বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে (২০২২-২০২৩ অর্থবছরের) ফায়ার সার্ভিস ও ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) এসডিজির লক্ষ্য ১.৫ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে যারা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছে দুর্যোগে তাদের ক্ষতি হ্রাসে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো হলো :

(১) অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও সরঞ্জামগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (সংশোধিত ১৪৩টি), ২৫টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (সংশোধিত ৪৬টি), ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং স্ট্রেংদেনিং অ্যাবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (SARER) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সারাদেশে ৪৯৫টি ফায়ার স্টেশনের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(২) অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১৪,৪৬৮ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

(৩) ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের নিয়মিত অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

(খ) নির্দেশনা অনুযায়ী অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সসহ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এসডিজি বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে। এছাড়া ট্রেনিং কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) নতুন প্রকল্প প্রণয়নকালে সকল বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল ধারণাকে সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অংশীজনের মতামত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(জ) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(ঝ) এসডিজি বাস্তবায়নে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম চলমান। সারাদেশে ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ- দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে ৫৪,৫২০ জন ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঞ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত এসডিজি লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

৯. ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন

২০২২ সালের ২ আগস্ট মুন্সিগঞ্জের লৌহজং ও টংগিবাড়ী ফায়ার স্টেশন, ৯ নভেম্বর মাদারীপুর জেলার টেকেরহাট পোর্ট স্থল-কাম-নদী ফায়ার স্টেশন এবং ১৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। ২০২৩ সালের ৬ মার্চ ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত পল্লবী ফায়ার স্টেশন-এর শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাননীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ, এসবিপি (বার), ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি, পিএইচডি। ফায়ার সার্ভিসের ইতিহাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাননীয় সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক এটিই প্রথম কোনো ফায়ার স্টেশন উদ্বোধনের ঘটনা। এছাড়া ১৮ মার্চ ২০২৩ বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে নবনির্মিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন বাগেরহাট-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন।

টেকেরহাট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাবেক মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান, এমপি; লৌহজং ও টংগিবাড়ী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুন্সিগঞ্জ-২ আসনের মাননীয় এমপি জনাব সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, মুন্সিগঞ্জ-৪ আসনের মাননীয় এমপি জনাব মৃণাল কান্তি দাস এবং সকল অনুষ্ঠানে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী এবং ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

১০. বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতার টিটিএল গাড়ি সংযোজন

বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতার লেডার সংবলিত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের গাড়ি যুক্ত হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের যান্ত্রিক বহরে। টার্ন টেবল লেডার (টিটিএল) নামের এই গাড়িটি দিয়ে ৬৮ মিটার উচ্চতা অর্থাৎ বহুতল ভবনের ২৪ তলা পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ করা যাবে। ২০২২ সালের ১৬ অক্টোবর সকাল ১১-৩০টায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে নতুন এই গাড়ির উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী। ইতোমধ্যে সকল বিভাগে টার্নটেবল গাড়ি প্রদান করা হয়েছে।

৬৮ মিটার উচ্চতার টার্ন টেবল লেডার উদ্বোধন

বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতায় কাজ করার উপযোগী ৬৮ মিটার উচ্চতার টার্ন টেবল লেডার

১১. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২২ উদযাপন

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং অগ্নিপ্রতিরোধ ও অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২২ সালেও ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ পালন করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২২-এ প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি। ১৫ নভেম্বর ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ফায়ার সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকার মিরপুরে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং আধুনিক সরঞ্জামের প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করেন। এ সময়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে 'অগ্নি বীর' খেতাবপ্রাপ্তদের পরিবারের সদস্যদের হাতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এ সময় সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথির ভাষণে ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে পূর্বের ন্যায় আরো ২০ কোটি টাকার অনুদান দেয়ার ঘোষণা দেন। একই সাথে তিনি ফায়ার সার্ভিসের সকল কর্মীকে আজীবন রেশন প্রদানের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন।

ফায়ার সপ্তাহ-২০২২-এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে 'অগ্নি বীর' পদক গ্রহণ করছেন শহিদ আলাউদ্দীনের বাবা

১২. বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান

২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন দিবসে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করা হয়। অপারেশনাল কাজে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এদের মনোনীত করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২২ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদকপ্রাপ্তদের পদক পরিয়ে দেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পদকের সংখ্যা প্রতি বছরের জন্য ৪টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি এবং সম্মানী ১০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকায় নির্ধারণ করেছে। পদকপ্রাপ্তদের মাসিক সম্মানীর পরিমাণও ১৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদকপ্রাপ্ত উপসহকারী পরিচালকের হাতে পদক তুলে দিচ্ছেন

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে মরণোত্তর পদক গ্রহণ করছেন শহিদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সহধর্মিনী

১৩. ফায়ার সার্ভিসের কার্যাবলি

- ✓ অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা;
- ✓ দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;

- ✓ অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;
- ✓ বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নিদুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও মহড়া পরিচালনা করা;
- ✓ অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ✓ বহুতল ভবনের অগ্নিনিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- ✓ আন্তর্জাতিক অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;
- ✓ অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ✓ অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- ✓ জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করা;
- ✓ অগ্নিপ্রতিরোধসহ যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ✓ জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;
- ✓ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ✓ ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন, পরামর্শ ও শর্ত সাপেক্ষে নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা;
- ✓ যুদ্ধকালীন সময়ে বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি ও সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা।

পোস্তগোলায় একটি জুতার কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ

ময়ূরী লঞ্চে অগ্নিনির্বাপণ দৃশ্য

১৪. ফায়ার সার্ভিসের নতুন নতুন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

বর্তমান সরকার অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এর সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী জঙ্গিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৯৯ জনকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার প্রাক্কালে তা প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া, দুর্যোগ/দুর্ঘটনা কবলিত হতাহতের পাশাপাশি

পশু-পাখি-প্রাণী উদ্ধার, অসুস্থ/বৃদ্ধ/প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর চলাচলে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমও সম্পাদন করছে। ঈদ ও নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে ইউনিট মোতায়েন, ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যান চলাচলের উপযোগীকরণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক সেবাকাজে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। বহুমুখী পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

ঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছ কেটে রাস্তা যানচলাচল উপযোগীকরণ

সচেতনতা বৃদ্ধিতে ফায়ার সার্ভিসের গণসংযোগ

১৫. ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুসরণে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ শেষে চালু করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সারাদেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বিভাগের সেবার মানও সম্প্রসারিত হবে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সারাদেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৯৫টি। চলমান প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৪৩টি।

ক্রম	বিভাগের নাম	‘এ’ শ্রেণি	‘বি’ শ্রেণি	‘বি’ স্থল কাম নদী	‘সি’ শ্রেণি	নদী	মোট	মন্তব্য
১.	ঢাকা বিভাগ	৩৬	৫২	৩	১৮	৫	১১৪	২০০৮ সালে স্টেশন ছিল ২০৪টি।
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৫	১৭	০	১০	০	৩২	
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ	২৫	৫৫	০	১৬	২	৯৮	
৪.	রাজশাহী বিভাগ	৭	৪১	০	১৭	১	৬৬	২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২৯১টি নতুন ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।
৫.	রংপুর বিভাগ	৬	৪০	০	১৩	০	৫৯	
৬.	খুলনা বিভাগ	৮	৩৮	১	৮	১	৫৬	
৭.	বরিশাল বিভাগ	৩	২৬	০	১০	২	৪১	
৮.	সিলেট বিভাগ	২	১৯	০	৮	০	২৯	
	সর্বমোট =	**৯১**	**২৮৮**	**৪**	**১০০**	**১১**	**৪৯৫**	

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক টেকেরহাট ফায়ার স্টেশনের উদ্বোধন

মাননীয় সেবনাবাহিনী প্রধানের পল্লবী ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন

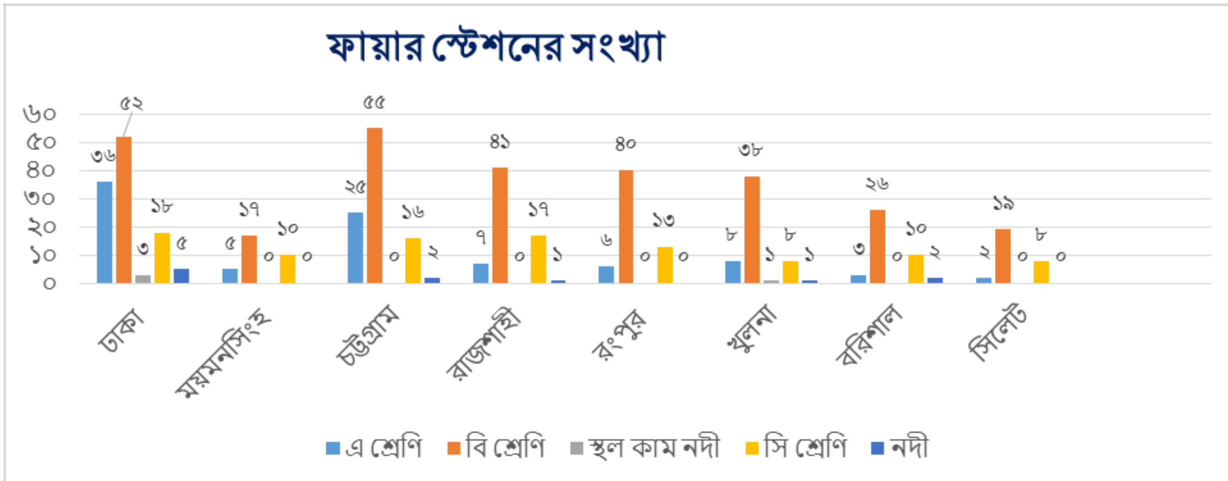

১৬. মহড়া কার্যক্রম

অগ্নিঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নিয়মিত জরিপ করার কার্যক্রম গত অর্থবছরেও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, শপিংমল ও হাটবাজারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং বস্তিসমূহে বছরব্যাপী মহড়া পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব মহড়া ও গণসংযোগে স্টেকহোল্ডারগণও অংশ নেন। এতে দুর্যোগ-ঝুঁকি কমে আসার পাশাপাশি দুর্যোগে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। নিচে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মহড়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	শপিংমল/ হাটবাজারে	বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে	হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে	বস্তিতে মহড়া	সরকারি প্রতিষ্ঠানে	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে
১,৭২১টি	৯,০০৪টি	১৩০৯টি	৬২৮টি	৯২৫টি	৪,৮৭২টি	১০,৯৩৫টি

সচিব কোয়ার্টারে মহড়া অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়সহ সম্মানিত কর্মকর্তাগণ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে মহড়ার পর সাজ-সরঞ্জাম দেখছেন মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মহড়ার একটি দৃশ্য

১৭. বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদান

অগ্নিনিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শর্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল ভবন বা বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা গ্রহণকারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সেফটি প্লান যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নির্ধারিত নিরাপত্তা শর্তপূরণের শর্তে এসব ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রদানকৃত ছাড়পত্রের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	বিষয়	আবেদনের সংখ্যা	ছাড়পত্র প্রদানের সংখ্যা	ফেরত প্রদানের সংখ্যা
১	বিদ্যমান বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	১৩৯৭টি	১০৯০টি	৩০৭টি
২	প্রস্তাবিত বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	১১৯২টি	৯৫৫টি	২৩৭টি

১৮. প্রশিক্ষণ

১৮.১. মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ, গণসংযোগ ও পরিদর্শন : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা রোধে সারা দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে মোট ১,৫৮,৯২৬ জন সাধারণ নাগরিককে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ২০,০২২টি গণসংযোগ ও টপোগ্রাফি সম্পন্ন করা হয়েছে। ১১০১টি বহুতল ভবন এবং ৫,৯০২টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৮.২. পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, মহড়া ও সার্ভে : পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সেখানে কর্মীদের সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা চালু করেছে ফায়ার সার্ভিস। বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। নামমাত্র সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে পেশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে ৩৫২৬টি কোর্সের (প্রতিটি কোর্স ২ দিনব্যাপী) মাধ্যমে মোট ১,৪১,০৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এই সেবা সুবিধার আওতায় মোট ২,৩১৩টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে এবং অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে ৭৩টি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবনে সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

১৮.৩. কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ ও ভলান্টিয়ার্স ডে পালন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২ হাজার ভলান্টিয়ার প্রস্তুতের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ৫৪,৫২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ৫০৭১ জন নতুন ভলান্টিয়ার এবং পূর্বে প্রশিক্ষিত ৮০০ ভলান্টিয়ারকে সতেজকরণ কোর্স করানো হয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগে ভলান্টিয়ারদের অনেকেই ফায়ার সার্ভিসের সাথে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করছেন। ৫ ডিসেম্বর ২০২২ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ডে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শোভাযাত্রাসহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয় এবং বিভিন্ন দুর্যোগে স্বঃতস্ফূর্তভাবে সাড়া প্রদান ও সাহসিকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ভলান্টিয়ারদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

১৮.৪. ফায়ার সেফটি বিষয়ক ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স : দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১ বছর মেয়াদি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অন ফায়ার সায়েন্স কোর্স, শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ৬ মাস মেয়াদি "Fire Safety Manager Course" এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৬ মাস মেয়াদি "Fire Science & Occupational Safety Course" নামের দুটি ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়েছে, যেখানে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। পিজিডি কোর্স শুধু ঢাকায় এবং অন্য দুটি কোর্স ঢাকা ও চট্টগ্রামে চলমান আছে। যেখানে জুন ২০২৩ পর্যন্ত পিজিডি কোর্সে ৪৪ জন এবং ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ২৬০ জন ও ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ৩২০ জন সাফল্যের সাথে কোর্স সম্পন্ন করেছেন। আরো ৪টি কোর্স চলমান আছে।

প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারদের সাথে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ মহড়ার দৃশ্য

১৮.৫. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম

✓ বাৎসরিক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা (ক্যালেন্ডারসহ) প্রণয়ন করা হয়েছে।

- ✓ এডিপিসির সহযোগিতায় ২৪ জন কর্মকর্তাকে মেডিক্যাল ফার্স্ট রেসপন্ডার, কলাপ্সড স্ট্রাকচার সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ, ট্রেনিং ফর ইনসট্রাক্টর, মেডিক্যাল ফার্স্ট রেসপন্ডার ইন্সট্রাক্টর ওয়ার্কশপ, কলাপ্সড স্ট্রাকচার সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ইন্সট্রাক্টর ওয়ার্কশপ নামের সিরিজ কোর্স করানো হয়েছে।
- ✓ আরবান রেজিয়েলেন্স প্রজেক্ট (ডিডিএম পার্ট)-এর আওতায় ১৩৬ জনকে আইসিটি, ড্রোন, ওয়াটার রেসকিউ ইত্যাদি কোর্স করানো হয়েছে।
- ✓ আরবান রেজিয়েলেন্স প্রজেক্ট (ডিডিএম পার্ট)-এর আওতায় ২০ সদস্য বিশিষ্ট INSARAG USAR Light Team গঠন করা হয়েছে।
- ✓ ফায়ার স্যুট, ব্রিদিং অ্যাপারেটাস, ডাইভিং অ্যাপারেটাস, রেসিপ্রকেটিং স, রোটারি রেসকিউ স, ফার্স্ট এইড বক্সসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়েছে।
- ✓ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অনলাইন সেবা সহজ করতে www.fscdtraining.com নামে নতুন ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।
- ✓ কিউআর কোড সংবলিত অনলাইন সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।
- ✓ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭০ জন, নৌবাহিনীর ৬৪ জন ও বিমান বাহিনীর ২০ জন সদস্যকে হ্যাজমেট ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ ২০২৩ সালের জাতীয় গ্রন্থ মেলায় ভিআর সিমুলেশন গেমসের মাধ্যমে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষার্থীসহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ✓ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাস্টার্স ইন ফায়ার হ্যাজার্ড অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- ✓ ফায়ার সার্ভিস সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন ও নীতিমালা একত্র করে ৬২৯ পৃষ্ঠার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ✓ এনএফপিএ-এর আপডেট ভার্সনের ৯১টি বই প্রিন্ট করা হয়েছে।
- ✓ স্ট্রাকচারাল ফায়ারফাইটিং গাইডের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ✓ অধিদপ্তরে বিভিন্ন সময় দায়িত্ব পালনকারী মোট ১১ জন মহাপরিচালক মহোদয়গণের তথ্য নিয়ে বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- ✓ ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর ফায়ার সার্ভিসের মুখপত্র ‘অগ্নি প্রতিরক্ষা’ প্রকাশ করা হয়েছে।
- ✓ অধিদপ্তরের অগ্রগতির বিষয়ে ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ‘অগ্রগতির ১ বছর’ শিরোনামে বই প্রকাশ করা হয়েছে।
- ✓ ‘অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩’ বই আকারে নতুন করে ছাপানো হয়েছে।
- ✓ ফায়ারফাইটারদের জন্য ফায়ারফাইটিং হ্যান্ডবুক প্রকাশ করে সকল ফায়ারফাইটারকে দেয়া হয়েছে।
- ✓ ড্রাইভারদের জন্য ড্রাইভারদের হ্যান্ডবুক প্রকাশ করে সকল ড্রাইভারকে দেয়া হয়েছে।

১৯. জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯-এর কার্যক্রম

জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার সুবিধা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৪,৪১৫টি কলের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরি সেবা গ্রহণ করেছেন। এসব কলের মধ্যে ১২,৭২৪টি ছিল অগ্নিকান্ড সম্পর্কে, ১৩,০৬২টি ছিল সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত এবং ১,৬৭৪টি কল ছিল অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত। এর বাইরে ফায়ার সার্ভিসের অন্যান্য নানা ধরনের আরো ৬,৯৫৫টি কল ৯৯৯-এ রিসিভ করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের সাথে ফায়ার সার্ভিসের ৮ জন ফায়ারফাইটারকে জাতীয় জরুরি সেবার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পালাক্রমে সার্বক্ষণিক ডিউটিতে নিয়োজিত রাখা হয়।

২০. অ্যাম্বুলেন্স সেবা

বর্তমান সরকারের সময়ে ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা ৫০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫টি করা হয়েছে। এই ১৯৫টি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ৬টি অচল এবং ২৭টি অ্যাম্বুলেন্স মেরামতের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। বাকি ১৬২টি সচল অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী জরুরি রোগী হাসপাতালে স্থানান্তরের সেবা দেয়া হয়েছে। দুর্যোগকালীন ও শান্তিকালীন দুই সময়েই এই সেবা ২৪ ঘন্টা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতি কি.মি. ৯ টাকা হিসেবে ১ম ০৮ কি.মি. ১০০/- এবং ১ম ১৬ কি.মি. ১৫০/- সার্ভিস চার্জ নিয়ে এ সেবা দেয়া হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে অ্যাম্বুলেন্স কল হয়েছে সর্বমোট ১৪,০৪৬টি; রোগী পরিবহণ করা হয়েছে ১৩,২৮৫ জন এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ২৬,৪৪,৭৮৩/- (ছাব্বিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার সাত শত তিরাশি) টাকা।

অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে রোগী পরিবহন

বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিসের বহরে যুক্ত হওয়া নতুন অ্যাম্বুলেন্স

২১. নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ২১,৭৮৯টি ও নবায়ন করা হয়েছে ৫৬,৪৩১টি। লাইসেন্স বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ১১,১৬,০৩,০৮০ টাকা। এর মধ্যে নতুন লাইসেন্স ইস্যু বাবদ আদায় হয়েছে ১,৫৮,৫৯,৫২৫ টাকা এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ আদায় হয়েছে ৯,৫৭,৪৩,৫৫৫ টাকা।

২২. অনলাইনে ই-ফায়ার লাইন্সেস আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম :

শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জোরদার করার লক্ষ্যে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের যে প্রচলিত পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে প্রযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে নাগরিক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে গতানুগতিক পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তে ই-ফায়ার লাইসেন্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় এই পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ঢাকা জেলার অধীনে সরবরাহকৃত ফায়ার লাইসেন্স-এর ১০০% আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে। ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াও পর্যায়ক্রমে সারাদেশে শতভাগ চালু করে তা চলমান রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৩. অনলাইন সেবা কার্যক্রম :

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্নেন্স অধিশাখার নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের সেবাকে সহজিকরণ ও অনলাইন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ই-ফায়ার অ্যান্ড সেফটি সেবা, বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ প্রদান সেবা, অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি, ফায়ার সাইন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেইফটি কোর্সে ভর্তি, ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদান, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি সেলের মাধ্যমে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন ও তথ্যসেবা প্রাপ্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল সেবার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য এখন আর কাউকে অধিদপ্তরে বা বিভাগীয় অফিসে যেতে হয়না, আমাদের ওয়েবসাইটে এসব তথ্য হালনাগাদ আকারে দেয়া আছে বিধায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বসে সবাই এই সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ

২৪. টহল ইউনিট মোতায়েন

দুর্ঘটনায় বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে হাইওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে ফায়ার সার্ভিস এর র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে, যা সংক্ষেপে টহল ইউনিট নামে পরিচিত। দ্রুততম সময়েঅগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরেও এ ইউনিটের কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নয়, বরং বিভিন্ন সময় অগ্নিদুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায়ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব ইউনিট থেকে রেসপন্স করা হয়ে থাকে। সার্বক্ষণিক গাড়ি-পাম্প ও জনবল নিয়ে প্রস্তুত এবং স্টেশন থেকে গ্যাপ এরিয়াগুলোতে নিয়োজিত থাকার কারণে দুর্ঘটনার সময় সাড়া প্রদানে সময়ক্ষেপণ হয় না। আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত অগ্নিনির্বাপণ যান, উদ্ধার যান, টু-হুইলার ওয়াটার মিস্ট ও অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করায় অগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাথে সাথেই এই ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রম নিচে বর্ণনা করা হলো :

বিষয়	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বারশাল	ময়মনসিংহ	খুলনা	রাজশাহী	রংপুর	মোট
অগ্নিদুর্ঘটনা	১৭	৩৬	০	০২	০৫	০২	০১	০০	৬৩
সড়ক দুর্ঘটনা	০২	৯২	০	২৮	৬১	০১	০৮	০০	১৯২
অন্যান্য দুর্ঘটনা	০০	০৬	০	০৪	১০	০৪	০৪	০০	২৮

২৫. অগ্নি দুর্ঘটনা ও নৌকাডুবি

২৫.১. **বঙ্গবাজার-এর অগ্নিদুর্ঘটনা নির্বাপণ :** ৪ এপ্রিল ২০২৩ সকাল ৬-১০ ঘটিকায় বঙ্গবাজার মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া যায়। আগুন লাগার অনেক পরে ফায়ার সার্ভিসকে সংবাদ দেয়ায় আগুন মহানগরী মার্কেট, মহানগর শপিং কমপ্লেক্স, আদর্শ মার্কেট, গুলিস্তান মার্কেট, বঙ্গ মার্কেট, এনেক্সকো টাওয়ার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, বঙ্গ হোমিও মার্কেট ও বঙ্গ ইসলামিয়া সুপার মার্কেটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ২২টি ফায়ার স্টেশনের ৪৮টি ইউনিটের চেষ্টায় ১২-৩৬ ঘটিকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ১২ জন কর্মী আহত হন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অধিদপ্তরের ভেতরে প্রবেশ করে উচ্ছৃঙ্খল জনতা ফায়ার সার্ভিসের ১২টি গাড়ি এবং ইআরসিসি ভবন ও রিসিপশন ভবনের গ্লাস ভাঙচুর করে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ফায়ার সার্ভিসকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মার্কেট পরিদর্শনে আসেন। আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক ভাঙচুরের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস বাদী হয়ে বংশাল থানায় মামলা দায়ের করে।

২৫.২. **নারায়ণগঞ্জের ফ্রেশ কোম্পানির অগ্নিদুর্ঘটনা নির্বাপণ :** নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে অর্থনৈতিক জোনে অবস্থিত ''মেঘনা গ্রুপের ফ্রেশ কোম্পানি''তে গত ০৪-০৭-২০২২ খ্রিঃ তারিখ অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ০৭-৩৯ ঘটিকায় সংবাদ পাওয়ার পর সোনারগাঁও ফায়ার স্টেশন হতে ১ম কল পানিবাহী গাড়ি, ২য় কল গাড়ি (পাম্প সহ) এবং অ্যাম্বুলেন্স স্টেশন অফিসারের নেতৃত্বে

অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে। আগুনের ভয়বহতা বিবেচনায় পরে পর্যায়ক্রমে গজারিয়া, ডেমরা, সিদ্দিকবাজার ও কোম্পানির নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ গাড়িসহ ১৩টি ইউনিটের প্রচেষ্টায় ১১-২০ ঘটিকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ০৫-০৭-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ০৭-৫০ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ করা হয়। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত দুর্ঘটনাস্থলে সরাসরি উপস্থিত থেকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত আগুনে ভবনে মজুদকৃত বিভিন্ন কেমিক্যাল, রং, কাগজ, কার্টুন, কার্টুন প্রস্তুত কারক মেশিন, প্রিন্টিং মেশিন, বিভিন্ন ধরনের স্টিকার তৈরির মেশিন ও অন্যান্য মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত আগুনে কোন আহত এবং নিহত নেই। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ফায়ার সার্ভিসের সার্বিক প্রচেষ্টায় কোম্পানির অন্যান্য স্থাপনাসহ বিপুল পরিমাণ সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড নির্বাপণ

মেঘনা গ্রুপের ফ্রেশ কোম্পানির অগ্নিকান্ড নির্বাপণ

২৫.৩. এসেনসিয়াল ড্রাগস লিঃ, ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ : ২৫/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ ০৫-৩০ ঘটিকার সময় ''এসেনসিয়াল ড্রাগস লিঃ", ঘোনাপাড়া, গোপালগঞ্জ নামক স্থানে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে গোপালগঞ্জ ফায়ার স্টেশন হতে ১ম কল পানিবাহী গাড়ি, ২য় কল গাড়ি (পাম্প সহ), সিনিয়র স্টেশন অফিসারের নেতৃত্বে অগ্নিকান্ড স্থলে গমন করে। পরবর্তীতে উপসহকারী পরিচালক গোপালগঞ্জ ০৫-৪৫ ঘটিকার সময় অগ্নিকান্ডস্থলে পৌঁছে আগুনের ভয়াবহতা দেখে সাহায্য চাওয়ায় পর্যায়ক্রমে টুঙ্গিপাড়া ও মোল্লারহাট ফায়ার স্টেশনের গাড়ি-পাম্প অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে। ৬টি ইউনিটরে চেষ্টায় ০৬-০০ ঘটিকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ০৬-৩৭ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ করা হয়। এসেনসিয়াল ড্রাগস লিঃ-এর ৪ তলা ভবনের ১ম ও ২য় তলায় পেনিসিলিন সেকশনের লিফট-এর কোর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং ২০০০ বর্গফুট পরিমাপের ৩টি রুমে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে ভবনের ভেতর মজুদকৃত বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যাল, মেটেরিয়ালস, ফয়েল পেপারসহ অন্যান্য মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈদ্যুতিক গোলযোগে সৃষ্ট হওয়া উক্ত আগুনে কোনো আহত এবং নিহত নেই। অগ্নিকান্ডে আনুমানিক ক্ষতি ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা ও উদ্ধারের পরিমাণ আনুমানিক ২,০০,০০,০০০/- (দুই কোটি) টাকা।

২৫.৪. পঞ্চগড়ে করোতোয়া নদীতে নৌকাডুবি : গত ২৫-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখ "করোতোয়া নদী'', মরিয়া, আউলিয়াঘাট, পঞ্চগড়, রংপুর নামক স্থানে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা নৌকায় করে বদেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছিলেন এবং মাঝ নদীতে পৌঁছানোর পর নৌকা ডুবে যায়। ১৪-৩০ ঘটিকার সময় সংবাদ পেয়ে রংপুর ফায়ার স্টেশন, রাজশাহী ফায়ার স্টেশন, বোদা ফায়ার স্টেশন হতে ৩টি ডুবুরি ইউনিট ঘটনাস্থলে গমন করে। এছাড়া খানসামা ফায়ার স্টেশন, দেবীগঞ্জ ফায়ার স্টেশন ও পঞ্চগড় ফায়ার স্টেশন হতে অ্যাম্বুলেন্সসহ ৩টি ইউনিট দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ২৬-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখ পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এবং ২৭-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উপপরিচালক, রংপুর-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ০২-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি কর্তৃক পুরুষ ১৮ জন , মহিলা ৩০ জন, শিশু ২১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আহত হয় ৯ জন ।

২৫.৫. গুলশানের মোশারফ জাকের স্কাইলাইন ভবনের অগ্নিনির্বাপণ : গত ১৯-০২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ''রোড নং-১০৪, বাসা নং-২/এ, গুলশান-২'' নামক স্থানে অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৮-৫৯ মিনিটের সময় অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বারিধারা ফায়ার স্টেশন হতে ১ম কল পানিবাহি গাড়ি, ২য় কল গাড়ি (পাম্পসহ) অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে এবং ১৯-১০ ঘটিকায় অগ্নিকান্ডস্থলে পৌঁছায়। আগুনের ভয়াবহতা দেখে সাহায্য চাওয়ায় বারিধারা, সিদ্দিকবাজার, কুর্মিটোলা, তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর ও খিলগাঁও ফায়ার স্টেশন হতে মোট ১৯টি ইউনিট অগ্নিনির্বাপণে অংশগ্রহণ করে। গুলশান-২-এ আল-মানারাত স্কুলের পাশে ১২তলা

ভবনের ৭ তলায় সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে ফায়ার সার্ভিসের ১৯টি ইউনিট। ১৪ তলা ভবনের ৪র্থ তলা থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করেন। সচিব মহোদয়-এর উপস্থিতিতে মহাপরিচালক মহোদয়-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২৩-০০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২০-০২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ ১০-৩০ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকান্ডে পুরুষ ৮ জন, মহিলা ১২ জন ও শিশু ১ জনসহ মোট ২১ জনকে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আগুনের ঘটনায় ২ জন নিহত হয়।

গুলশানের মোশারফ জাকের স্কাইলাইন ভবনে অগ্নিনির্বাপণ শেষে সুরক্ষা সেবা সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রেস ব্রিফ

রংপুরের করোতোয়া নদীতে নৌদুর্ঘটনায় উদ্ধার শেষে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের প্রেস ব্রিফ

২৫.৬. বনানীর কড়াইল বস্তির অগ্নিনির্বাপণ : গত ২৬-০২-২০২৩ খ্রিঃ বেলতলা আদর্শ নগর, বনানী, ঢাকা নামক স্থানে তারিখ কড়াইল বস্তিতে অগ্নিদুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৬-২৯ ঘটিকার সময় অগ্নিকান্ডের সংবাদ পাওয়ার পর বারিধারা ও তেজগাঁও ফায়ার স্টেশন হতে গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে এবং ১৬-৪৮ ঘটিকার সময় অগ্নিকান্ডস্থলে পৌঁছায়। আগুনের ভয়াবহতা দেখে সাহায্য চাওয়ায় কুর্মিটোলা, মোহাম্মদপুর এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন হতে আরো গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মোট ৯টি ইউনিটের চেষ্টায় ১৭-৩৩ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৮-৪০ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ করা হয়। উল্লেখিত স্থানে আনুমানিক ৫০-৬০টি কাঁচা ঘর এবং বিভিন্ন মালামাল আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিকান্ডের কারণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান আনুমানিক ২০,০০,০০০ টাকা এবং উদ্ধার আনুমানিক ৪০,০০,০০০ টাকা। উক্ত অগ্নিকান্ডে কেউ আহত বা নিহত হননি।

২৫.৭. নিউ সুপার মার্কেটের অগ্নিনির্বাপণ : ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে নিউ সুপার মার্কেটে আগুন লাগে। ৫টা ৪৩ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। পরে ইউনিট সংখ্যা বাড়িয়ে ২৬ করা হয়। উল্লেখিত স্থানে ৩য় তলা ভবনের নিচ তলায় ৪টি, ২য় তলায় ১৫টি ও ৩য় তলায় ২২৪টি সহ বিভিন্ন পরিমাপের সর্বমোট ২৪৩টি দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে তৈরি পোশাক, খেলনা, ইলেকট্রনিক্স মালামাল ও বিভিন্ন ক্যাবল আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত অগ্নিকান্ডে কাজ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ২৫ জন এবং বিমান বাহিনীর ১ জন ও ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্য ২ জন, ভলান্টিয়ার ২ জন ও রোভার স্কাউট সদস্য ১ জনসহ সর্বমোট ৩১ (একত্রিশ) জন আহত হন। উক্ত অগ্নিকান্ডে কেউ নিহত হননি।

বনানীর কড়াইল বস্তির অগ্নিনির্বাপণ শেষে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের প্রেস ব্রিফ

নিউ সুপার মার্কটে অগ্নিনির্বাপণ শেষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়রের প্রেস ব্রিফ

২৬. দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান: ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংঘটিত দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

আগুনের সংখ্যা	আনুমানিক ক্ষতি (কোটি টাকায়)	আনুমানিক উদ্ধার (কোটি টাকায়)	নৌদুর্ঘটনা	সড়ক দুর্ঘটনা	অন্যান্য দুর্ঘটনা	আহত (জন)	নিহত (জন)
২৯,৫৭০	২৯২.২৯	১৩৮৪.৪০	৬৭৩টি	৯,০৮৫টি	২,৬৭৬টি	১১,৪৫৩	২৪৭৮

২৭. বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সুষ্ঠু টেলি ও বেতার যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। টেলিফোনের মাধ্যমেই জনসাধারণ এ অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া উন্নতমানের বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিভাগের অপারেশনাল কর্মকান্ডের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। বেতার যোগাযোগকে সমৃদ্ধ ও আধুনিকীকরণ করতে নাামুখী পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সারাদেশে বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোকে মোবাইল ফোনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণ এখন ফায়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিসের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সরঞ্জামের নাম	বিভাগের নাম							
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
রিপিটার	১৪	০৪	০৮	০৫	০৩	০২	০৩	০১
বেইজ ওয়্যারলেস	৮৫	৩৭	৬০	৫৩	৪০	২৪	৫৩	৩৭
কার মোবাইল	৩৫০	৫৮	১২৮	৮৫	৩৫	২৮	২৫	৫০
ওয়াকিটকি	৬০০	১০৮	১৩১	৭৪	৬৬	৬০	২০	৫০
মোবাইল	১১৪	৯৮	৬৬	৫৬	৪১	২৯	৫৯	৩২
ডিএমআর সাইট	২৬	২৮	১১	১৯	০৮	০৫	০৮	০৭
জনবল	০৬	০১	০৩	০১	০১	০১	০৩	০১

২৮. ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কার্যক্রম : ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের বিপদ-আপদে ও পারিবারিক কল্যাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ফায়ার সার্ভিস ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। ২০২২ সালের ১৫ নভেম্বর ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় প্রানমন্ত্রী আরো ২০ কোটি টাকা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে অনুদান দেয়ার ঘোষণা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের অন্যান্য বাহিনীর ট্রাস্টের ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর ও আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই ট্রাস্টের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. টাংগাইল ফায়ার স্টেশনের অব্যবহৃত খালি জায়গায় ৩ (তিন) তলা মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। মোট দোকানের সংখ্যা ৩৬টি। মার্কেটটি শিগগিরই চালু হবে।

২. সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশন, ঢাকায় অব্যবহৃত খালি জায়গায় ১টি দ্বিতল রেস্টুরেন্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। (জামানত ৫০ লক্ষ টাকা এবং মাসিক ভাড়া ৫০ হাজার টাকা)।

৩. রূপসা এডিবল অয়েল রিফাইনারিতে ফায়ার পাম্প, হাইড্রেন্ট এবং অন্যান্য অগ্নি নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি স্থাপন করা হচ্ছে। মোট প্রাক্কলিত মূল্য ৭৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

৪. কুমিল্লা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে।

৫. আধুনিক ফায়ার সাপ্রেশন ডিভাইস MAUS STIXX PRO আমদানি ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিভাইসটি কোন ভবনের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বক্সে স্থাপন করা হলে শর্ট সার্কিট জনিত যে কোন অগ্নিকান্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাপণে সক্ষম।

৬. Instant Response System (IRS) বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। IRS কোন প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হলে একটি মাত্র বাটন পুশের মাধ্যমে অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে নিকটবর্তী ফায়ার স্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করে তাদের সহায়তা নেয়া যাবে। ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ঢাকাস্থ ইউনিসেফ কার্যালয়সহ ৮ (আট)টি প্রতিষ্ঠানে IRS স্থাপন করা হয়েছে।

ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বিপণন পণ্য মাউস স্টিক্স

ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বিপণন পণ্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার

৭. অনিক কনস্ট্রাকশন লিঃ-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে খাগড়াছড়ি জেলায় সেনাবাহিনীর ২০ ইসিবি পরিচালনাধীন বর্ডার রোড প্রজেক্ট এর আওতায় সাজেক-উদয়পুর ২ (দুই) কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণের ঠিকাদারি কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৮. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য নায়ারণগঞ্জ-এর রূপগঞ্জে 'ফায়ার পল্লী' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্থানীয় জমির মালিকগণ ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর অনুকূলে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) বিঘা জমি আম মোক্তারনামার মাধ্যমে হস্তান্তর করেছেন।

৯. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ফায়ারফাইটার কাম ডুবুরিদের প্রতিমাসে জনপ্রতি ১০০০/- টাকা হারে জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১,৯৯,০০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়েছে।

১০. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২০২২ সালে পবিত্র ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১১. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে ২০২২ সালে ১৪৭৭ পিস শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়েছে।

১২. ২০২২ সালে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অধিদপ্তরের ১০০০ (এক হাজার) জন স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীকে জনপ্রতি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১৩. অধিদপ্তরে নতুন ক্যান্টিন নির্মাণ করা হয়েছে।

১৪. অধিদপ্তরের আধুনিক মেইন গেট নির্মাণ করা হয়েছে।

২৯. জনবল সংক্রান্ত কার্যক্রম :

২৯.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে জনবল নিয়োগের বিবরণী : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার সাথে সাথে জনবল নিয়োগ দিয়ে তা চালু করা হয়। এ জন্য এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলমান। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১২৮৩টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণিভিত্তিক পদ সৃজন এবং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সৃজিত পদসংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

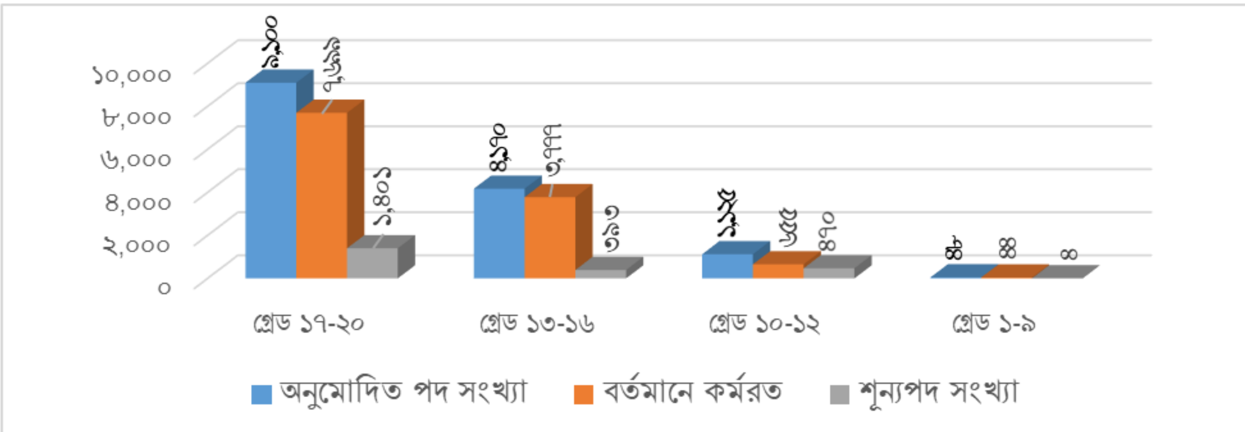

২৯.২ পদোন্নতি ও অবসর : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি ও অবসর। প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান এবং স্বাভাবিক চাকরি শেষে নিয়মিত অবসর প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির পদে ২ জন, ৩য় শ্রেণির পদে ৪৭ জনসহ অধিদপ্তরের মোট ৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ থেকে মোট ১২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরে গেছেন। ১৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসরজনিত পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১ম শ্রেণির ৮ জন, ২য় শ্রেণির ১৩ জন, ৩য় শ্রেণির ৬৮ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ৪৫ জন।

৩০. উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম :

৩০.১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি : ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি’ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। একাডেমির জন্য ১০০.৯২ একর জমির বরাদ্দ বুঝে পেয়েছে ফায়ার সার্ভিস। পূর্ণাঙ্গভাবে একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে কর্মীদের জন্য বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশনা দিলে গত ৩০-০৮-২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান এবং গত ০৬-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনঃপ্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৩০.২. প্রকল্প বাস্তবায়ন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে পর্যায়ক্রমে একটি বিশ্বমানের সেবা বাহিনীতে পরিণত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

৩০.৩. ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন : ৬১৭ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলার ৭টি উপজেলা/থানায় ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলার ৭টি উপজেলা/থানায় ৬টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর চালু করা হয়েছে এবং ৫টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত হবে।

নির্মাণ সম্পন্ন সারাবো মডার্ন ফায়ার স্টেশন

সারাবো স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

৩০.৪. স্ট্রেংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) : ৮০ কোটি ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা। এ প্রকল্পের আওতায় KOICA-এর অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে একটি Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণসহ Hardware/Software, Software development/Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-এর সংস্থান রয়েছে। ERCC ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ণ কাজ ২০২২ সালের ডিসেম্বরে সম্পন্ন হয়েছে।

ইমারজেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টারের (ইআরসিসি) ভেতরের দৃশ্য

নির্মাণসম্পন্ন ইমারজেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টার (ইআরসিসি) ভবন

৩০.৫. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পসমূহ :

- ✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।
- ✓ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনর্নির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
- ✓ ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি ফায়ার স্টেশন পুনর্নির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
- ✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
- ✓ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন প্রকল্প।
- ✓ দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
- ✓ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/ থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
- ✓ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।
- ✓ মডার্নাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প।

৩০.৬. অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি ক্রয় : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সাজ-সরঞ্জাম প্রাধিকার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২ ধরনের বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম এবং ১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে ১২৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮ প্রকারের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ডুবুরি প্রকল্পের আওতায় ২৫ কোটি ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৭ ধরনের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের ছবি :

কেমিক্যাল টেন্ডার

রিমোট কনট্রোল ভেহিক্যাল

ফায়ার স্যুট

এয়ার কমপ্রেশার

চেইন স

পোর্টেবল পাম্প

৩১. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩১.১. ফায়ার স্টেশন স্থাপন নীতিমালা সংশোধন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে বর্ধিত জনবল, গাড়ি-পাম্প ও সাজ-সরঞ্জামের স্থান সংকুলানের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফায়ার স্টেশনের স্থাপত্য নকশাও পরিবর্তন করা হয়েছে। স্টেশন স্থাপন নীতিমালা বাস্তবসম্মতভাবে প্রণয়নের লক্ষ্যে ৫ সদস্যের কমিটি করা হয় এবং কমিটির সুপারিশের আলোকে বিদ্যমান নীতিমালাটি সংশোধনের কাজ শুরু করা হয়। ৩১ মে ২০২৩ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে স্টেশন স্থাপন নীতিমালা সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে তার অনুমোদন পাওয়া গেছে।

৩১.২ অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। জনবল কাঠামো ৩০ হাজারে উন্নীতকরণসহ সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ যাচাই কমিটি গঠন করেছে। যাচাই কমিটি নিয়মিত সভার আয়োজন করছে এবং যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

৩১.৩ বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন : মিরপুরে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। গত ১৫ আগস্ট ২০২২ মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নারের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া খুলনা বিভাগেও স্থাপন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগেও বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নারগুলোতে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন দুর্লভ ছবি ও বই সংরক্ষণের মাধ্যমে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধনের পর দোয়া অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধু কর্নার

৩১.৪. অগ্নিসেনা উদ্যান নির্মাণ ও শহিদদের নামফলক : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অভ্যন্তরে ‘অগ্নিসেনা উদ্যান’ নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরভাগ ও আঙিনা নান্দনিক সৌন্দর্যে দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। একই সাথে উদ্যানের ২ পাশে স্থাপিত দুটি ফলকের একটিতে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মাহুতি দেয়া ফায়ার সার্ভিসের শহিদ কর্মীদের নাম ও স্বাধীনতা পদক এবং অন্য পাশে দুর্ঘটনা-দুর্যোগে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশ নিয়ে মৃত্যুবরণকারীদের নামের ফলক এবং স্বাধীনতা পুরস্কার গ্রহণের ছবি স্থাপন করা হয়েছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন, বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি, জি, এম ফিল অগ্নিসেনা উদ্যানের শুভ উদ্বোধন করেন।

শহিদ সদস্যদের স্মরণে অধিদপ্তরে নির্মিত ‘অগ্নিসেনা উদ্যান’

অগ্নিসেনা উদ্যানের শুভ উদ্বোধন ফলক

৩১.৫. সরকারি খরচে হজ পালনের সুযোগ প্রদান : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর ইতিহাসে সরকারি খরচে **‘এবারই প্রথম’** ফায়ার সার্ভিসের ২ জন কর্মী পবিত্র হজ পালনের সুযোগ লাভ করেছেন এবং ১৪ মে ২০২৩ তারিখে তাদের নামে অফিস আদেশ জারি করা হয়।

৩১.৬. অগ্নি বীরদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান : সীতাকুন্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোর ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনায় অগ্নিনির্বাপণ কাজে অংশ নিয়ে মৃত্যুবরণকারী ফায়ার সার্ভিসের ১৩ কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন, বিএসপি (বার), এনডিসি, পিএসসি, জি, এম ফিল। ২৭ অক্টোবর ২০২২ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল থেকে অগ্নি বীর খেতাবপ্রাপ্ত ফায়ারফাইটারদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের হাতে ৩ লাখ টাকার চেক তুলে দেন মহাপরিচালক।

অগ্নিবীরের স্বজনকে অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন মহাপরিচালক

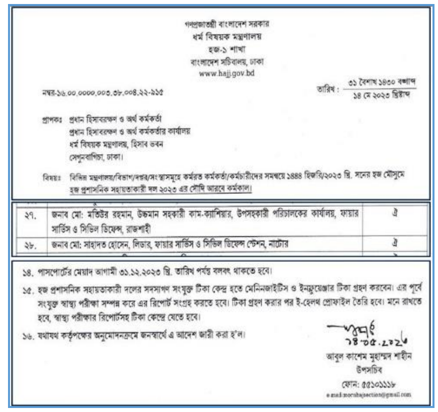
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hajj.gov.bd

নম্বর-১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৮.০০৪.২২-৯১৫

তারিখ : ৩১ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৪ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাপকঃ প্রধান হিসাবরক্ষণ ও অর্থ কর্মকর্তা
প্রধান হিসাবরক্ষণ ও অর্থ কর্মকর্তার কার্যালয়
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ১৪৪৪ হিজরি/২০২৩ খ্রি. সনের হজ মৌসুমে হজ প্রশাসনিক সহায়তাকারী দল ২০২৩ এর সৌদি আরবে কর্মকাল।

২৭.	জনাব মো: মতিউর রহমান, উচ্চমান সহকারী কাম-ক্যাশিয়ার, উপসহকারী পরিচালকের কার্যালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজশাহী	ঐ
২৮.	জনাব মো: সাহাদত হোসেন, লিডার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, নাটোর	ঐ

১৪. পাসপোর্টের মেয়াদ আগামী ৩১.১২.২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকতে হবে।

১৫. হজ প্রশাসনিক সহায়তাকারী দলের সদস্যগণ সংযুক্ত টিকা কেন্দ্র হতে মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা গ্রহণ করবেন। এর পূর্বে সংযুক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে এর রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। টিকা গ্রহণ করার পর ই-হেলথ প্রোফাইল তৈরি হবে। মনে রাখতে হবে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টসহ টিকা কেন্দ্রে যেতে হবে।

১৬. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

১৪-০৫-২০২৩
আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০১১১৮

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় জারিকৃত হজে গমনের জিও

৩১.৭. শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত ইতিহাস রচনার উদ্যোগ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। জাতির পিতার সময় প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উঠে এসেছে তার চিত্র। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-১৯৭৮), পার্ট-২-এর পৃষ্ঠা-৩৯০-এ বলা হয়েছে, “Moreover, due to the destruction of fire fighting vehicles and equipment during the war of liberation, this organisation has been severely handicapped achieving its desired efficiency.”

২০২২ সালের জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধে এ অধিদপ্তরের প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ গবেষক বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীককে এই কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই সাবেক কর্মকর্তার সাথে গবেষণা কাজে সহযোগিতার জন্য ফায়ার সার্ভিসের দুইজন কর্মকর্তাকে সংযুক্ত করা হয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক গবেষণা শেষ করে এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩১.৮. সকল বিভাগে টিটিএল গাড়ি প্রদান : বিভাগীয় পর্যায়ে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে বহুতল ভবনের দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সকল বিভাগে ন্যূনতম ১টি করে টিটিএল গাড়ি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম বিভাগে ৪টি, খুলনায় ২টি, সিলেটে ২টি, রংপুরে ১টি, বরিশালে ১টি, ময়মনসিংহে ১টি ও রাজশাহী বিভাগে ১টি টিটিএল গাড়ি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ঢাকায় রাখা হয়েছে ১৪টি। টিটিএল গাড়ির বিদ্যমান বরাদ্দ প্রয়োজনে সময় সময় সমন্বয় করা হবে।

৩১.৯. অধিদপ্তরের নতুন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদর দপ্তরে নান্দনিক গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ গেট ও সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদর দপ্তরকে সুরক্ষিত করার জন্য সীমানা প্রাচীর নতুন করে নির্মাণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর সুরক্ষিত থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বঙ্গাবাজার মার্কেটে অগ্নিদুর্ঘটনার দিন উচ্ছৃঙ্খল লোকজন কর্তৃক অরক্ষিত সদর দপ্তরের মূল্যবান গাড়ি-পাম্প ও অফিস ভাঙচুরের কারণে এর অপরিহার্যতা তৈরি হয়। ইতোমধ্যে গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অধিদপ্তরে নির্মাণসম্পন্ন নতুন গেটের ডিজাইন

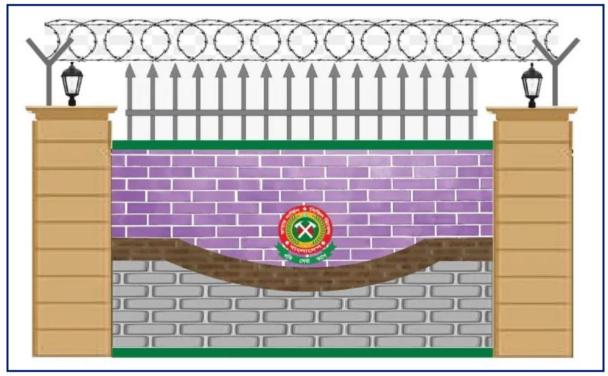

অধিদপ্তরের নির্মাণ সম্পন্ন সীমানা প্রাচীর

৩১.১০. অধিদপ্তরে নতুন কনফারেন্স রুম নির্মাণ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সদর দপ্তরে নতুন একটি কনফারেন্স রুম নির্মাণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক-এর দপ্তরের পূর্বপ্রান্তে খোলা স্থানে এই কনফারেন্স রুম নির্মাণ করা হয়। ইতিপূর্বে অধিদপ্তরে যে কনফারেন্স রুম ছিল তা অভ্যাগতদের ওয়েটিং রুম হিসেবে পরিণত করা হয়েছে। বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে সভার আয়োজন করার অপরিহার্যতা বিবেচনায় মহাপরিচালক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ঠিকাদার কর্তৃক ইতোমধ্যে কনফারেন্স রুমের নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩১.১১. ফায়ার সার্ভিসের সকল দপ্তরের জমির নামজারি এবং কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ : জমির নামজারি সঠিক পদ্ধতিতে না হওয়ায় সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ফায়ার স্টেশনসহ ফায়ার সার্ভিসের সকল দপ্তরের জমিজমা **"মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা"** এর নামে নামজারি করার বিষয়ে সদয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ফায়ার স্টেশনসহ ফায়ার সার্ভিসের সকল দপ্তরের জমিজমা সঠিকভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শতভাগ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। নামজারির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৩১.১২. শীতবস্ত্র ও ঔষুধ সামগ্রী বিতরণ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোগে সারা দেশের চালু প্রতিটি ফায়ার স্টেশনের জন্য ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে শীতবস্ত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য ঔষুধ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এসব শীতবস্ত্র ও ঔষুধ সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত বা সব থেকে কম বেতন প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ১৩ মার্চ ২০২৩ অধিদপ্তরে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিভিন্ন জেলা থেকে আসা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে ঔষুধসামগ্রী তুলে দেন। শীতবস্ত্র ও ঔষুধ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

মহাপরিচালক কর্তৃক ঔষুধ সামগ্রী প্রদান

৩২. সেবামূলক বিশেষ কার্যক্রম

৩২.১. রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অগ্নিনিরাপত্তা : উখিয়া ফায়ার স্টেশনের নিয়মিত জনবলের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে বর্ধিত জনবল ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে অগ্নিকান্ডসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিয়ে রেসপন্স করা যায়। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংঘটিত ১৪টি অগ্নিদুর্ঘটনায় অংশ নিয়ে উখিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে ১০ কোটি ৪৯ লাখ ২৩ হাজার টাকার সম্পদ রক্ষা করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। ৪টি অন্যান্য দুর্ঘটনায় অংশ নিয়েছে উখিয়া ফায়ার সার্ভিস, এতে ১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে ৬টি মহড়াও সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩২.২. মেলা ও প্রদর্শনীতে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন : ২০২২-২৩ অর্থবছরে অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে পুরো অর্থবছরব্যাপী বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনী ও সভা-সেমিনারে অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন রাখা হয়েছে।

৩২.৩. ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ নিয়মিত আপডেটকরণ : সকল সেবা সম্পর্কে সকলকে নিয়মিত অবহিত করার উদ্দেশ্যে এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা সৃষ্টির অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ফেইসবুক পেজ খোলা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিয়মিতভাবে এই ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেজ আপডেট করা হয় এবং সর্বশেষ তথ্য তাতে সন্নিবেশ করা হয়। অধিদপ্তরের পদায়ন, বদলি, আদেশ-নির্দেশসহ সকল অফিসিয়াল পত্র সারা দেশের সব জায়গা থেকে দেখার ও সংগ্রহ করার সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে এই সাইট দুটিতে আপলোড করা হয়েছে। ফলে সকলের পক্ষে স্বল্প সময়ে ও সহজেই সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ওয়েবসাইট ও ফেইসবুকের ঠিকানা :http://www.fireservice.gov.bd এবং https://www.facebook.com/fscd.bd

৩২.৪. প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত করার লক্ষ্যে পানি ছিটানো : মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার জন্য পানি ছিটানো হয়। শহরকে ধুলা-বালুমুক্ত ও বসবাস উপযোগী রাখার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন নিয়মিত পানি ছিটানোর কাজ সম্পাদন করেছে।

৩২.৫. উৎসবে-আয়োজনে ঘরমুখো মানুষকে নিরাপত্তা সেবা প্রদান : প্রতিবছরের মত ২০২২-২৩ অর্থবছরেও ঈদ ও বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে শহর থেকে ঘরে ফেরার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স লঞ্চ টার্মিনাল ও নৌ পারাপার এলাকায় ডুবুরিসহ নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করেছে। শিশু, বৃদ্ধ ও সাহায্য প্রয়োজন এমন মানুষকে তারা নৌযানে উঠতে-নামতে সহায়তা করেছে। প্রতিবছরই এ সময় নৌ-দুর্ঘটনা ঘটে। মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠার ক্ষেত্রে যাতে দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয় সে জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে।

গণসংযোগে লিফলেট বিতরণ

টার্মিনালে নিরাপত্তা ইউনিট

ঈদে ঘরমুখো মানুষকে সেবা প্রদান

৩২.৬. বিভিন্ন রকম বই প্রকাশ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ মান উন্নতকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে অনেক বই প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফায়ার সপ্তাহ-২০২২ প্রতিপালনকালীন অধিদপ্তরের মুখপত্র অগ্নিপ্রতিরক্ষা, প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা, অগ্রগতির ১০০ দিন ও অগ্রগতির এক বছর, ফায়ারফাইটার্স হ্যান্ডবুক, ড্রাইভার্স হ্যান্ডবুক, অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ এর সংকলন, ফায়ার সার্ভিস সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনের সম্মিলিত সংকলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব প্রকাশনার কারণে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সকল আইন হাতের কাছে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

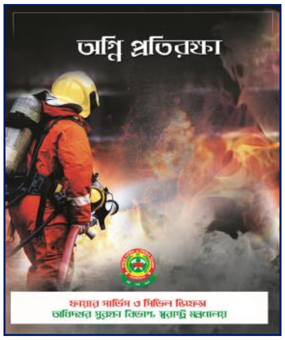

মুখপত্র অগ্নিপ্রতিরক্ষা

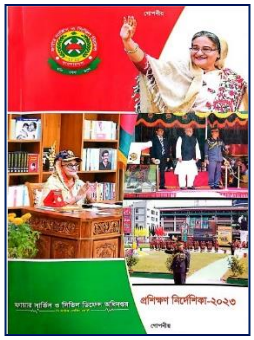

প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা

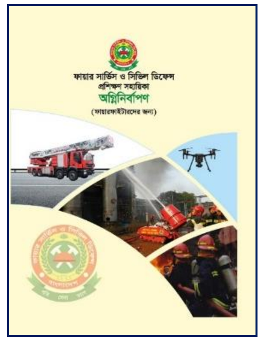

প্রশিক্ষণ সহায়িকা অগ্নিনির্বাপণ

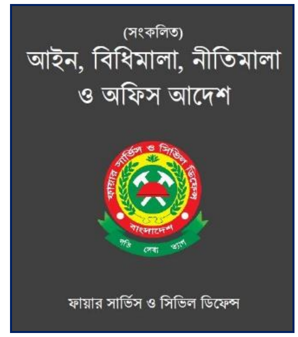

আইন-বিধির সংকলন গ্রন্থ

৩২.৭. বিভিন্ন দিবস উদযাপন : প্রতিবছরের মতো ২০২২-২৩ অর্থবছরেও বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জাতির পিতার জন্মদিন, শহিদ দিবস, শেখ রাসেলের জন্ম দিন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুননেছা মুজিব'র জন্মদিন, বিজয় দিবস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব দিবসে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন, দিনব্যাপী কোরআনখানি, দোয়া অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়।

১৫ আগস্ট ২০২২ জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতার জন্মদিনে শোভাযাত্রা

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মদিন, ৮ আগস্ট ২০২২ উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ বিজয় দিবসে ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

সপ্তম অধ্যায়

কারা অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৩৮ খ্রি: এ গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ খ্রি: এর ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তার কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু তার জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" এবং "কারাগারের রোজনামচা" নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছুর সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমূখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে। এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহিদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারী এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের পর ৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪৩টি উপ-কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল কাজ করে চলছে।

ক্রমবিকাশ :

১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা।

১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণয়ন।

১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণয়ন।

১৯০০ : প্রিজনারস এ্যাক্ট প্রণয়ন।

১৯৪৭ : ২টি কেন্দ্রীয়, ১২টি জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা।

১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতর আহত হয়।

১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ৫ জন সদস্য শহিদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন। ৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩টি জেলা এবং ৪৩টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা।

১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয়।

১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয়।

২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাণীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর।

২০১৮: কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লবদ্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৯: (১)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায়। বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করে সপ্তাহে ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান।

(২) কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/- (দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

২০২০: (১) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারাবন্দিদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহের নিমিত্ত জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০/-টাকায় উন্নীতকরণ।

(২) আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনা খাবার সরবরাহের নিমিত্ত দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান।

(৩) সর্বোচ্চ ০১ বছর পর্যন্ত লঘু দণ্ডে দণ্ডিত সাজাভোগরত ২৮৮৪ জন কয়েদিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা।

(৪) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব সময়কাল সাজাভোগরত কয়েদিদের মধ্যে ৩২৯ জন কয়েদিকে কারাবিধির ১ম খন্ডের ৫৬৯ ধারায় এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা হয়।

২০২১: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারাবন্দি পোষ্য ১,০০০ (এক হাজার) জনকে বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান।

(৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক **'মুজিববর্ষ কারা বার্তা বিশেষ সংখ্যা'** প্রকাশ করা হয়েছে।

(৪) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০২২ (১) PRISON INMATE DATBASE SYSTEM-এর মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কোন বন্দি মিথ্যা তথ্য দিয়ে কারাগারে আগমন করলে তাৎক্ষণিক তাকে সনাক্ত করা যায়।

(২) কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য হালনাগাদ ও সংরক্ষণের জন্য Prison Staff Career Planning & Monitoring System (PSCPMS) ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

(৩) সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ (পিডিআর ক্যালকুলেটর/বন্দি ক্যালকুলেটর) চালু করা হয়েছে।

২০২৩ (১) দেশের ৩৭টি কারাগারকে সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম এর আওতাভূক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিতে কারাগারের সামগ্রিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(২) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী এর নির্মাণ কাজ ৩০ জুন ২০২৩-এ সমাপ্ত হয়। এতে নব-নিয়োগকৃত কারারক্ষীদের ০৬ মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বছরব্যাপী বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স পরিচালিত হবে।

(৩) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ডি-নথির মাধ্যমে ৯৪.৫৮% নথি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

(৪) বন্দি উৎপাদিত পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে E-Commerce System চালু করা হয়েছে;

(৫) ই-জিপির মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে;

রূপকল্প : রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ ।

অভিলক্ষ্য : বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য,

চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিতকরা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ কার্যাবলি

১. বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ;
২. বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ;
৪. বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্থকরণ;
৫. বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
৬. নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ;
৭. বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ;
৮. মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
৯. মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
১০. বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ;
১১. বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন;
১২. কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চতকরণ;
১৩. কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন;
১৪. নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
১৫. বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
১৬. কারাশিল্প এবং কারাবাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থসাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
১৭. কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ হতে লভ্যাংশের ৫০% হিসেবে সংশ্লিষ্ট বন্দিকে পারিশ্রমিক প্রদান;
১৮. সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

কারা অধিদপ্তরের অর্জন/সমৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণী :

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২২-২০২৩	মন্তব্য
রাজস্বখাতে সৃজিত পদ	৮,৩৬৫টি	১২,১৭৮টি	৩,৮১৩টি পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
রাজস্ব বাজেট	২৯৮,৫৬,২৫,০০০/-	৯০৭,৬২,৮০,০০০/-	বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০৯,০৬,৫৫,০০০/- টাকা
কয়েদী বন্দিদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্দ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান	পূর্বে ছিলনা	১৩৯৫১ জন বন্দিকে ৪২,৪৯,৩১৮/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।	--
বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন	পূর্বে ছিলনা	কারাগারে ফোনবুথ ‘স্বজন’ স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ। যার ফলে কারা বন্দিরা প্রতি সপ্তাহে একদিন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনী সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	--
সকালের নাস্তা	বৃটিশ আমল হতে বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড় প্রচলিত ছিল	বন্দিদের সকালের নাস্তায় প্রচলিত রুটি-গুড়ের পরিবর্তে খিচুড়ি, সবজি, রুটি ও হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে।	--
বালিশ ও কম্বল	বৃটিশ আমল হতে কারাগারে বন্দিদের জন্য ৩টি কম্বল বরাদ্দ ছিল	বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ৩টি কম্বলের মধ্যে ১টি কম্বলের পরিবর্তে ১টি শিমুল তুলার বালিশ প্রদান করা হচ্ছে।	--

বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২২-২০২৩	মন্তব্য
ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয়	পূর্বে ছিলনা	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামিদের আনা-নেওয়ার জন্য একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ভিআইপি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট (সাধারণ) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় করা হয়;	--
ক্রয় প্রক্রিয়া	সাধারণ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহ্বান করা হতো।	ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।	--
বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে TSP চুক্তি	পূর্বে ছিল না	চালু করা হয়েছে	
বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে খোড়াকী ভাতা মাথাপিছু বরাদ্দ	১৬/-টাকা	১০০/-টাকা	মাথাপিছু ৮৪/-টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
কারাগারে আটক বন্দিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের প্রতি ভিজিটে সম্মানী	৫০/-টাকা	২০০/-টাকা	১৫০/-টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
বন্দিদের ইফতারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	১৫/-টাকা	৩০/-টাকা	মাথাপিছু ১৫/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
কারাভ্যন্তরে কয়েদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাসিক বেতন	২০/-টাকা	৫০০/-টাকা	৪৫০/-টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	৩০/-টাকা	১৫০/-টাকা	মাথাপিছু ১২০/- টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
আদালতগামী আটক বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে ২৬/- টাকা করা হয়েছে	--
কারাগারে আটক বন্দিদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩৮টি কারাগারে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে	পূর্বে ছিল না	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩ সময়ে ৭৬,২৪০ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	--
নতুন জায়গায় কারাগার নির্মাণ (ক) গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চাঁদপুর, নাটোর, নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ।	কারাগারগুলো ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন, এবং জরাজীর্ণ।	পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে বৃহৎ পরিসরে নতুন আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	
(খ) হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ।	পূর্বে ছিল না।	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের ফলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিরাপদে আটক রাখা সম্ভব হচ্ছে।	--
(গ) চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগার সম্প্রসারণ।	কারাগার দুটি ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ।	চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগারকে পূর্বের অবস্থানে রেখে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--
বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি;	বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ২৮,০৩২ জন।	বন্দি ধারণক্ষমতা ১৪,৮৩৪ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোট ধারণক্ষমতা হয়েছে ৪২,৮৬৬ জন। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন্দিদের আবাসন সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।	--
কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	কারা সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় দপ্তরে	১৮১টি যানবাহন ও ৬০৭টি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি	

বিষয়	**২০০৮-২০০৯**	**২০২২-২০২৩**	**মন্তব্য**
সরবরাহ	মাত্র ৬টি গাড়ি ছিল। কারাগারসমূহে কোন যানবাহন ছিল না।	সরবরাহ করা হয়েছে।	
মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ;	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক কোন আবাসন ছিল না।	৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।	
কারা বেকারি চালুকরণ;	কোন কারা বেকারি ছিল না।	কারা বেকারি চালুর মাধ্যমে বেকারিতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।	
কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন;	কারাগারে উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না।	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।	
কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ	কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল না।	সরকারের অনুমোদনক্রমে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।	
ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক পুরাতন একটি প্রেস ছিল।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালুর ফলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফর্ম ও প্রিন্টিং সামগ্রী সহজে ও স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।	
ওয়েব বেজড্ প্রিজন ভ্যান সংযোজন	কারা বিভাগে কোন প্রিজন ভ্যান ছিল না।	২টি প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জঙ্গি, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও ঝুঁকিপূর্ণবন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	
ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল ২টি	বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার ৮টি।	নতুন ৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
“বন্দি প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন স্কুল” স্থাপন;	কারা বিভাগে কোন “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন স্কুল” ছিল না।	বন্দিদের সাজাভোগ শেষে অপরাধ মুক্ত থেকে ভবিষ্যতে সমাজে পূনর্বাসনের লক্ষ্যে বন্দিদের জন্য “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল” স্থাপন করা হয়েছে।	
২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ;	কারা বিভাগে বন্দিদের জন্য কোন ছিল না।	বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	
সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম	কারা বিভাগে কোন সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম ছিল না।	বর্তমানে কারা অধিদপ্তর হতে দেশের ৩৭টি কারাগারকে সেন্ট্রাল মনিটরিং সিস্টেম এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর **মাধ্যমে** দৈনিক ভিত্তিতে কারাগারের সামগ্রিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।	
PRISON INMATE DATBASE SYSTEM-এর মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের তথ্য সংরক্ষণ	পূর্বে দেশের কারাগারসমুহে PRISON INMATE DATBASE SYSTEM ছিলনা	PRISON INMATE DATBASE SYSTEM-এর মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কোন বন্দি মিথ্যা তথ্য দিয়ে কারাগারে আগমন করলে তাৎক্ষণিক তাকে সনাক্ত করা যাচ্ছে।	
ডি-নথি	পূর্বে ডি নথির কার্যক্রম চিলনা	ডি নথির **মাধ্যমে ৯৪.৫৮%** নিস্পন্ন করা হয়েছে।	

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা
১	২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড	৩০৬	১২৮	১৭৮
২	১০ম গ্রেড	১০৬	৩১	৭৫
৩	১১-১৬ তম গ্রেড	২১৩৯	১৭৪৩	৩৯৬
৪	১৭-২০তম গ্রেড	৯৬২৭	৮৫৩৭	১০৯০
	সর্বমোট=	**১২,১৭৮**	**১০,৪৩৯**	**১৭৩৯**

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিদের্শনা মোতাবেক কারা উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকাকে প্রধান করে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল
১	বন্দি উৎপাদিত পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে E-Commerce System (www.bdprisonproduct.com) চালু করণ	
২	সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ (পিডিআর ক্যালকুলেটর/বন্দি ক্যালকুলেটর) যার মাধ্যমে বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণে উদ্ভাবনী ধারণ বাস্তবায়ন।	সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির যেকোন প্রমোশন দেয়া, বদলী দেয়া, বিশেষ রেয়াত প্রদানসহ বিভিন্ন কাজে উক্ত হিসাবসমূহ সময়ে সময়ে করতে হয়। এছাড়া, সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির উক্ত হিসাবসমূহ করে মুক্তির জন্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করার জন্য পিডিআর অ্যাপস অর্থাৎ বন্দিদের মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। উক্ত অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে বন্দির আত্মীয়-স্বজন কম সময়ে সুফল ভোগ করতে পারবে।
৩	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল
৪	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।
৫	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্নীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিস্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৬	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।
৭	ওয়েব বেজড প্রিজন ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ	প্রিজন ভ্যানে ওয়েব ক্যামেরা সংযোজনের ফলে জঙ্গি, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।
৮	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দি ও স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি দূর হচ্ছে।
৯	আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল	কারাভ্যন্তরে ভিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব কিন্তু আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল ব্যবহৃত হলে ভিজিটর/বহিরাগত এবং বন্দির নিরাপত্তা প্রদান সহজ হয়েছে।
১০	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

সহজিকৃত সেবাসমূহ

ক্রম	সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	ফোনবুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন	একটি সেবা সহজিকরণের বিপরীতে ফোন বুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপটি কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ব্যবহার করা যাবে।
২.	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।
৩.	ওকালাতনামা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে।	ওকালতনামা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে যার ফলে সেবাগ্রহণকারী স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারছে।
৪.	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।
৫.	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্নীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিস্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৬.	ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের সাক্ষাতকরণ	জনাকীর্ণ সাক্ষাত কক্ষে কোলাহলের কারণে স্বজনদের সাথে বন্দির সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। উক্ত সেবার মাধ্যমে কোলাহলবিহীন পরিবেশে অর্থবহ সাক্ষাত সম্ভব হয়েছে।
৭.	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।
৮.	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিনপ্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।

ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ

ক্রম	ডিজিটাইজকৃত সেবার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	My Gov Platform বাস্তবায়ন।	সেবা ডিজিটাইজেশনের বিপরীতে বন্দির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে প্রদানের জন্য কারা অধিদপ্তরের My Gov Platform এ সেবাটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হতে উক্ত সেবাটি গ্রহণ করা যাবে।
২	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ 'স্বজন' স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।
৩	ওয়েব বেজড প্রিজন্স ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ।	প্রিজন ভ্যানে ওয়েব ক্যামেরা সংযোজনের ফলে জঙ্গি, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।
৪	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ।	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।
৫	অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান।	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন /খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।
৬	জামিনের তালিকা ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেতে প্রদর্শন	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্যে SDG Tracker এর ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

16.3.2 : Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population. উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া) ডাটা অনুমোদনকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ডেপুটি জেলার, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা ডাটা প্রদানকারী এবং ডেপুটি জেলার, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপত্র, ঢাকা বিকল্প ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন।

উল্লেখ্য, জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে "ইম্প্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে "এক্সেস টু জাস্টিজ থ্রু প্রিজন্স রিফর্মস" প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়া করা হয়েছিল, তবে সরকার কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদন না করে নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কারা বন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১১,৭১৪ জন বন্দিকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন

সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া) ও কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিঃ দাঃ) জনাব মোসা: নাহিদা পারভীনকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হককে আপীলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭ জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা
৭টি	৭টি	--

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা : কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা-ফারজানা সিদ্দিকা উপসচিব (বাজেট-২ শাখা) সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা-জনাব মোসা: নাহিদা পারভীন, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।
- মাঠপর্যায়ে আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা-সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শকগণ।
- মাঠপর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা-জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা
৩২২টি	৩২২টি	০

উত্তম চর্চা

(১) স্বজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প "স্বজন" টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮.০৩.২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলার সুবিধার্থে সকল কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ স্থাপনসহ অবকাঠামোগত কাজ কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের এবং অডিও ভিডিও কলের সুবিধা স্থাপনের কারিগরি সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক পাইলট কার্যক্রম হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে ফোন বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

(২) কারা বন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% হিসেবে দেশের ৩১টি কারাগারে ১৩,৯৫১ জন বন্দিকে ৪২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩১৮ টাকা পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে।

(৩) কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি : কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য National Tele-communication Monitoring Centre (NTMC)-এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং NTMC এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) কারাগারে ডাবল ফেস লাইন সংযোগ স্থাপন : কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ৪৪টি কারাগারে ডাবল ফেস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কারাগারে ডাবল ফেস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য করা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু : মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ডে কেয়ার সেন্টার

(৬) ধর্মীয় শিক্ষদের বেতন বৃদ্ধি : কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো । এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা হতে ন্যুনতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক জনাব মো: মাইন উদ্দিন ভূঁইয়া (অতি: দা:) দায়িত্ব পালন করছেন। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সভায় শতভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক মডিউল চালু করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে ২টি। শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার এর জন্য নির্বাচিত হন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) প্রস্তাবিত : জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬	৬০৭৩৫.৮৫ (প্রস্তাবিত ১২৪৩৭৩.২১)	২৮%
২	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৩) প্রস্তাবিত: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৪	২৮৮২৬.৪১	৮৯%
৩	কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩)	৯৮৭৮.৬৪	জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে
৪	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৫)	২৪০১৫.৪২	৪৫%
৫	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৩) প্রস্তাবিত : জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন ২০২৪)	৪৯৯৮.২৪	৬০%
৬	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৫)	৬০৯৭৮.৬৬	৩১%
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	৩২৬৯৮.৪৩	৬৪%
৮	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	২১০০২.৭৫	১২%

১. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প : বঙ্গাবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১.০৯.২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের অগ্রগতি ২৮%। প্রস্তাবিত ব্যয় ১২৪৩৭৩.২১ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২৬।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাঙালি জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা।

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১.১১.২০১১ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৮৮২৬.৪১ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৩। প্রকল্পের অগ্রগতি ৮৯%।
প্রস্তাবিত মেয়াদ: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

প্রশাসনিক ভবন

৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক

৬০০ বর্গফুট বাসা

৩০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক ভবন

Activate
Go to Setti

৩. কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯.৬.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৯৮৭৮.৬৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩। প্রকল্পের অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২.১২.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৪০১৫.৪২ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৫। প্রকল্পের অগ্রগতি ৪৫%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৫. কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন : প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪-০৫-২০১৬ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%। প্রস্তাবিত মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন ২০২৪

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা অধিদপ্তর-কে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৬. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনর্নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩.১০.২০১৮ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৬০৯৭৮.৬৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৫। প্রকল্পের অগ্রগতি ৩১%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৩.০৯.২০১৯ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৬৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন ২০২৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬৪%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।

৮. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২১.০৬.২০২০ তারিখে। প্রকল্পটির ব্যয় ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫। প্রকল্পের অগ্রগতি ১২%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক ও পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করা।

কারা অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গাবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

২। ১৭ মার্চ, ২০২৩ কারা অধিদপ্তর কর্তৃক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করা হয়।

১৭ মার্চ ২০২৩ বঙ্গাবন্ধুর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

বঙ্গাবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

৩। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর শিশুদের বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

৪। কারা অধিদপ্তরে ২টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া দেশের সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম অংশ হিসেবে কারা মহাপরিদর্শকের উদ্যোগে কারা সদর দপ্তরে প্রথম বারের মত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে শোকাবহ আগস্টের শোকবার্তা প্রদর্শন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং ৭ মার্চ এর ভাষণ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন

৫। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল এঁর জন্মবার্ষীকীতে দেশের কারাগারসমূহে দোয়া মাহফিলসহ বাচ্চাদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের করা হয়েছে।

৬। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

৭। কারা অধিদপ্তর ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

৮। দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে বিশেষ দিবসসমূহে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

৯। ৩ নভেম্বর ২০২২ পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা মহাপরিদর্শক-এর নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও শহিদ জাতীয় চার নেতার স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, দোয়া মাহফিল ও স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করা হয়।
স্থান: পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালি

৭ মার্চ, ২০২৩ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রশিক্ষণ : কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৪৮ জন কর্মকর্তা এবং ১২০৬ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬০তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি,

বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১। কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩৮টি কারাগারে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৯টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২২-২০২৩ মেয়াদে ১১,৭১৪ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত দেশের ৩৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে ৭৬,২৪০ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে "কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল" প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে । এছাড়া বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ৩৮টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, মেসিনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে ।

বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৪। কারাগারে আটক মাদকাসক্ত বন্দিদের মোটিভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিমাসে দেশের সকল কারাগারে নিয়মিত মাদকবিরোধী সভা আয়োজনের মাধ্যমে বন্দিদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। কারাগার হতে মুক্তির পর সমাজে পূর্নবাসন/প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৬। কারাগারকে সংশোধনাগারে রুপান্তর করার লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ 'Transforming Prisons into a Correctional Institute' শীর্ষক কর্মশালা সারাহ রিসোর্ট, রাজাবাড়ী, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘Transforming Prisons into a Correctional Institute’ শীর্ষক কর্মশালা

৭। কয়েদিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৩৯৫১ জন বন্দিকে ৪২,৪৯, ৩১৮/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৮। ২৭ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ বাংলাদেশ জেল পেভিলিয়ন ২য় স্থান অধিকার করে।

২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩-এ বাংলাদেশ জেল পেভিলিয়ন এর পদক অর্জন

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ

১. ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

২. ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়েমেটাল ডিটেক্টর, সিসিটিভি, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর সাথে প্রতিটি কারাগারে একটি করে সিসিটিভি মনিটরিং কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনার বিবরণ : বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা : রাজশাহী ও রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার এবং রাংগামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারকে বিদ্যমান অবস্থানে রেখে পুনর্নির্মাণ করা। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণ করা।

১. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে কারাগার চালুকরণ ।
২. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করণ।
৩. ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আলোর কাজ সম্পন্ন করণ ।
৪. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ ।
৫. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ ।
৬. যেসকল কারাগারে পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট এর কম সে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুটে উন্নীতকরণ।
৭. যে সকল কারাগারে ওয়াচটাওয়ার এবং সার্চলাইট নেই, সেগুলোতে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ এবং সার্চলাইট সংযোজন।
৮. কারা বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরি।
৯. কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শক এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জনবল বৃদ্ধিকরণ।
১০. কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনকরণ।
১১. কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।

(খ) মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা :

১. ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ ।
২. দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন ।
৩. কারা বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি।
৪. যশোর, কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, কারাগার পুনঃনির্মাণ/ সম্প্রসারণ।

(গ) দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা :

বগুড়া, কুষ্টিয়া, নোয়াখালী, ভোলা, জয়পুরহাট, শরীয়তপুর কারাগার পুনঃনির্মাণ/ সম্প্রসারণ।